পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 52 Wednesday, 21 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা ✱ ৭ মাঘ ১৪৩২, বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আইসিডিএস কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ ভাতা বৃদ্ধি ও কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মোবাইল ফোনের সিম দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতার রাস্তায় তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন আইসিডিএস কর্মীরা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রাজভবনের উদ্দেশে মিছিল করে এগোনোর সময় কলকাতা পুরসভার সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দিলে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি, আর গোটা এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে চলেছে প্রশাসন। আন্দোলনকারীদের রাজভবনের দিকে এগোতে না দেওয়ার জন্য পুলিশ ব্যারিকেড দিলে প্রথম থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইসিডিএস কর্মীরা। পুলিশের বাধা পেতেই একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়। সেই সঙ্গে পুলিশের লক্ষ্য করে উড়তে থাকে লাগাতার ধিক্কার স্লোগান। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকেও তৎপর হতে দেখা যায়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক আইসিডিএস কর্মী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''কোনও শর্ত দিয়ে মোবাইল কেনার নির্দেশ দেওয়া চলবে না। আমরা যেভাবে মোবাইল চেয়েছি, টাকা চেয়েছি, তা দেওয়া হয়নি। উল্টে আমাদের উপর অন্যায় শর্ত চাপানো হচ্ছে। জোর করে মোবাইল কিনতে বাধ্য করা হয়েছে।'' অনেকের এও অভিযোগ, কাজের প্রয়োজনে মোবাইল ফোন কিনতে গিয়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে গয়না বন্ধক রেখেছেন। পাশ থেকে আর এক আন্দোলনকারী যোগ করেন,

''আমাদের সরকারি করতে হবে। সরকারি স্কিম আমাদের দিতে হবে।'' অন্য এক আইসিডিএস কর্মী বলেন, ''প্রতিদিন আমাদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে। এত কাজ কেন আমরা করব? সামান্য যে টাকা মাইনে দেওয়া হয়, তাও নিয়মিত নয়। এক মাস দেয়, এক মাস দেয় না। প্রতি মাসেই টাকা বাকি পড়ে থাকে।'' এই অনিশ্চিত মজুরি ও বাড়তি কাজের চাপ তাঁদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতেও জড়াতে দেখা যায় কয়েক জন কর্মীকে। এক আন্দোলনকারীর প্রশ্ন, ''কেন আমাদের রাস্তা আটকানো হচ্ছে? আমরা কী অপরাধ করেছি? আমরা তো আমাদের ন্যায্য দাবি নিয়েই রাস্তায় নেমেছি।'' পুলিশের বাধার মুখে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে কোনও উপায়েই তাঁরা রাজভবনে গিয়ে নিজেদের দাবির কথা জানাতে চান। তবে পুলিশ অন। থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, ধাক্কাধাক্কি ও স্লোগানে গোটা এলাকা কিছুক্ষণের মধ্যেই অশান্ত হয়ে পড়ে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও আইসিডিএস কর্মীদের ক্ষোভ যে এখন চরমে, তা এ দিনের বিক্ষোভেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'মোদি কিছু দেননি', মমতা দিতে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ রাজনীতি ধারণায় চলে। বিজেপির বহু কর্মীর তো বটেই সাধারণ মানুষেরও অনেকের ধারণা ছিল, রবিবাসরীয় দুপুরে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বড় ঘোষণা করবেন। কিন্তু বাংলায় 'মহা-জঙ্গলরাজ' ও উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু কথা বললেও, তেমন কোনও সুনির্দিষ্ট বড় ঘোষণা মোদি করেননি। তাতে হতাশই হয়েছেন অনেকে। এবার সেই সিঙ্গুরে দাঁড়িয়েই বড় ঘোষণা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুর বরাবরই মমতার জন্য পয়মন্ত। ২০১১ সালে বাংলায় পরিবর্তনের নেপথ্যে ছিল সিঙ্গুর। শুধু তা নয়, মমতার সেই আন্দোলনই এ দেশে শতাব্দী পুরনো জমি আইন সংশোধনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল। ২০১৬ সালের ভোটের পরও সিঙ্গুরে ফিরে গিয়ে সর্ষের বীজ ছড়িয়েছিলেন দিদি। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোনও অঘটন না ঘটলে ২৮ জানুয়ারি বুধবার সিঙ্গুরে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা হবে প্রশাসনিক। বাংলায় আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি

২৮শে বড় ঘোষণা

যোজনা। এই প্রকল্প খাতে রাজ্যের ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে, ওই এক প্রকল্পেই এবার ভোটে বাজিমাত করেছেন নীতীশ। অর্থাৎ সেই প্রকল্পের জন্য বিহার সরকারের খরচ হয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। মমতা সরকার বাংলার বাড়ি খাতে নতুন করে বরাদ্দ করছেন ১৯ হাজার কোটি টাকা। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে ১২ লক্ষ পরিবারের জন্য চলতি আর্থিক বছরেই সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। একে তো বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প খাতে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা এর থেকে বেশি টাকা পান। বাংলার মহিলারা পান বছরে ১২০০০ টাকা। নীতীশ কুমার মহিলাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ওই টাকা দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের আগে যে বাংলার বাড়ি বাবদ ঘোষণা করতে চলেছেন তা স্থায়ী সম্পদ তৈরি করবে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ক্ষুরধার দৌত্যে এই সিঙ্গুর থেকেই ন্যানোকে সানন্দে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মোদি। কেউ কেউ ভেবেছিলেন, মোদি

বানানোর জন্য ওই মঞ্চ থেকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৬ লক্ষ পরিবারকে যে তাঁর সরকার বাড়ি বানানোর টাকা দেবে, সেই ঘোষণা আগেই হয়েছে। শহর বা শহরতলিতে বসে হয়তো আন্দাজ করা যাবে না, এ ব্যাপারে বড় প্রত্যাশা রয়েছে জেলা ধরে ধরে গ্রাম-গরিবের। ১৬ লক্ষ পরিবার মানে প্রায় কমবেশি ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ মানুষ মাথার উপর পাকা ছাদ পাবেন। এ জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হবে প্রায় ১৯ হাজার কোটিরও কিছু বেশি টাকা। ১৬ লক্ষ পরিবার বাড়ি বানাতে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পাবেন। অর্থাৎ এই বাবদ খরচ হবে ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক খরচ আরও বেশ কিছু টাকা হবে। কিন্তু কেন এই ঘোষণা ঐতিহাসিক- বাংলায় অতীতে কোনও সরকার, কোনও একটি প্রকল্প খাতে এত স্বল্প পরিসর বা সময়ের মেয়াদে এক লপ্তে এত হাজার কোটি টাকা খরচ করেনি। সেই অর্থে এই ঘোষণা হতে চলেছে মাইলফলক। বিহারে এবার বিধানসভা ভোটে নীতীশ কুমার-নরেন্দ্র মোদি জুটির গেম চেঞ্জার ঘোষণা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার হয়তো বলবেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরকে তেমনই বড় কোনও শিল্প ফিরিয়ে দেব। কেন তিনি তেমন কোনও কথা বলেননি, তা অনেকের কাছেই রহস্য। বিজেপির অনেকের মতে, কোনও গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এমন কোনও ঘোষণা শোভা পায় না। দলের রাজ্য কমিটির এক সদস্যর মতে, বাংলায় ভোটের প্রচার তো সবে শুরু। প্রধানমন্ত্রী এর পরেও ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং অসহিষ্ণুতার কোনও জায়গা নেই। আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় আরও বহুবার প্রচারে আসবেন, নতুন ঘোষণা করবেন। তখন এমনিই ধারণার বদল হয়ে যাবে। রাজ্য রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথার আমদানি করেছিলেন। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব। সেই কারণেই শুভেন্দু অধিকারী কোথাও সভা করলে পরদিনই দিদি দলের কোনও নেতাকে সেখানে পাঠান তৃণমূলের সভা করতে। এমন শঠে শাঠ্যং হরবকত চলছে। বাংলার বাড়ির ব্যাপারে ঘোষণা বা সভার জন্য সেই কৌশলগত কারণেই বেছে নেওয়া হয়েছে সিঙ্গুরকে। মোদিকে মোকাবিলা করাও হল, নতুন ঘোষণাও হল। এক ঢিলে অনেক পাখি।

মোবাইল জমা রেখে লজিক্যাল-বৈঠকে জেলাশাসকরা!

মমতা বললেন, কারও নাম যেন বাদ না যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নে লজিক্যাল-বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রাজ্যের সব জেলাশাসককে ডেকেছিলেন বৈঠকে, সেখানেই ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি আসার আগেই সমস্ত জেলাশাসকদের মোবাইল ফোন বাইরে জমা রাখতে বলা হয়। যার অর্থ হয়তো- ভিতরের কোনও কথা যাতে বাইরে না যায়। কিন্তু একটা বাংলা গানেই রয়েছে, 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে'। এবারও গোপন থাকেনি। সূত্রের খবর, নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকদের বলেছেন, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে একজনের নামও যাতে বাদ না যায়। সূত্রের আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন- ''জানি আপনারা চাপে রয়েছেন তবে ভয় নেই, আমি আগের মতো আপনাদের পাশে আছি, থাকব। শুধু দেখবেন, কারও নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে।'' লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি নিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বড় নির্দেশ দিয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, এর তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং নথি জমায় রসিদও দিতে হবে কমিশনকে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের জয় হিসেবেই দেখছে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, এই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি নিয়ে বিজেপি শিবিরের কোনও হেলদোল নেই। তৃণমূল মনে করছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা যদি

বেরোয় তাহলে প্রত্যেককে ধরে ধরে ক্যাম্পের মাধ্যমে সাহায্য করা যাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া। এদিকে, বিজেপির ধারণা, অধিকাংশ লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির খবর আসছে সংখ্যালঘু এলাকা থেকে। আর সেখানে লজিক্যাল সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই তৃণমূল যাই করুক, বহু লক্ষ নাম বাদ যাবে। তেমনটা হলেই অস্থিরতা তৈরি হবে এবং সেই ঘোলাজলে তারা মাছ ধরে নেবে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গলবার রাজ্যের সব জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করা হচ্ছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশের আগে এটি প্রস্তুতি বৈঠক। জেলাশাসকদের যে বার্তা দেওয়া হল তা তাঁরা জেলায় ফিরে গিয়ে মহকুমা শাসক, বিডিও সহ সকলকে জানাবেন। পরে শাসক দল হয়তো প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ক্যাম্প করে করে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবে। তবে কাদের সমস্যা রয়েছে, কতজনের নাম বাদ যাবে সেই পুরো ব্যাপারটাই এখন ধোঁয়াশার মধ্যে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবকার দাবি করেন, নবান্নের বৈঠকে যা আলোচনা হয় তা তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পেরে যান। নবান্নেও এই লক্ষ্মীদের যে ঘরের ফুটো নিয়ে নানারকম জল্পনা রয়েছে। কে খবর দেয়, তা স্পষ্ট নয়। তাই ডিএম-দের ফোন বাইরে রেখে বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়টিকে অনেকেই এর সঙ্গে জুড়ে দেখছেন।

এনআইএ তদন্ত হবে কিনা সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র

জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সাম্প্রতিক হিংসা ও অশান্তি নিয়ে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বেলডাঙার ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকারই। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষও প্রকাশ করেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বেলডাঙার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলা পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসক-কে সব রকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদ জেলায় বর্তমানে যে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, প্রয়োজনে সেই বাহিনী বেলডাঙাতেও ব্যবহার করতে হবে। এনআইএ প্রসঙ্গে আদালত স্পষ্ট করেছে, আবেগ বা রাজনৈতিক চাপ নয়, আইন ও বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করেই কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শুনানিকালে আদালত মন্তব্য করে, এই মামলায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা উদ্বেগজনক। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, ''মুর্শিদাবাদে ধারাবাহিক ভাবে হিংসার ঘটনা ঘটছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে আদালত গভীর ভাবে চিন্তিত বলেও মন্তব্য করা হয়।'' এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই হলফনামায় জানাতে হবে, জেলায় ঠিক কত সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং কোন এলাকায় কী ভাবে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামী চার সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলেও জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার থেকেই বেলডাঙা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পথ অবরোধ, ভাঙচুর, ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভ- পরিস্থিতি দ্রুতই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শনিবারও উত্তেজনা কমেনি। টানা দু'দিনে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটে, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহতাকে আরও সামনে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নেয়। একাধিক অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিযানে আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বেলডাঙার এই অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের স্পষ্ট বার্তা - শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা প্রশাসনের প্রথম দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালনে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

কমিশনকে কোনঠাসা করতে এবার পথে তৃণমূলের গণসংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রাজ্যে এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হল। সব রাজ্যে এক নিয়ম হলে বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা ফরমান কেন, এই প্রশ্নকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়াতে এ বার রাস্তায় নামল তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ গণ রায়ের পরেই বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ''কোর্টে হারালাম, এবার ভোটে হারাব।'' দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের অন্যতম নেতা রঞ্জিৎ বাইন অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই এখন সন্দেহ দানা বাঁধছে। তাঁর

নেতৃত্বে দোলা সেন, সিদ্দিকুল্লারা

সংগঠনগুলি। নেতৃত্বে তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেত্রী দোলা সেন ও রাজ্যের মন্ত্রী তথা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে প্রায় ২৫ মিনিটের বৈঠক করেন সিদ্দিকুল্লা-সহ প্রতিনিধি দল। বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দিকুল্লার অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। অনর্থক কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে এদিন বক্তব্য, সংবিধান স্বীকৃত ভোটাধিকার রক্ষা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। আধার কার্ড-সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বীকৃত পরিচয়পত্র মান্য না করা, এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্তকেও 'অযৌক্তিক' বলে আক্রমণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক চিঠির উত্তর না দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয় কমিশনের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের প্রশ্ন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাংলার জন্য

প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ। যে মঞ্চের নেতৃত্বে রয়েছেন দোলা। শাসকদলের অন্দরে এই পদক্ষেপকে এসআইআর ইস্যুতে কমিশনের উপর সংগঠিত চাপ তৈরির কৌশল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। সিদ্দিকুল্লা বলেন, ''এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্কে রাজ্যে ৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিএলও-দের উপরেও মানসিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে। কারণ ছাড়াই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'' এই 'হুমকি-সংস্কৃতি' অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিও জানান তিনি। দোলা বলেন, ''নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনে পরিণত হয়েছে। তবে আইনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আশা রাখি, আইনি পথেই এর সুবিচার মিলবে।'' এসআইআর ঘিরে বিতর্ক এর আগেই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি সংক্রান্ত মামলায় সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, ওই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই এক নিয়ম, আর অন্য রাজ্যের জন্য আর এক নিয়ম কেন? এই বৈষম্য থেকেই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। কমিশন অবস্থান না বদলালে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী বিজেপির পাল্টা বক্তব্য, ভোটার তালিকার অনিয়ম প্রকাশ্যে আসছে বলেই ভয় পেয়েছে তৃণমূল। কমিশনের উপর চাপ তৈরির জন্যই তাদের গণ সংগঠনকে পথে নামানো হয়েছে বলে দাবি বিজেপির। রাজ্য নেতা তাপস রায়ের কথায়, বাকি রাজ্যে এসআইআর নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, শুধু বাংলাতেই কেন গোলমাল? এসআইআর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় ভোট না করার দাবিও কমিশনের কাছে জানিয়েছে পদ্ম শিবির। সব মিলিয়ে এসআইআর ঘিরে রাজনৈতিক তরজা দিনে দিনে তীব্রতর হচ্ছে। এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

মমতার বই নিয়ে তৈরি আস্ত লাইব্রেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তিনি। সারাদিন কাটে ব্যস্ততার মধ্যে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যেমন ছুটে বেড়ান, তেমনই কাজের জন্য কখনও-কখনও পৌঁছতে হয় রাজ্যের বাইরেও। কিন্তু এই সবের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে রেখেছেন নিজের 'প্যাশন' ছবি আঁকেন, নিয়মিতই লিখে ফেলেন গান-কবিতা ও গল্প এই ব্যস্ততার মধ্যেই। নয়-নয় করে অসংখ্য বই লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সেই বই বিনামূল্যে পড়তে পারবেন আপনিও। মমতার সৃষ্টি এবার চাক্ষুস করতে পারবেন সকলে। শ্যামবাজার এলাকায় অর্থাৎ ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডক্টর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের সরস্বতী পুজোর থিম হল গ্রন্থাগার। শুধু গ্রন্থাগার বলা ভুল, মুক্ত গ্রন্থাগার। নাম 'মমতাময় লাইব্রেরি'। এরই সূচনা হল এদিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ২০০টি বই সাধারণের জন্য রাখা

থাকবে এই মুক্ত গ্রন্থাগারে। পুজোর পরেও চালু থাকবে মমতাময় লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগারের সূচনার পর মীনাক্ষী অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের একই রকম ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের লাইব্রেরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ''মমতাকে নিশানা করে যত বেশি করে বিরোধীরা কুৎসা করবে, তত বেশি করে তাঁর লেখা তাঁর গান ছড়িয়ে দিতে হবে মানুষের মধ্যে।'' মীনাক্ষী বলেন, ''২০২৬ আমাদের সংযোজন মমতাময় লাইব্রেরী। ছোটদের বই, নতুন প্রজন্মের বই, ভালবাসার বই, প্রতিবাদের বই সব রয়েছে। মমতাময় লাইব্রেরী একটা আবেগ। সারা বছর এই লাইব্রেরী আপনাদের জন্য খোলা থাকবে। আমরা আশা করব সব জায়গায় এই লাইব্রেরী তৈরি হোক।'' তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন, নির্বাচনের আগে জনসংযোগের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অশান্তি হলেই শুনানি বন্ধ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় না থাকলে শুনানি হবে না- এসআইআর আবহে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমিশন। সিইও দফতর সূত্রে খবর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যে পুরোপুরি রাজ্য সরকারের, তা ফের একবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কড়া অবস্থান, কোথাও অশান্তি হলে বা তাতে জেরে শুনানি বন্ধ হয়ে গেলে তার জবাব দিতে হবে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তা অর্থাৎ ডিজি রাজীব কুমারকে। সুপ্রিম কোর্টের গতকালের নির্দেশ মনে করিয়ে দিয়ে সিইও দফতরের এক কর্তা বলেন, ''অর্ডার কপির সাত নম্বর পয়েন্টটা পড়ে নিন। শুনানি পর্ব শুধু নয়, বাকি এসআইআর পর্ব পুরোটাই মসৃণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার ডিজি কী করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার।'' এখানেই মনে করা হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কমিশন ও সিইও দফতর আর বিশেষ ভাবিত নয়।

ট্রাম্পের তুঘলকি! কানাডা, ভেনেজুয়েলা, গ্রিনল্যান্ড মার্কিন মানচিত্রে, ন্যাটোকেও খোঁচা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের একবার গ্রিনল্যান্ড ঘিরে নিজের দাবিকে প্রকাশ্যে এনে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক ছবি ও মন্তব্য পোস্ট করে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন- গ্রিনল্যান্ড তাঁর কাছে শুধু কূটনৈতিক আলোচনার বিষয় নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ট্রাম্পের শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গ্রিনল্যান্ডের বরফে দাঁড়িয়ে মার্কিন পতাকা উত্তোলন করছেন। ছবিটির পাশে একটি বোর্ডে লেখা - GREENLAND - US TERRITORY, EST. 2026। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। একই দিনে ট্রাম্প আরেকটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে ওভাল অফিসে বসে থাকা ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক শীর্ষ নেতার পেছনে

একটি বদলে দেওয়া মানচিত্র দেখা যায়। সেই মানচিত্রে গ্রিনল্যান্ড, কানাডা এবং ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা ঘিরে কূটনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়। সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ন্যাটো-র সাধারণ সম্পাদক মার্ক রুট্টের সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে খুব ভাল ফোনালাপ করেছেন। তাঁর কথায়, গ্রিনল্যান্ড জাতীয় এবং বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। ট্রাম্প আরও লিখেছেন, এই বিষয়ে আর পিছনে ফেরার কোনও সুযোগ নেই - এতে সবাই একমত। তাঁর এই মন্তব্য ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। ট্রাম্পের যুক্তি অনুযায়ী, আর্কটিক অঞ্চলে গ্রিনল্যান্ডের কৌশলগত অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বারবার দাবি করেছেন, রাশিয়া ও চিনের প্রভাব মোকাবিলায় গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন এবং ডেনমার্কের একার পক্ষে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন। এই বক্তব্য ঘিরেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। ডেনমার্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ট্রাম্পের এমন পোস্ট আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ডেনমার্কের বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস করা হবে না। ইউরোপীয় নেতারা এই ইস্যুতে একজোট হওয়ার বার্তাও দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিতর্ক কেবলমাত্র মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অংশ নয়। বরং আর্কটিক অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামরিক ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক মিত্রতা-সব মিলিয়ে এটি একটি জটিল বৈশ্বিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্পের ছবি ও মন্তব্য বিশ্ব রাজনীতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনাকে নতুন করে তীব্র করেছে, যার প্রভাব আগামী দিনে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কী ভাবে পড়বে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে বিশ্ব।

দরিদ্রদের কর্মসংস্থানই কেন্দ্রের অগ্রাধিকার, কংগ্রেস বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেঃশিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার-এ কথা ফের স্পষ্ট করে জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। গত সোমবার ' ভারত-জি রাম জি আইন' নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এই আইনকে ঘিরে কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, অথচ বাস্তবে এই আইনের লক্ষ্যই হল সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করা।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বিকশিত ভারত গঠনের পথে সরকার স্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। সেই অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রয়েছেন তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ, মহিলা, প্রতিবন্ধী নাগরিক এবং দরিদ্র পরিবারগুলি। শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, এটি কেবল একটি আইনি কাঠামো নয়, এটি একটি অঙ্গীকার। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পান, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন এবং দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে পারেন।তিনি আরও জানান, দেশের কৃষি কাঠামোর বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রেখেই এই নীতিগুলি তৈরি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, দেশের মোট কৃষকের প্রায় ৮৫ শতাংশই ছোট ও প্রান্তিক কৃষক। জমির পরিমাণ কম হওয়ায় সারা বছর তাঁদের পক্ষে পর্যাপ্ত আয় নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ফসল বপন কিংবা কাটার মরসুমে অতিরিক্ত শ্রম ও সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই সময়ে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়, তাহলে কৃষকরাও উপকৃত হন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়।শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, সরকার কৃষিকে শুধু খাদ্য উপাদনের মাধ্যম হিসেবে দেখছে না, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি বড় ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচনা করছে। গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়াতে কৃষি-সংযুক্ত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের আয় বাড়বে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলেই কাজের সন্ধানে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতাও কমবে বলে তাঁর দাবি।কংগ্রেসের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছে। তাঁর মতে, এই আইন কারও অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদের জন্য একটি সুরক্ষা বলয় তৈরি করাই এর মূল লক্ষ্য। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটিও উন্নয়নের সুফল পাবে, বলেন তিনি।শিবরাজ সিং চৌহান আরও জানান, সরকার বিশ্বাস করে কর্মসংস্থানই দারিদ্র্য দূর করার সবচেয়ে কার্যকর পথ। তাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে পরিকল্পনার বদলে বাস্তব প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহর-সব ক্ষেত্রেই যাতে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং কাজের সুযোগ তৈরি হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত মহিলা ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্য আলাদা করে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, সরকারের লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। দরিদ্র, কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেই ' ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব-এই বার্তাই তিনি নতুন করে তুলে ধরলেন।

জানকী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলেন শাহ

কাঠমাণ্ডু, ২০ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি -র তরফে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বালেন্দ্র শাহ (বলেন) সোমবার সকালে জানকী মন্দিরে বিশেষ পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করলেন।দলের তরফে সোমবার জনকপুরধামে আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে রবিবার সন্ধ্যায় জনকপুর পৌঁছে গিয়েছিলেন বলেন শাহ।পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ তিনি ঐতিহাসিক জানকী মন্দিরে পৌঁছান। সেখানে তিনি পুজো দেন এবং প্রাতঃকালীন আরতি দর্শন করেন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির হাজার হাজার নেতা ও কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পূজা-পাঠ শেষে তিনি মন্দিরের মহন্ত রামতপেশ্বর দাস বৈষ্ণব এবং উত্তরাধিকারী মহন্ত রামরোশন দাসের সঙ্গেও সাক্ষা করেন।এরপর বলেন শাহ মদেশ আন্দোলনের স্মৃতিতে পালিত 'বলিদানি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিরাহা জেলার লহানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। লহানে মদেশ আন্দোলনের প্রথম শহিদ রমেশ মাহাতোর মূর্তিতে মাল্যদান করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। লহান থেকে জনকপুরে ফেরার পর, আজ দুপুর ১টা নাগাদ জনকপুরধামের তিরহুতিয়া গাছি এলাকায় দলের এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলেন শাহ।

দিল্লি-মুম্বই জাতীয় সড়কে বাস উল্টে আহত ১৬ জন যাত্রী

নুহ, ২০ জানুয়ারি ঃগত সোমবার রাতে দিল্লি-মুম্বই জাতীয় সড়কে একটি বাস উল্টে ১৬ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। বাসটি দিল্লি থেকে ভিলওয়ারা যাচ্ছিল। মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান,দুর্ঘটনা ঘটে ভাঙ্কাদোজি গ্রামের কাছে। ড্রাইভারের ঘুমের কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়।ঘটনা খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার উদ্ধার কাজ শুরু করেন। আহতদের নুহ জেলা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত দু'জন যাত্রীকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানার জন্য আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করছে।

চারটি নতুন প্রজাতির ধান ফলন

কলকাতা,২০জানুয়ারিঃকৃষি দপ্তর রাজ্যের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চারটি নতুন প্রজাতির ধান ফলন করেছে। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র এবং চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘ গবেষনার পরে পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মত খরাপ্রবণ এলাকার জন্যে সুভাষিনী, লক্ষ্মশ্রী ও মুসাফির এবং দক্ষিণাঞ্চলের বন্যা প্রবণ এলাকার জন্যে ইরাবতি প্রজাতির ধান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন। এরফলে ২০১১ সাল থেকে গবেষনার মাধ্যমে ১৫টি নতুন ধানের প্রজাতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা প্রকাশনা সংস্থার স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সাময়িকভাবে বন্ধ হলো চেঙ্গাইলের প্রেমচাঁদ জুটমিল

হাওড়া, ২০ জানুয়ারিঃ সাময়িকভাবে বন্ধ হলো হাওড়ার চেঙ্গাইলের প্রেমচাঁদ জুটমিল। মঙ্গলবার সকালে প্রেমচাঁদ জুট মিল কর্তৃপক্ষ কারখানার গেটে বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে দেন। এর জেরে কাজ হারালেন প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক। মিল কর্তৃপক্ষর তরফে জানা গেছে, কাঁচা পাটের সরবরাহ কম থাকায় এবং দাম বেড়ে যাওয়ায় পাট কেনা যাচ্ছে না। সে কারণে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিল বন্ধের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। হঠা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি দেখে শ্রমিকদের মাথায় ভেঙে পড়ে আকাশ। কাজ হারানোর খবর শুনেই হতাশ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা।উল্লেখ্য, সোমবারও হাওড়ার আরেক জুটমিল বন্ধ হয়েছিল। সোমবার সকালে শ্রমিকরা যখন মিলে কাজে আসেন তখন তাঁদের জানানো হয়, এরপর থেকে কাজ বন্ধ। তা শুনেই কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিকরা মিল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকরা জানান, হঠাই মিল বন্ধের বিজ্ঞপ্তিতে আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। শ্রমিকদের কথায়, মিল কর্তৃপক্ষের মিল না চালানোর সিদ্ধান্তর ফলে পরিবার নিয়ে দারুণ সমস্যার মুখে পড়তে হল।

নবীন-বরণ বিজেপির, নিতিনকে মিষ্টি মুখ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ দলের নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীকে বরণ করে নিল বিজেপি। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে নিতিন নবীকে দলের নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিজেপির ইতিহাসে তিনিই হলেন কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সভাপতি।এদিন নিতিনকে মিষ্টি মুখ করান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা প্রমুখ। দলের জাতীয় রিটার্নিং অফিসার ডঃ কে লক্ষ্মণ নিতিনকে দলের নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা করেন। পরে দলের সর্বোচ্চ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নিতিন।

বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা ওড়ালেন নেহা কক্কড়, বিতর্কে স্বামীকে না টানার অনুরোধ

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি ঃ জনপ্রিয় গায়িকা নেহা কক্কড় সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত জল্পনার জবাব দিলেন। তিনি সম্প্রতি কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে বিরতির ইঙ্গিত দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে (ইনস্টাগ্রামে) একটি পোস্ট করে তা মুছে ফেলায় জল্পনা ছড়ায় নেহা ও স্বামী রোহনপ্রীত সিংয়ের সম্পর্ক নিয়ে ।জল্পনা বাড়তেই সামাজিক মাধ্যমে সোমবার গভীর রাতে নতুন একটি পোস্টে নেহা স্পষ্ট করেন, এই বিষয়ে তাঁর স্বামী ও পরিবারকে যেন কেউ টেনে না আনে। তিনি লেখেন, পরিবারই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি এবং তাঁর সাফল্যের পেছনে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। নেহা জানান, তাঁর ক্ষোভ কিছু ব্যক্তি ও ব্যবস্থার প্রতি, স্বামীর প্রতি নয়। আবেগের বশেই আগের পোস্টটি করেছিলেন বলেও স্বীকার করেন।তিনি আপাতত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করেন, খুব শিগগিরই তিনি নতুন কাজে ফিরবেন।

জিএসটি প্রতারণা মামলায় কলকাতার সাত জায়গায় একযোগে তল্লাশি ইডি-র

কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃফের কলকাতায় ইডি-র তল্লাশি অভিযান। এবার জিএসটি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রতারণার অভিযোগে শহরের সাতটি জায়গায় মঙ্গলবার একযোগে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযোগের অঙ্ক কয়েকশো কোটি টাকা। শুধু কলকাতা নয়, একই সঙ্গে গুয়াহাটি ও সিকিমেও চলছে তল্লাশি। আইপ্যাক সংঘাতের পর এই অভিযানে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।ইডি সূত্রে খবর, ভুয়ো সংস্থা খুলে জাল নথির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের ' ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এই অভিযান। দীর্ঘদিন ধরে এই আর্থিক লেনদেনের উপর নজর ছিল তদন্তকারীদের। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক 'শেষ কোম্পানি' তৈরি করে ভুয়ো বিল দেখিয়ে জিএসটি ফেরতের নামে সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা সরানো হয়েছে। সেই অর্থ কোথায় গিয়েছে, কারা এই

দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন, সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২০জানুয়ারি ঃ সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।দাভোসের উদ্দেশে যাত্রাপথে আজ সোমবার জুরিখ বিমানবন্দরে অবতরণ করলে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রবাসী ভারতীয়রা উষ্ণ স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে বিমানবন্দরে উষ্ণ-অভ্যর্থনা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থারমান সন্মুগরত্নম, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম এমএনকে গারুর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।এক্স-এ সকলের নাম ও ছবি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ' সঙ্গে মিলিত হতে পেরে গৌরব অনুভব করছি। অভ্যর্থনায় আমি গভীরভাবে অভিভূত। তাঁদের সকলের আশীর্বাদ ও স্নেহ মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সবল নেতৃত্বে বিশ্বস্তরে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করছে।'সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি সম্মুগরত্নমের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ' ইকোনমিক ফোরাম ২০২৬-এর অংশ হিসেবে জুরিখে আজ সিঙ্গাপুরের মহামান্য রাষ্ট্রপতি থারমান সম্মুগরত্নমের সঙ্গে সাক্ষা হওয়ায় আমি গৌরবান্বিত। সবসময়ের মতোই ভারতের প্রতি তাঁর উষ্ণ প্রকাশভঙ্গী এবং অভিবাদন আমাদের মত বিনিময় অধিক উজ্জীবিত করে তুলেছে।'আজ ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি (২০২৬) পর্যন্ত পাঁচদিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষ নির্বাহী, বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।এদিকে, আজ সোমবার ভোররাত জুরিখগামী বিমানে ওঠার আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ' মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ' স্বপ্ন প্রতিদিন নতুন ডানা মেলছে। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের উন্নয়নযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করতে অর্থবহ আলোচনা ও চুক্তির অপেক্ষায় রয়েছি।'দাভোসে অসমের উপস্থিতি ভারতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অতীতে সাধারণত দেশের অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর রাজ্যগুলিকেই এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্মেলনে তুলে ধরা হতো। এ বছর প্রথম সেই তালিকায় স্থান পেয়েছে অসম, যাকে রাজ্যের আর্থিক রূপান্তরের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।জানা গেছে, সম্মেলন চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার অন্তত ১৭টির বেশি বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। রয়েছে একাধিক মউ চুক্তিতে স্বাক্ষরের সম্ভাবনা। তাঁর আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে, উদীয়মান শিল্পের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, ১০ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের পর্যটন সম্ভাবনা এবং স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন। পাশাপাশি তিনি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সামনে অসমের প্রশাসনিক সংস্কার, শিল্প সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন উদ্যোগ তুলে ধরবেন বলে বিভিন্ন সূত্রের খবর।সম্প্রতি সফলভাবে সম্পন্ন ' অসম ২.০ বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো সম্মেলন'-এর পর মুখ্যমন্ত্রীর দাভোস সফরকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে এক বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।সূত্রের আরও খবর, অসমের প্রতিনিধি দল সেমিকন্ডাক্টর উপাদন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা তুলে ধরবে এবং অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে, যা রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে পারে। ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে, অসম নিজেকে দেশের অন্যতম দ্রুত বিকাশমান রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম একটি অলাভজনক সংস্থা, যা বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। চলতি বছরের সম্মেলনে প্রায় ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করাই এবারের মূল লক্ষ্য। সম্মেলনে ভূ-রাজনীতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি, আর্থিক নীতি ও বিনিয়োগ কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবরে জানা গেছে।প্রসঙ্গত, দাভোসে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিমন্তবিশ্ব শর্মাই প্রথম কোনও অসমিয়া মুখ্যমন্ত্রী, যা রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতে একাধিক মামলার রায়ে জয়োল্লাশ তৃণমূলের, মানতে নারাজ বিজেপি

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ শুনানিতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে নথি হিসেবে গ্রহণ করা এবং আবেদনকারীর সঙ্গে বিএলএদের থাকার অনুমতি নিয়ে শীর্ষ আদালতের রায়কে জয় হিসাবে দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই দাবি মানতে রাজি নয় বিজেপি।সুপ্রিম কোর্ট 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নিয়ে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল। সোমবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এখন বিজেপিকে তাঁরা কোর্টে হারালেন, এপ্রিলের নির্বাচনে ভোটে হারাবেন।আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোাপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় প্রসঙ্গে বলেন,বিএলএ-দের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কমিশনের অনেক আপত্তি ছিল। কোর্ট বলেছে, যে কোনও ভোটার শুনানিতে কারও সাহায্য নিতে পারে। বিএলএ-দেরও সাহায্য নেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে, তৃণমূল এই রায়কে বড় জয় বলে মানতে নারাজ বিজেপি। তারা বলছে, যেখানে কোনও গণতন্ত্রই নেই, সেখানে কী করে নৈতিক জয় বলা হবে। বিজেপির মুখপাত্র দেবজি সরকার বলেন, তৃণমূলের নৈতিক জয় হিসেবে কী করে দেখব। আজও ফর্ম ৭ জমা দিতে গেলে ক ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এটাও তো তৃণমূল কংগ্রেস করছে। গণতন্ত্রই নেই। যতদিন পর্যন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না, ততদিন ভোট হবে না।

ডিজিটাল পরিকাঠামোয় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেল রাজ্য, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

WEBEL দ্বারা তৈরি এই পোর্টাল।

কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের একটি পোর্টাল গভর্নেন্স নাউ ষষ্ঠ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট এবং ' ডিজিটাল পরিকাঠামো ও পাবলিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (DPI)' বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে।মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সবার্তায় এ কথা জানিয়ে লেখেন, জানাতে পেরে আনন্দিত যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিঙ্গেল উইন্ডো ড্রাইভার অথরাইজেশন জেনারেশন পোর্টাল 'অনুমোদন' (an umo dan.wb.gov.in) এবং তথ্য প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে

ইরান সরকারের বিক্ষোভ দমন অভিযানে মৃত ৪ হাজারের বেশি, দাবি মানবাধিকার সংস্থার

তেহরান, ২০ জানুয়ারি ঃ ইরান সরকারের বিক্ষোভ দমনের অভিযানে চার হাজারের বেশি জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস। মঙ্গলবার তারা জানিয়েছে, এই অভিযানে ২৬ হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৮৬ জন বিক্ষোভকারী, ১৮০ জন নিরাপত্তারক্ষী, ২৮ জন শিশু এবং ৩৫ জন এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যারা বিক্ষোভে যোগই দেননি। সংস্থাটি জানিয়েছে, ইরানে থাকা ব্যক্তিদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য যাচাই করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি, ফলে, প্রকৃত মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরান সরকারিভাবে এখনও মৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশ করেনি। তবে শনিবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই জানিয়েছিলেন, বিক্ষোভে 'কয়েক হাজার' মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এর জন্য আমেরিকা দায়ী।

গ্রিনল্যান্ডের 'পিটুফিক স্পেস' সামরিক ঘাঁটিতে যাচ্ছে মার্কিন সামরিক বিমান

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি ঃ গ্রিনল্যান্ড ঘিরে বাড়তে থাকা কূটনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই গ্রিনল্যান্ডের 'পিটুফিক স্পেস' সামরিক ঘাঁটিতে 'নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড' (নোর্যাড)-এর বিমান মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা। নোর্যাড জানিয়েছে, বহু আগে থেকে পরিকল্পিত বিভিন্ন প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার জন্যই ওই বিমান পাঠানো হচ্ছে এবং বিষয়টি ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করেই করা হয়েছে। নোর্যাড এও জানিয়েছে, কানাডার পাশাপাশি ডেনমার্কের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অংশ হিসেবেই এ পদক্ষেপ। প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক অনুমতি নেওয়া হয়েছে এবং গ্রিনল্যান্ড সরকারকেও আগাম জানানো হয়েছে। নোর্যাডের এই সিদ্ধান্তের আগে ডেনমার্কের নেতৃত্বে গ্রিনল্যান্ডে একটি বহুজাতিক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস ও ফিনল্যান্ড যোগ দেয়। আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করাই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছিল বলে খবর সূত্র থেকে আজ জানা গিয়েছে আজ।

নিপা ভাইরাসের উদ্বেগের মাঝেই আউশগ্রামে মানুষের সঙ্গে বাদুড়ের সহাবস্থান, সচেতনতার পাঠ গ্রামজুড়ে

দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে নিপা ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ঠিক সেই সময়েই পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ব্লকের দেবশালা পঞ্চায়েতের ধানতো। গ্রামে ধরা প।ল এক ব্যতিক্রমী ছবি-শত শত বাদুড়ের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে সহাবস্থানে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। আতঙ্ক নয়, বরং সচেতনতা আর সহনশীলতার বার্তাই ছড়িয়ে দিচ্ছে এই গ্রাম।সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে দুই নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত. সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ভেন্টিলেশনে রেখে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে ধানতো। গ্রামের চিত্র নজর কাড়ছে সকলের।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিপা ভাইরাস বাদুড়বাহিত একটি জুনোটিক রোগ, যার মৃত্যুহার ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বাদুড়ের খাওয়া ফল, বাদুড়ের মূত্রে দূষিত খেজুরের রস, সংক্রমিত প্রাণী বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। সংক্রমণের ৩-৪ দিনের মধ্যে জ্বর, মাথাব্যথা, পরে বিভ্রান্তি ও এনসেফ্যালাইটিসের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করাই সবচেয়ে জরুরি।তবে এই আতঙ্কের মধ্যেও আউশগ্রামের ধানতো। গ্রামে অন্য ছবি। পানাগড়-মোরগ্রাম রোডের কাঁকসার বেলডাঙা মোড় থেকে কিছুটা ভিতরে অবস্থিত এই গ্রামে রয়েছে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন বিশাল বটগাছ, যেখানে বাস করে কয়েকশো বাদুড়। দিনের বেলা গাছে ঝুলে থাকে তারা, সন্ধ্যায় উড়ে যায় দূরে, আর ভোরের আগেই আবার ফিরে আসে।শনিবার গ্রামের বাসিঃদা কাজল মণ্ডল বলেন, এই বটগাছ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ের। বাদুড় বহু বছর ধরেই এখানে আছে। আমরা সবাই নজর রাখি, কেউ যেন ওদের ক্ষতি না করে।আরও এক বাসিন্দা চঞ্চল বজর জানান, গরমে অনেক সময় বাদুড় মাটিতে পড়ে যায়। তখন আমরা বিরক্ত না করে দূরে রাখি। রাতে তারা আবার উ।ে যায়।বটগাছের পাশেই রয়েছে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল চত্বরে খুদে প।ুয়াদের প্রতিদিন সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমেন সাহা বলেন, প্রার্থনার পর আমরা ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করি-বাদুড় বা পাখিতে খাওয়া ফল যেন কেউ না খায়, এমনকি ছোঁয়াও যাবে না।রাজ্যজুড়ে নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক যখন বাড়ছে, তখন আউশগ্রামের ধানতো। গ্রাম দেখাচ্ছে-সচেতনতা থাকলে সহাবস্থান সম্ভব, আতঙ্ক নয়, দায়িত্বই পারে বিপদ মোকাবিলা করতে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চৎমকার দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাস এবং অগ্রগতির দিকে চালিত করবে।
বৃষঃ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে দীর্ঘদিন থেকে আপনার অর্থ ফেরত দিতে বলছিলেন, এবং তিনি তা এড়াচ্ছিলেন, তবে আজ আপনার ভাগ্যবান দিন, কারণ তিনি আপনার অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত দিতে পারেন। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি চাপপূর্ণ হতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করাতে পারে। এই সময় আপনার সংযম এবং ধৈর্য প্রয়োজন। শুভদিন
কর্কট রাশি ঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার চারপাশের শক্তি কিছুটা নেতিবাচক বলে মনে হচ্ছে, যার কারণে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।
কন্যা ঃ ঘাড়েপিঠে এক নাছোড়বান্দা ব্যথায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি সাধারণ দুর্বলতার সাথে হচ্ছে।আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। সংসারে শান্তি হবে
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের শক্তি সামলাতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। সম্পর্কে সম্প্রীতি বজায়.রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।
বৃশ্চিকঃ স্বাস্েহ্যর দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। সন্তান হতে পারে
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি খুব ইতিবাচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। আপনি আপনার জীবনে নতুন সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আপনার সম্পর্কগুলোতে সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়া বাড়বে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চাইবেন।
মকরঃ আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। আপনি বিভ্রান্তি এবং উদ্বেগের মতো অনুভূতি অনুভব করতে পারেন, যা আপনার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভদিন।
মীনঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে। শুভ দিন।

আবহাওয়া

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আর কুয়াশা উত্তুরে হাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহের শুরুতেই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে পারদ। আগামী দু'দিনে উষ্ণতা আরও অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। সকালের দিকে কিছুটা ঠান্ডার আমেজ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যত উধাও। তবে শীত একেবারে উধাও হচ্ছে না। জানুয়ারি মাসের বাকি দিনগুলিতে শীতের হালকা রেশ বজায় থাকলেও, ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই পাকাপাকিভাবে শীত বিদায় নিতে পারে।মঙ্গলবার ও বুধবার তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়। আগামী সাতদিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বুধবারের মধ্যে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি বেড়ে যেতে চলেছে। সঙ্গে বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দাপট বজায় রাখবে কুয়াশা। ভোরের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫ শতকরা এবং ৪৬ শতকরা হবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং ১১রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

বাদুড়িয়ার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

সৌরভ দাশ,বাদুড়িয়া। ২০ জানুয়ারি ঃ এস আই আর হেয়ারিং এর রিসিভ দিতে হবে দাবি তুলে বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান হেয়ারিং এ আসা সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভের ফলে এক ঘন্টার অধিক সময় হেয়ারিং বন্ধ থাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাদুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ও বিডিওর হস্তক্ষেপে আবার এস আই আর হেয়ারিং শুরু হয়।

এস আই আরে হিয়ারিং এ হয়রানির অভিযোগ

সৌরভ দাশ, সন্দেশখালিঃ এস আই আর হিয়ারিং এ হয়রানির অভিযোগ হিয়ারিং এ হয়রানির অভিযোগ তুলে ব্লক অফিস ভাঙচুর।সংঃ দশখালীর ১ নং বিডিও অফিসের ঘটনা।সাধারণ মানুষকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে এবং হয়রানি করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে দিকে দিকে বিক্ষোভ শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার ন্যাজাট থানার অন্তর্গত সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লক অফিসে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও র‍্যাফ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফের শুরু হয় হিয়ারিং এর কাজ। সন্দেশখালি ১নং ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন বলেন হিয়ারিং চলাকালীন কিছু দুস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষ হিয়ারিং এর সময় ভাঙচুর চালায়। টেবিল ও কম্পিউটার ভাঙা হয় বলে জানান বিডিও।হিয়ারিং অফিসিয়াল দের থ্রেট করা হয় বলেও জানান তিনি। বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় বলে জানান তিনি।

রাজ্যে নিপা আতঙ্কের মধ্যেই স্বস্তির ইঙ্গিত, বাদুড় ও সংস্পর্শে আসা অধিকাংশের রিপোর্ট নেগেটিভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ নিপা ভাইরাসের সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং তার উৎস খুঁজে দেখতে রাজ্যে বাদুড়ের উপর সমীক্ষা শুরু করেছে পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (এনআইভি) ও বন মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা। যৌথভাবে পরিচালিত এই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্টে মিলেছে স্বস্তির বার্তা। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম ও কুবেরপুর এলাকা থেকে ধরা বাদুড়গুলির মধ্যে অধিকাংশের শরীরে নিপা ভাইরাসের কোনও সক্রিয় উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, সমীক্ষার প্রথম ধাপে ওই দুই এলাকা থেকে মোট নয়টি বাদুড় ধরা হয। প্রতিটি বাদুড়ের শরীর থেকে তিন ধরনের সোয়াব-গলার, নাকের ও মল নমুনা-সংগ্রহ করে আরটিপিসিআর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, একটি বাদুড় ছাড়া বাকি আটটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ নেগেটিভ। যে একটি বাদুড়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টি বডি পজেটিভ পাওয়া গিয়েছে, তার শরীরে বর্তমানে নিপা ভাইরাসের কোনও সক্রিয় .অস্তিত্ব নেই বলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থাৎ, ওই বাদুড়টি অতীতে নিপা ভাইরাসের সংস্পর্শে এলেও বর্তমানে সংক্রমণ বহন করছে না। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাদুড়কেই নিপা ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক হিসেবে ধরা হয়। তাই বাদুড়ের শরীরে সক্রিয় ভাইরাস না পাওয়া. গেলে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র প্রাথমিক সমীক্ষার ফল। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং আরও নমুনা পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত

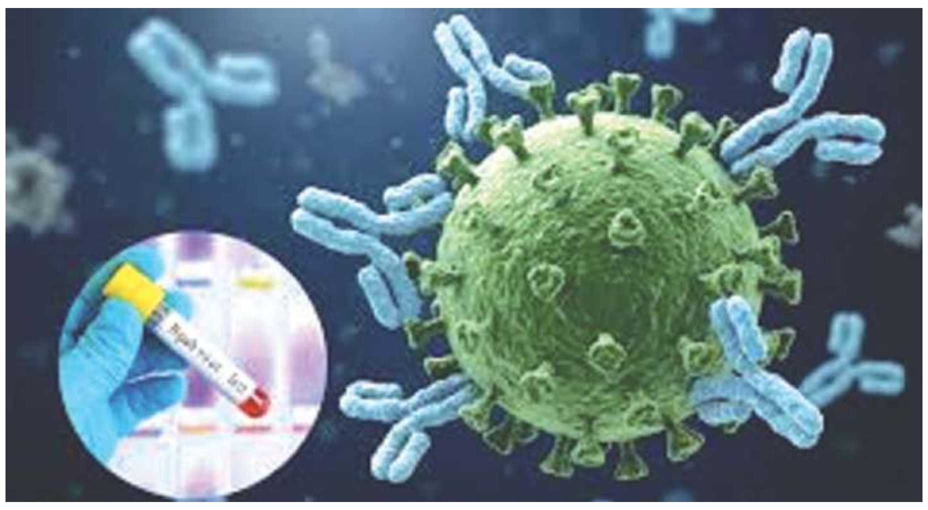

দুই স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের শরীরের নমুনা সংগ্রহের কাজও জোরকদমে চালানো হয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১৯০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এই নমুনাগুলি কল্যাণীর এইমস এবং বেলেঘাটার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন (এনআইআরবিআই)-এ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে এখনও পর্যন্ত ১৮২ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত যে রিপোর্টগুলি এসেছে, তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশের শরীরে নিপা ভাইরাসের কোনও প্রমাণ মেলেনি। যাদের রিপোর্ট এখনও আসেনি, তাদের ক্ষেত্রেও আমরা নিযমিত নজরদারি চালাচ্ছি। বাকি নমুনাগুলির রিপোর্ট এলেই পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। রাজ্যে নিপা সংক্রমণের খবর সামনে আসার পর থেকেই প্রশাসন সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি বন দপ্তর, পুরসভা ও জেলা প্রশাসন সমন্বয .রেখে কাজ করছে। বাদুড়ের বাসস্থান চিহ্নিত করা, ফলের বাগান ও বাজার এলাকায় নজরদারি বাড়ানো, এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অপ্রীয়াজনীয় আতঙ্ক না ছড়িয়ে কীভাবে সতর্ক থাকা যায়, সে বিষয়েও বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিপা ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক ও প্রাণঘাতী হতে পারে, তাই সামান্য সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষা ও নজরদারি জরুরি। তবে একই সঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে ব্যাপক আকারে নিপা ছড়িয়ে পড়ার কোনও প্রমাণ এখনও নেই। বাদুড়ের সমীক্ষা ও মানবদেহের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, রাজ্যে নিপা ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলাফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে। তবুও প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নিতে নারাজ। আগামী দিনগুলিতে আরও সমীক্ষা, পরীক্ষা ও নজরদারি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই ভাইরাসের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া না হয়।

বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে হত্যা, বেহালার গায়িকা খুনের ঘটনায় পুলিশি তদন্তে নয়া তথ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ বেহালার গায়িকা খুনের ঘটনায় পুলিশি তদন্তে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃতের দাবি লুটপাট নয়, বরং পাওনা টাকা চাইতে গিয়েছিল সে। ধৃতের তরফ থেকে জানা যায়, বছর দেড়েক আগে তিনি অনিতাদেবীর বাড়িতে কাজ করেছিলেন। সেই সময় কিছু টাকা বকেয়া ছিল। সোমবার সেই টাকা চাইতে তিনি পুনরায় ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। বকেয়া মেটাতে রাজি না হওয়ায় বৃদ্ধার সঙ্গে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে এই ঝগড়া রূপ নেয় তীব্র বচসায়। ধৃত ধারালো অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধাকে এলোপাথাড়ি কোপ মারলে বৃদ্ধা ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। এমনকি বৃদ্ধা অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁর পরে থাকা গয়না খুলে নেয় ধৃত। আলমারি থেকে হাতায় নগদও। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালে। এদিন হঠাৎ বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকার বেচারাম চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাসিন্দা অনিতা ঘোষের (৬৪) আর্তনাদ শুনতে পান স্থানীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ছুটে যান। দরজায় ধাক্কা দিতে আঁতকে ওঠার মতো দৃশ্য। প্রতিবেশীরা দেখেন, ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আয়া। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর কাছে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এরপরই তাঁরা দেখেন ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে বৃদ্ধা। তড়িঘড়ি বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। এরপর আটক করা হয় অভিযুক্ত আয়াকে। আপাতদৃষ্টিতে পুলিশের অনুমান ছিল, লুটপাটে বাধা পেয়েই বৃদ্ধাকে খুন করেছে সঞ্জু সরকার নামে ওই আয়া। তবে টানা জেরার উঠে এসেছে এইরূপ চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে এবং বকেয়া টাকার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক ও ধৃতের পূর্ব পরিচয় খতিয়ে দেখছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা দ্রুত তদন্ত শেষ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে।

এসআইআর শুনানিতে কমিশনের নজরে বিরোধী নেতৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ ফের একবার এসআইআর আবহে ইলেকশন কমিশনের নজরে বিরোধী নেতৃত্ব। এবার কমিশনের খতিয়ান অনুযাযী. শুনানিতে নাম রয়েছে নওশাদ সিদ্দিকির। জানা গিয়েছে, আগামী ২৭ জানুয়ারি জাঙ্গিপারা বিডিও অফিসে তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। কমিশনের সূত্র বলছে, আইএসএফ বিধাযকের তথ্যের সঙ্গে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অপরদিকে, রাজ্যের তিনবারের বিধায়ক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন এসআইআর-এর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছেন। ২০০৬ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ধারাবাহিক দশ বছর বিধাযক্ থাকা তাজমুল হোসেন ২০২১ সালে তৃণমূল প্রতীকে নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এই শুনানির খবর প্রকাশের পর মন্ত্রী ক্ষুব্ধ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাজমুল হোসেন প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, যে ইলেকশন কমিশনের দ্বারা আমি তিনবারের নির্বাচিত বিধাযক্, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী, এখন সেই ইলেকশন কমিশন এসআইআরের নামে আমি বৈধ ভোটার কি না তা যাচাই করবে?

রজার ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড

কর্পোরেট অফিসঃ INOXGFL গ্রুপ,৬১২-৬১৮,নারায়ণ মঞ্জিল, ০৬ তলা, ২৩, বারাখাম্বা রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০১

CIN-U67120WB1961PTC025042 ইমেলঃ inoxgflgroup@gfl.co.in

ফ্যাক্সঃ ০০৯১-১১-২৩৩৫৫৮৩৩ ফোনঃ ২৩৩২৭৮৬০ ২৩৩২৪৭৯৬

ফর্ম নং INC-২৬

কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল অধিদপ্তর, কলকাতা সদর দপ্তরের সামনে, কোম্পানির ধারা ১৩ এর ধারা ১২ এবং উপ-ধারা (৪) এর বিষয়ে আইন, ২০১৩ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে

এবং

- **রজার ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেডের** নিবন্ধিত অফিস **ডানকান হাউস, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কাস্টমস হাউস, কলকাতা ৭০০০০১,** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

আবেদনকারী / আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিটি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২ এবং ১৩ ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এর অধীনে কেন্দ্রয় .সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তার শেয়ারহোল্ডারদের অসাধারণ সাধারণ সভায .গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে নতুন দিল্লির জাতীয় রাজধানী** অঞ্চল তে পরিবর্তন করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারা **MCA-21** পোর্টালে **(www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম** দাখিল করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তাদের আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ কোম্পানির নিবন্ধক এবং আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং IIIF16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫-এর কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে পারেন।

রজার ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-
বিবেক জৈন
অতিরিক্ত পরিচালক
Din 00029968

তারিখঃ ২০ জানুয়ারী ২০২৬
স্থানঃ নয়াদিল্লি

বেলুড়ে টিউশন পড়তে গিয়ে বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু 'নিট' পরীক্ষার্থী'র

নিজস্ব সংবাদদাতা,বেলুড়, ২০ জানুয়ারি ঃ টিউশন পড়তে গিয়ে বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু 'নিট' পরীক্ষার্থী'র, বেলুড়ের ওই ঘটনায় ডাকা হলো ফরেনসিক দলকে। আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু তদন্তে পুলিশ। বছর উনিশের ওই কলেজ ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বেলুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, স্থানীয় করালী চরণ রায়চৌধুরী রোডের বহুতলের বাসিন্দা বিএসসি প।ড়য়া ওই ছাত্রীর নাম শিপ্রা সিংহ। তিনি 'নিট' পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সোমবার তিনি বেলুড় গিরিশ ঘোষ রোডে এক শিক্ষিকার কাছে পড়তে যান। পড়া শেষে তিনি ৬ তলা বহুতলের ছাদ থেকে আচমকাই নিচে পড়ে যান। ছাদের রেলিংয়ের ধারে রাখা ছিল তাঁর জুতো আর বইয়ের ব্যাগ। যা দেখে পুলিশের প্রাথমিক ধারনা তিনি খুব সম্ভবত

'আত্মঘাতী' হয়ে থাকতে পারেন। পাশাপাশি, এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পড়াশুনার অত্যধিক চাপও এর কারণ হতে পারে। বছর দুয়েক আগে মৃতার ছোটো বোন 'ডেঙ্গু'তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সে কারণেও শিপ্রা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তবে, মৃতার পরিবার এ বিষয়ে কথা বলতে চাননি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় তদন্তের কাজে ফরেনসিক টিমকেও ডাকা হয়েছে। তারাও ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করবে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়েছে।

এস আই আরের নামে হয়রানির প্রতিবাদে বহড়ু বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভাজনের রাজনীতিকে মদত দিতে এস আই আরের নামে নির্বাচন কমিশনের যথেচ্ছাচার, চরম নাগরিক হয়রানি, বৃদ্ধ,অসুস্থ সমেত মহিলা, গরীব মানুষ, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের সীমাহীন হেনস্থাও মৃত্যু স্রোত অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে মঙ্গলবার এস ইউ সি আই কমিউনিস্টের জয়নগর ১ নম্বর ব্লক শাখার উদ্যোগে বহড়ু বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো।এদিন বহড়ু কলুর মোড় থেকে মিছিল সহকারে গিয়ে বহড়ু বাজারে রাস্তা অবরোধ করা হয়।এদিন অবরোধ স্থলে বক্তব্য রাখেন দিব্যেন্দু মুখার্জি। এরপর বহড়ু বিডিও অফিসে তিন সদস্য সহদেব কয়াল, পিন্টু দাস ও জয়দেব নস্কর বি ডি ও শুভদীপ দাসের সাথে দেখা করেন এবং বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। বি ডি ওর কাছে অতঃপর দাবি করেন জমায়েতে জনগণের সামনে আপনি বিষয়গুলো রাখুন।এদিন জয়নগর ১ নম্বর বিডিও শুভদীপ দাস সভাস্থলে আসেন এবং এস ইউ সির দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বক্তব্য রাখেন এবং যতদূর সম্ভব তিনি বিষযগুলি সমাধান করার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। এদিন এই উপলক্ষে বহু বিডিও অফিসের সামনে এক জমাযেতে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) দলের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর।

জলবায়ু বদলের অশনিসঙ্কেত দেখছেন বিজ্ঞানীরা

২০ জানুয়ারি ঃ শীতকাল, অথচ বরফের দেখা নেই-উল্টে আগুনে জ্বলছে হিমালয়ের বনভূমি। উত্তরাখণ্ডে ফের দাবানলের আতঙ্ক ঘনীভূত হচ্ছে। রাজ্যের একাধিক অরণ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে। পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় দাবানলে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সবুজ অরণ্য। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, মহাকাশ থেকেও ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা চোখে পড়ছে। উত্তরাখণ্ডে দাবানল নতুন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতি বছরই গ্রীষ্মের শুরুতে রাজ্যের কোনও না কোনও অংশে আগুন লাগে। কিন্তু চলতি বছরে পরিস্থিতি একেবারেই ব্যতিক্রম। দাবানল শুরু হয়েছে অনেক আগেই, তাও আবার ব্যাপক আকারে। বন দপ্তর এবং পরিবেশবিদদের উদ্বেগ এখানেই-যে আগুন সাধারণত মার্চ-এপ্রিলের দিকে দেখা যায়, তা এবার শীত কাটতে না কাটতেই ভয় ধরাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর মূল কারণ এবছরের অতিরিক্ত শুস্ক শীত। সাধারণত উত্তরাখণ্ডের বনভূমি শীতকালীন বৃষ্টি ও তুষারপাতের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। শীতের বৃষ্টি ও বরফ গলে মাটিতে আর্দ্রতা তৈরি করে, যা গ্রীষ্মের আগুনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু এবছর সেই স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙে প।ছে। বৃষ্টি হয়েছে নামমাত্র, তুষারপাতও অত্যন্ত কম। ফলে জঙ্গলের মাটি ও গাছপালা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে। সামান্য আগুন বা মানবসৃষ্ট কোনও কারণেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দাবানল। এই পরিস্থিতিকে ' মেঘ' বা অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বলেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অনিল যোশীর কথায়, এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দাবানল রুখতে হলে বনের উপরিভাগের মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর পরামর্শ, পাহাড়ি অঞ্চলে আরও বেশি করে জলাশয় তৈরি করতে হবে এবং বনাঞ্চলে পরিখা খনন করতে হবে। এতে কম বৃষ্টি বা কম তুষারপাত হলেও মাটির ভেতরে আর্দ্রতা বজায় থাকবে এবং আগুন ছড়ানোর ঝুঁকি অনেকটাই কমবে। জলবায়ু বিজ্ঞানীরাও একই সুরে সতর্কবার্তা দিচ্ছেন।

কাঁচা পাটের সঙ্কটে বন্ধ প্রেমচাঁদ জুট মিল, চরম অনিশ্চতায় ৪০০০ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ বাউড়িযার অন্যতম বড় চটকল প্রেমচাঁদ জুট মিল মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্ধ হয়ে গেল। মিলের গেটে এই সংক্রান্ত নোটিস টাঙানো হয়েছে। বন্ধের ফলে প্রায় চার হাজার শ্রমিক হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারির পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাঁচা পাটের অভাব, আকাশছোঁয়া দাম এবং নগদে উন্নতমানের কাঁচা পাট সহজলভ্য না হওয়ায় উৎপাদনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া কনভেনশনাল তাঁত বিভাগের কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় ব্যয় বেড়ে যাচ্ছিল। এসব কারণে সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো মিলের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। তাদের দাবি, প্রদত্ত কারণ যথাযথ নয় .এবং মিল কার্যত স্থায়ীভাবে বন্ধ করার পরিকল্পনা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা আশঙ্কা করছেন, মিল খোলার সময় আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। মিল বন্ধ থাকলেও ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টে র

বেল গোডাউন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজ, কাঁচা পাটের মজুত এবং গাড়ি খালাসের কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী চলবে। তবে সাধারণ উৎপাদন বন্ধ থাকায় .শ্রমিকদের বেতন বন্ধ থাকবে। শ্রমিক সংগঠনগুলো মিল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে ষড়যন্ত্রমূলক বলেও অভিহিত করেছে। তারা জানান, এটি শুধুমাত্র শ্রমিকদের ওপর চাপ তৈরির একটি প্রক্রিয়া। স্থানীয় পর্যায়ে এই বন্ধের ফলে শ্রমিক সমাজে উদ্বেগ এবং ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওই মিলের টিইউসিসির নেতা হাবিবুর রহমান বলেন, নিছক মিল বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র রয়েছে মিল কর্তৃপক্ষের। যদি মিলে পাটের অপ্রতুলতা হত তাহলে অন্যান্য মিলগুলি চলছে কিভাবে? তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা মন্টু শাসমল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতি এবং মিল কর্তৃপক্ষের ভুল পদক্ষেপের কারণে আজকে মিলটি সমস্যায় পড়ল। একদিকে কাঁচা পাটের দাম বাড়ানো হয়েছে কিন্তু উপাদিত পণ্যের দাম বাড়ানো হয়নি। তবে মিল কর্তৃপক্ষ যে কনভেনশনাল তাঁত ব্যবস্থার কথা বলছে এটা বাহানা মাত্র। আমাদের মাত্র ১০০ টি এরকম কনভেনশনাল তাঁত রয়েছে। তাতে মিল বন্ধ করার মতো পরিস্থিতি নয়। তৃণমূল নেতার কথায়, এক্ষেত্রে মিল কর্তৃপক্ষের ভুল পরিকল্পনা দায়ী। সঠিক সময় তারা পাট তোলেনি। এখন দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ছে। এক মাসের নোটিস দিলেও এদের উদ্দেশ্য মিলটা বন্ধ করে দেওয়া। আমরা বিষয়টা উচ্চতর দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছি। তারা বিষয়টা দেখছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/283/25-26/PD
Name of the Work: **Installation of lighting arrangement at Satyajit Kanan Garden adjacent area in Ward No. 109, BR-XII;** Estimated Amount: **Rs. 1,97,987.88;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 days;** Last date and time of completion of bid: **29.01.2026 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 from 12 noon.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/473/25-26
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Uday Sankar Sarani Road and adjacent areas under BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,401.47;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **10 days;** Last date and time of completion of bid: **02.02.2026 up to 12 noon;** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2026 from 2 p.m.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/441/25-26
Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at 39 & 40 Vidyasagar and other adjacent areas in Ward No. 99 under BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,48,454.88;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **10 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/440/25-26
Name of the Work: **Development of Park Lighting system in different parks in Ward No. 96, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 3,98,327.80;** Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **10 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/439/25-26
Name of the Work: **Development and lighting arrangement of Military Road area and surrounding in Ward No. 99, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,27,588.57;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **7 days;** Last date and time of completion of bid: **31.01.2026 up to 12 noon [For Sl. No. 3 to 5];** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 from 2 p.m. [For Sl. No. 3 to 5].**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/250B/25-26
Name of the Work: **Development works of Street Light arrangement at E/193, E/113 Ramgarh and other areas in Ward No. 100 in KMC BR-X 152/250;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,743.44;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/246A/25-26
Name of the Work: **Installation of Mini High Mast at Naktala in Ward No. 100, BR-X 152/246;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,812.36;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/246B/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Lighting arrangement at Naktala in Ward No. 100, BR-X 152/246;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,885.92;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/253A/25-26
Name of the Work: **Renovation works of Street Light arrangement at E/66/1A, 87/11/19 Raja S.C. Mullick Road in Ward No. 100 in KMC 152/253;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,785.48;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/255A/25-26
Name of the Work: **Installation works of Street Light of Mini Mast near Banahi Club in Ward No. 100 in KMC BR-X 152/255;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,483.61;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/275A/25-26
Name of the Work: **Installation works of Street Light at Baishnabghata and other adjacent areas in Ward No. 100 in KMC BR-X 152/275;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,200.41;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/91/151/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Lighting at KMDA Quarter, B.B. Chatterjee Road, Scheme-I in Ward No. 91, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,24,998.71;** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.**

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/91/157/25-26
Name of the Work: **Installation of LED Light at Jagannath Ghosh Road and adjacent areas in Ward No. 91, BR-X 149/157;** Estimated Amount: **Rs. 1,79,999.17;** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.**

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/91/186/25-26
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting at N.C. Chowdhury Road in Ward No. 91, BR-X 149/186;** Estimated Amount: **Rs. 3,49,997.32;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/91/186/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at N.K. Ghosal Road and adjacent area in Ward No. 91, BR-X 149/184;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,998.18;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/91/150/25-26
Name of the Work: **Development of Street Light at B.B. Chatterjee Road and adjacent areas in Ward No. 91, BR-X 149/150;** Estimated Amount: **Rs. 2,44,997.72;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/92/200/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Lighting at Dr. Nagen Ghosh Lane, Tanupukur Road in Ward No. 92, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,24,998.71;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/149/92/205/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Lighting at Tanupukur Road in KMC Ward No. 92, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 1,79,999.17;** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.**

(19) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/93/226/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at Gobindapur Road in Ward No. 93, BR-X 160/226;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,998.13;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(20) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/93/254/25-26
Name of the Work: **Improvement of Lighting system with LED Fittings, Pole & Mini Mast at 4/4, 3/11, 4/13 & 4/23 Podder Nagar in Ward No. 93, BR-X 160/254;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,999.29;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(21) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/275B/25-26
Name of the Work: **Installation Light of Street arrangement at 8D, B.G. Lane and Baishnabghata Balak Smity in Ward No. 100 in KMC BR-X 152/275;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,333.97;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(22) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/104/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at 95 N.S.C. Bose Road in Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,867.58;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(23) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/79/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at 42/1B/8, 46 Graham Road in Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 4,99,851.85;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

(24) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/77/25-26
Name of the Work: **Development of Park Lighting arrangement at 46 Graham Road in Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,20,857.05;** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.**

(25) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/70/25-26
Name of the Work: **Installation Street Light near 80, 69, 64, 31 Nehru Colony at Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,919.56;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(26) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/61B/25-26
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting at 131 N.S.C. Bose Road in Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,833.24;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(27) NIT No.: KMC/LTG/Z -IV/152/98/191D/25-26
Name of the Work: **Installation works of mini mast at 3/34 Netaji Nagar in Ward No. 98, under BR-X 152/191;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,069.18;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(28) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/98/184/25-26
Name of the Work: **Improvement of lighting system with mini mast, pole and LED fittings at 7/64, to 7/64A, 7/5, 7/61, 7/37, 7/81 Netaji Nagar in Ward No. 98, under BR-X 152/184;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,914.91;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(29) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/98/202C/25-26
Name of the Work: **Installation works of mini mast near 1/2/20 Sahid Nagar, Khanpur Road in Ward No. 98, under BR-X 152/202;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,073.32;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(30) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/89/191/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at 67, D. P. S. Road in Ward No. 89 in KMC, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,875.66;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(31) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/89/203/25-26
Name of the Work: **Repairing of Street Lighting 1, Biswas Para 4/C, 4A/2, 26/1/1, Biswas Para Lane;** Estimated Amount: **Rs. 1,48,949.75;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **10 days; [For Sl. No. 6 to 31].**

(32) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/152/97/100/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at 21F, 21/4, 7,9, Moor Avenue in Ward No. 97, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 3,49,832.19;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(33) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/81/21/25-26
Name of the Work: **Improvement of Ltg. arrangement with Poles & LED fittings at 16H/4, 16No. & 16H/9 M.T. Lane in Ward No. 81, KMC BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,795.47;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(34) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/81/22/25-26
Name of the Work: **Development of Lighting arrangement with LED fitting at 24, T.C. Road in Ward No. 81, KMC BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 3,49,947.33;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(35) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/160/81/07/25-26
Name of the Work: **Development of Lighting arrangement at Triangular Park and Suren Das Children Park at Triangular Park & opposite of B.P. Poddar Hospital in Ward No. 81, BR-X in KMC;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,554.49;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(36) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/89/201/25-26
Name of the Work: **Development of Street Light at 50 P. A. Shah Road in Ward No. 89, KMC BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,920.36;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(37) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/89/190/25-26
Name of the Work: **Improvement of Lighting arrangement by LED Lights at 1, 14A, 14B Sultan Alam Road, Kolkata 700033 in Ward No. 89, KMC BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 3,49,923.40;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(38) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/160/89/187/25-26
Name of the Work: **Installation of Street Light at 77/2 Sultan Alam Road in Ward No. 89, BR-X;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,675.72;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **20 days [For Sl. No. 32 to 38];** Last date and time of completion of bid: **28.01.2026 up to 2 p.m. [For Sl. No. 6 to 38];** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 from 5 p.m. [For Sl. No. 6 to 38].** From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 38].**

2017/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫২ সংখ্যা, বুধবার ৭ মাঘ ১৪৩২

রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসে

সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিল আমেরিকা। আমেরিকা তাদের সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিল। জার্মান যেমন পরমাণু শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে এমনকী পরমাণু চুল্লি পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। তারা বলেছে জার্মান আর পরমাণু শক্তি ব্যবহার করবে না। ঠিক সেই রকম আমেরিকা রাসায়নিক অস্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্বের মানুষের জীবন এবং পরিবেশকে রক্ষা করতে আমেরিকা তাদের সব রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিন দশক ধরে রাসায়নি অস্ত্র চুক্তি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এটাই হচ্ছে তার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমেরিকা আর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। রাসায়নিক অস্ত্রের ভয়াবহতা থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দেওয়া হল। কেমিক্যাল ওয়েপনস কনভেনশন রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, মজুত এবং নির্মাণ করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে এই চুক্তি হয়েছিল। তাকে কার্যকর করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকাই সবার শেষে তাদের মজুত করা রাসায়নিক অস্ত্র নষ্ট করে দিল। রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা ওপিসিডব্লুউ গত বছর মে মাসে জানিয়েছিল যে অনান্য দেশগুলি তাদের রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। যার পরিমান ৭০ হাজার টনের বেশি। চুক্তি অনুসারে গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সব রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। তারপর থেকে রাসায়নিক অস্ত্র বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি রাসায়নিক অস্ত্র মজুত করতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে রাশিয়ার পরই রাসায়নিক অস্ত্রে বিশাল ভাণ্ডার ছিল আমেরিকার। ২০১৭ সালে রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। ১৯৯০ সালে আমেরিকার রাসায়নিক অস্ত্র পরিমান ছিল ২৮,৬০০ টন। গত এপ্রিল মাসে তা কমে ছশোতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তবে কেউ কেউ গোপনে রাসায়নিক অস্ত্র রেখে দিতে পারে বলে অনুমান করতে শুরু করেছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যারা চুক্তিতে সই করেনি তাদেরকে কাছে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন দ্রুত রাসায়নিক অস্ত্রগুলি নষ্ট করে দেয়। এদিকে রাশিয়া পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল তাদের কাছে কোনও রাসায়নিক অস্ত্র নেই। চিন এ ব্যাপরে কোনও কথা বলছে না। চুপ করে ছিল। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত হচ্ছে যাদের কাছে এর পরেও রাসায়নিক অস্ত্র পাওয়া যাবে তাদের রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ খারিজ যেন করা হয়। সেই সব দেশের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। এদিকে উত্তর কোরিয়ার কিম কী করবেন তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকার আশা প্রকাশ করেছে যে কোরিয়ার কাছে রাসায়নিক অস্ত্র থাকতে পারে। তবে তা দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে ওপিসিডব্লিউ সংস্থা। ভরার এদিকে বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শক্তি বৃদ্ধি করতে রামসায়নিক অস্ত্র ফের নির্মাণ করার ফতোয়া জারি করবে কিনা তা নিয়ে বিশ্ব কূটনৈতিক মহল চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েল যেভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করেছিলেন বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাতে মনে করা হচ্ছে তিনি গাজা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। গাজায় আমেরিকা সেনারা উপস্থিত হয়েছে। সেখানে ইসরায়েল এবং আমেরিকা সেনা মিলিত হয়ে শান্তি আনার চেষ্টা করছে এবং উগ্র হামাসকে নিহত করছে। যারা সন্ত্রাসকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বন্দুক কাঁধে নিয়ে চলচে তাদেরকে লক্ষ্য করে ট্রিগার্ট টিপছে আমেরিকা এবং ইসরায়েল সেনা। তবে আমেরিকা যে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী অস্ত্র মজুত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

চিন, ভারত ও দালাই লামা

চিনের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন দালাই লামা। তিব্বতি ধর্ম গুরুু দালাই লামা বলেছেন চিন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিব্বতের পরিবেশকে শান্ত করতে চাইছে। তিব্বত যাতে শান্ত থাকে এবং বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার আরও শ্রীবৃদ্ধি হয় তার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন দালাই লামা। চিন বুঝতে পেরেছে যে তিব্বতের লোকেদের আগে প্রবণতা বেশি। তারা এখন তিব্বতের ধর্মগুরু হিসাবে দালাই লামাকে মেনে নেয়। বর্তমান দিনের পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। আগেকার চিন আজরে আর নেই। চিনে এখন সারা বিশ্বের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের পাঁচিল টপকে চিন অখন আন্তর্জাতিক চিনে পরিণত হয়েছে। চিন বৌদ্ধদের দেশ এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। আমি চিন দেশে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। দালাই লামা বলেছেন তিব্বতের যে ধর্ম এবং সংস্কৃতি রয়েছে তা গোটা বিশ্বের উন্নতি হবে। তিনি বলেছেন, আমি সমস্ত ধর্মকে সম্মান করি। আমার স্বপ্নকে পূরণ করতে একশো বছর পর্যন্ত বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ করি। আপনারা সকলেই আমাকে আর্শিবাদ করুন আমি যেন একশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি। ১৯৫১ সাল থেকে তিব্বতকে আলাদা সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দালাই লামা। তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনকে দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে দলাই লমাকে গ্রেফতার করতে চায় চিন। তার ফলে তাঁকে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিব্বতকে স্বাধীনতা না দেওয়ার কারণে গোটা বিশ্বের ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধরা চিনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দিয়েছে। চিন বহুবার দলাই লামাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিল ভারত সরকারকে। কিন্তু ভারত সরকার থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছিল তারা কোনও সময়ে একজন অতিথিকে চিনের হাতে তুলে দিতে পারবে না। এই নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের মতভেদ শুরু হয়। তবে দালাই লামা এখন চিনের সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছেন। তবে তিব্বতে স্বায়ত্বসাশন চালু করতে হবে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূদপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন।

বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ‘গুড বাই ইণ্ডিয়া’ করে জাপানে উপস্থিত বিপ্লবী রাস বিহারী

বিশেষ প্রতিবেদক

২০ মার্চ ১৯১৫ সালে পিংলে বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন সঙ্গে এল এক আফগান জমাদার নাদির খান। মেরুটে সেনা অভ্যুত্থান সফল করতে দশটি তাজা বোমা নিয়ে যাওয়ার কথা পাকা হল। ব্রিটিশ ভারত সরকারের ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স বিভাগে অধিকর্তা ক্লেভল্যাণ্ড লিখেছেন যে মেরুট বোমা ষড়যন্ত্র করতে পিংলে বেনারসে এক আফগানকে নিয়ে

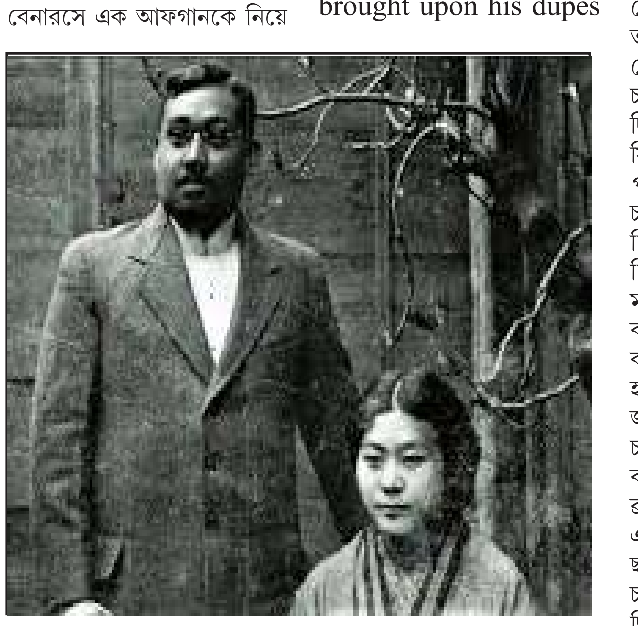

এসেছিলেন। সেখানে একজন বাঙালি বিপ্লবী নেতা অন্ধকার ঘরে আফগানকে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে লোকটি আসল না মেকি। যখন নেতা সন্তুষ্ট হলেন তখন তাকে বোমা এবং বিপ্লবী পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। ৩০০ টি বোমা দেওয়ার কথা হয়েছিল ১২ তম ক্যাভালরির জন্য। এই বাঙালি বিপ্লবী নেতাটি রাসবিহারী ছাড়া কেউ নন। মেরুট ষড়যন্ত্র আবার বিফলে গেল। তার প্রধান কারণ হল আফগান জমাদার আগেই কম্যান্ডিং অফিসার সংবাদ পাচার করে দিয়েছিল। ২৩ মার্চ এর রাতেই কম্যান্ডিং অফিসার পিংলে যেখানে বসবাস করতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পিংলেকে গ্রেফতার করা হল। সঙ্গে পেল দশটি বোমা এবং বোমা তৈরির মাল মশলা। ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিভাগের প্রধান ইন্সপেক্টর মুস্প্রাট ইউলিয়ামস লিখেছেন, “these bombs as of the Delhi pattern and “ of a highly dangerous character”। মেরুট ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের অধিকর্তা ক্লেভল্যাণ্ড লিখছেন, “Meerut programme was a mere item in the big scheme of the combined Ghadr and Bengli party.” He further states : “ I believe that at the present moment the Ghadr party in the Punjab is disorganised and beaten. The revolutionary party in Bengal is on the other hand well-organised and flush by success. Rash Behari who has been so active in behaving towards the panjabis as the Germans have done towards the Turks has hitherto brought upon his dupes far more trouble than success and has also risked a disclosure of a part of the Bengali organisation in his efforts to amalgamate it with the Punjab schemes. Judging however from our exprience of Rash Behari in the past it is probable that he may be quite undiscouraged by the failures and risks incurred and will forthwith seek out new centres and fresh partisan” মিস্টার ক্লেভল্যাণ্ড পাঞ্জাব এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সংগঠিত ছিল যা পাঞ্জাবে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেছেন, “ The Sikhs and Mahomedans of the Ghadr party” he observed, “ are so prone to be ostentatious and to make statements when arrested that their Bengali allies will possibly feel nervous before long of trusting them very far. A most urgent requirment is the discovery and destruction of the nest of Benares” ২৩ মার্চ পিংলে গ্রেফতার হওয়ার খবর আসার পরই বন্ধু শিরীষ চন্দ্র ঘোষ রাসবিহীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি তখন মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বেনারস তাঁকে ত্যাগ করে যেতে হবে। ফিরতে হবে পুরানো ডেরা চন্দননগরে। বেনারসের ত্রিপুরাভৈরবী ব্রহ্মপুরী ত্যাগ করে রাসবিহারী নলিনী মোহন মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। মগরা স্টেশনে জ্যোতিষ সিনহা (পশুপতি) রাসবিহারীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলেন চন্দননগরে। রাস বিহারী বেশ কিছুদিন সেখানে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায়ের সঙ্গে কথা বললেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব হয়ে পি এন ঠাকুর নাম নিয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন। চন্দননগরে সাগর কালি ঘোষের বাড়িতে থাকতেন ‘ভট্টাচার্যী ব্রাহ্মণ’ বেশে। তাপরে তিনি একমাস নবদ্বীপে ছিলেন মারাঠী ছদ্মবেশ ধারন করে। অনুকূল চক্রবর্তী (ঠাকুর) তখন নবদ্বীপে ছিলেন। তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রাসবিহারীর হাতে তুলে দিলেন। আবার চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়ে রাসবিহারী গিরিজাবাবু, শচীন সান্যাল এবং পশুপতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। জাপান যাওয়ার আগে তিনি কলকাতার ধর্মতলার পোস্ট অফিসের দোতলায় এসে গোপনে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে তিনি বিপ্লবী বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দামোদর, বিভূতি, পশুপতির সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বলে দিলেন যে তাঁর অবর্তমানে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং গিরিজাবাবু বিপ্লবীদের পথ দেখাবে। ১২ মে, ১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন ‘সানুকি মারু’ জাহাজে চেপে। তিনি ৫ জুন জাপানে গিয়ে পৌঁছান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। প্রতিটা মুহূর্তে বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলন করতে গিয়ে। ‘গীতা’র নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে শক্তিশালী সংগঠন প্রস্তুত করতে হবে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন, বিশ্বস্ত বিপ্লবী যোদ্ধা দরকার এবং বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডার থাকতে হবে।

১৯১৪ সালের ফেব্রুযারি মাসে পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলো দিল্লির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা জড়িত ছিল তার সূত্র বের করতে। ধরা পড়লেন অমীর চাঁদ এবং অবোধ বিহারী। রাসবিহারী তখন লাহোরে। ডি.এ. ভি কলেজের ছাত্রাবাস থেকে পুলিশ গ্রেফতার করলেন দীননাথকে। এদিকে রাসবিহারী বোসকে খুঁজে বের করতে পুলিশ সর্বত্র সজাগ। বাংলার পুলিশ বুঝতে পারলো যে রাসবিহারী বাংলায় থাকতে পারেন। ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ চন্দননগরের রাসবিহারীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিল। সেখানে পুলিশ তাঁকে পেল না। এদিকে পাঞ্জাব পুলিশ ৯ মার্চ ১৯১৪ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলো রাসবিহারী বোসের নাম উল্লেখ করে। অপরাধীকে ধরতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল “Fairly tall; stoutish; large eyes; moustache recently shaved; third fingure of one hand stiff and scarred as result of accident; aged about 30. Dresses sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali. May propably be wandering about in the guise of a sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala, Simla, Amritsar, Gurudaspur, Ferozepur, Jhelum and Lahore. Bengli Kalibars and Colonies and Hindu Shiwalas, & c., should be carefully scrutinised, as well as Sarais and Railway Stations (Vice File No. 430/14 of the I.B. records of the Government of West Bengal)”। স্টিমার কোম্পানি থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের সর্বত্র বিশেষ করে রেল স্টেশনেও ছড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর ছবি সহ পুলিশ বিজ্ঞপ্তি। এরই মধ্যে অসীম সাহস নিয়ে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বেনারসে এসে উপস্থিত হন এবং বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনাও করেন। পরে তিনি একদিন বেনারস মামলা দেখতে গোপনে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালটা তিনি বেনারসে নির্বিঘ্নে বসবাস করেছিলেন। সেই সময়ে পুলিশ তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। লাহোর ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার সময়ে তাঁকে কেউ কেউ ‘ফ্যাট বাঙালি’, ‘সতীন্দর চন্দর’, ‘চুচন্দর নাথ দত্ত’ এবং ‘সতীশ চন্দর’ বলে জানতো। কেউই তাঁর আসল নাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। রাস বিহারী হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি এব ইংরেজি ভালো বলতে পারতেন। পি. এন. ঠাকুর (রাসবিহারী বোস)। ছদ্মনামে রাসবিহারী জাপানে উপস্থিত হলেন। জাপানা না থাকলে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করা একেবারে অসম্ভব হতো এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে মেকাবিলা হত না

পৌর প্রশাসনের উদাসীনতার শিকার সাফাই কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আবর্জনার আড়ালে যাঁরা শহরকে বাঁচিয়ে রাখেন পৌর প্রশাসনের ব্যর্থতা ও উপেক্ষিত সাফাই কর্মীদের বাস্তবতা।

শহরের ভোর শুরু হয় যখন অধিকাংশ মানুষ এখনও ঘুমিয়ে। সেই অন্ধকার ভেদ করেই কাজে নেমে পড়েন এক শ্রেণির মানুষ, যাঁদের অস্তিত্ব ছাড়া আধুনিক নগরজীবন কল্পনাই করা যায় না। তাঁরা আবর্জনা সংগ্রাহক, সাফাই কর্মী, নিকাশি পরিষ্কারক;যাঁদের শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে শহরের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি। অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হল, রাজ্যের অধিকাংশ পৌরসভা আজও এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ। নীতিনির্ধারণ, বাজেট বরাদ্দ, কর্মপরিকল্পনা কিংবা সামাজিক মর্যাদা;প্রতিটি স্তরেই আবর্জনা সংগ্রাহকরা রয়ে গেছেন অবহেলার ছায়ায়।

নগরায়নের গতি যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে আবর্জনার পরিমাণ। প্রতিদিন হাজার হাজার টন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে শহর ও শহরতলিতে। প্লাস্টিক, ই-বর্জ্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য, গৃহস্থালির নিত্য আবর্জনা;সব মিলিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আজ একটি জটিল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের প্রথম সারির যোদ্ধা হলেন আবর্জনা সংগ্রাহকরা। তাঁরা না থাকলে শহরের রাস্তায় জমে উঠত আবর্জনার পাহাড়, ছড়িয়ে পড়ত রোগ, দূষিত হতো জল ও বাতাস। তবুও বাস্তবে দেখা যায়, তাঁদের কাজকে কেবল ‘নিম্নস্তরের শ্রম’ হিসেবে চিহ্নিত করে দায়সারা দৃষ্টিতে দেখা হয়।

রাজ্যের পৌরসভাগুলির ব্যর্থতার মূল কারণ লুকিয়ে আছে দৃষ্টিভঙ্গিতে। সাফাইকর্মীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা হয় খরচের বোঝা হিসেবে, মানবসম্পদ হিসেবে নয়। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মানে শুধু ট্রাক কেনা বা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রশিক্ষিত কর্মী, সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধি এবং সম্মান জনক কর্মসংস্থান। কিন্তু বাস্তবে বহু পৌরসভায় আবর্জনা সংগ্রাহকদের হাতে নেই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম, নেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নেই স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা। অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে তাঁরা বছরের পর বছর কাজ করেও বঞ্চিত হন সামাজিক সুরক্ষা থেকে।

এই অবহেলার সামাজিক প্রভাবও গভীর। আবর্জনা সংগ্রাহকদের বড় অংশই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি থেকে আসেন। ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘অস্পৃশ্য’ বা ‘নোংরা কাজ’-এর তকমা। আধুনিক নাগরিক সমাজে এই ধারণা বদলানোর কথা থাকলেও বাস্তবে পৌর প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা সেই বৈষম্যকেই আরও পোক্ত করছে। যখন প্রশাসন নিজেই তাঁদের অবদানকে গুরুত্ব দেয় না, তখন সমাজের অন্য অংশের কাছ থেকেও সম্মান পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

স্বাস্থ্যঝুঁকির দিক থেকে আবর্জনা সংগ্রাহকদের কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। খোলা হাতে বর্জ্য তোলা, ধারালো বস্তুতে আঘাত, বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শ, সংক্রামক রোগের ঝুঁকি;এসব তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তবতা। কোভিড-পরবর্তী সময়ে সাময়িকভাবে তাঁদের ‘ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার’ বলা হলেও সেই স্বীকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অধিকাংশ পৌরসভা আজও তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা, নিয়মিত চিকিৎসা বা মানসিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে পারেনি। এই ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক উদাসীনতা নয়, এটি একটি গভীর নৈতিক সংকটেরও প্রতিফলন।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কম মজুরি, অনিয়মিত বেতন, বোনাস বা অবসরকালীন সুবিধার অভাব;এই সবই আবর্জনা সংগ্রাহকদের জীবনের অঙ্গ। শহরের বাজেটে বড় বড় প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও, যাঁরা সেই শহরকে প্রতিদিন পরিষ্কার রাখেন তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে অনীহা স্পষ্ট। এতে শুধু কর্মীদের জীবনযাত্রাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, দীর্ঘমেয়াদে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়ে।

রাজ্যের পৌরসভাগুলির আরেকটি বড় ব্যর্থতা হল পরিকল্পনার অভাব। আধুনিক শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হওয়া উচিত, যেখানে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক নিষ্পত্তি;সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আবর্জনা সংগ্রাহকদের এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে দেখা হয় না। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বর্জ্য পৃথকীকরণ বা পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার বিষয়ে। ফলে শহর পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের সুযোগ হারায়, আর সাফাইকর্মীরাও থেকে যান একই পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আবদ্ধ।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরি, এবং তা শুধু নীতিগত ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। পৌরসভাগুলিকে প্রথমে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আবর্জনা সংগ্রাহকদের কেবল শ্রমিক হিসেবে নয়, নগর ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের জন্য স্থায়ী নিয়োগ, ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা এবং সম্মানজনক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ভারত- ইরান সম্পর্ক বহু যুগ আগে থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইরান পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য বিশেষ কূটনৈতিক অবস্থান কেন অপরিহার্য। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ আবারও অস্থির। ইতিহাসের বহু বাঁক ঘুরে ইরান আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, আঞ্চলিক শক্তির দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিক ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণ একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থান নিছক কোনও নিরপেক্ষ দর্শকের মতো হতে পারে না। বরং বর্তমান ইরান পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য একটি বিশেষ, স্বতন্ত্র এবং সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক অবস্থান নেওয়া সময়ের দাবি। কারণ ইরান শুধু একটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ নয়, ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

ভারত ও ইরানের সম্পর্ক কোনও সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সমঝোতার ফল নয়। প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকেই এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও বৌদ্ধিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। পারস্যের সাহিত্য, শিল্প এবং দর্শনের ছাপ ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন পড়েছে, তেমনই ভারতের বাণিজ্যিক পথ ও সংস্কৃতির প্রভাব ইরানের ইতিহাসে সুস্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগেও এই সম্পর্ক একাধিকবার বৈশ্বিক রাজনীতির চাপে পড়েছে, আবার নতুন করে রূপ নিয়েছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, পারমাণবিক চুক্তি;প্রতিটি পর্বেই ভারতকে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের রাজনীতি করতে হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই ভারসাম্যের পরীক্ষাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যতই উত্তপ্ত হোক না কেন, তার প্রতিফলন সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিসাম্যে পড়ছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের প্রভাব বিস্তার, তার মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংঘাত, এবং বড় শক্তিগুলির কৌশলগত অবস্থান;সব মিলিয়ে একটি অগ্নিগর্ভ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলের সামান্য অস্থিরতাও বিশ্ব জ্বালানি বাজারে ঝাঁকুনি দিতে পারে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ব্যাহত করতে পারে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা বাড়াতে পারে। ভারত, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ, এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে না।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে ইরানের ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ। ইরান ছিল ভারতের অন্যতম প্রধান তেল সরবরাহকারী দেশগুলির একটি। যদিও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সেই সরবরাহে ছেদ পড়েছে, তবুও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিক থেকে ইরানকে ভারতের কৌশলগত মানচিত্রে রাখতেই হবে। একদিকে যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে ঐতিহাসিক যোগাযোগ বজায় রাখা ভারতের বহুমুখী কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই ভারসাম্য রক্ষা করাই ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতার বড় পরীক্ষা।

বর্তমান ইরান পরিস্থিতিতে ভারতের বিশেষ কূটনৈতিক অবস্থান নেওয়ার আরেকটি বড় কারণ হল আঞ্চলিক সংযোগ ও বাণিজ্য। চাবাহার বন্দর প্রকল্প ভারতের জন্য শুধু একটি অবকাঠামোগত উদ্যোগ নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়া থেকে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের দিকে একটি বিকল্প বাণিজ্য পথের দ্বার খুলে দেয়। পাকিস্তানকে বাইপাস করে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপনে চাবাহারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইরানের অস্থিরতা বা আন্তর্জাতিক চাপ এই প্রকল্পকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে পারে। তাই ভারতের স্বার্থে ইরানের সঙ্গে গঠনমূলক ও স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কেবল অর্থনীতি বা জ্বালানি নয়, নিরাপত্তার প্রশ্নেও ইরান পরিস্থিতি ভারতের জন্য সংবেদনশীল। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা সরাসরি প্রভাব ফেলে সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং অবৈধ অস্ত্র ও মাদক পাচারের উপর। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। ইরানের অবস্থান এই সমীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পক্ষে সমর্থন। এই নীতির আলোকে ইরানের সঙ্গে সংলাপ এবং সহযোগিতা বজায় রাখা ভারতের স্বার্থেই পড়ে।

বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় বড় শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা, অন্যদিকে রাশিয়া ও চিনের মতো শক্তি;ইরান এই টানাপোড়েনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ভারত এই শক্তির রাজনীতিতে কারও অনুগামী হয়ে থাকতে চায় না। বরং ‘স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি’ বা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনই ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি। ইরান পরিস্থিতিতে এই নীতির প্রয়োগ আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার। ভারতের কূটনীতি এমন হওয়া উচিত, যা একদিকে আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে কথা বলবে, অন্যদিকে নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে।

ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা নিয়েও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিমিত ও সংবেদনশীল হওয়া জরুরি। কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করার নীতি ভারত বরাবরই মেনে এসেছে। একই সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ, সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন জানানোও ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের অংশ। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে ইরানের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়াই ভারতের জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ।

ভারতের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কর্মরত। ইরানকে কেন্দ্র করে যদি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রভাব এই প্রবাসী জনগোষ্ঠীর উপর পড়তে পারে। অতীতে লিবিয়া, ইয়েমেন কিংবা ইরাক সংকটে ভারত পাশে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

হাজারদুয়ারীর আড়ালে

নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ । মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত হাজার দুয়ারী প্রাসাদ আজ শহরের প্রধান আকর্ষণ। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে ভিড় করেন;নবাবি আমলের ইতিহাসকে চোখের সামনে দেখার আশায়। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেও বহু দর্শনার্থী এক গভীর প্রশ্ন নিয়ে ফিরে যান; নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোথায়? তাঁর প্রাসাদই বা কোথায়? অনেকে আজও মনে করেন, হাজারদুয়ারীই বুঝি নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ। অথচ বাস্তব সত্য হল;নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুর প্রায় আশি বছর পর, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মিত হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে; নবাব সিরাজউদ্দৌলার আসল প্রাসাদ কোথায় গেল?

প্রায় সাত বছর আগের কথা। ইতিহাসের পাতায় ডুবে থাকতে থাকতে একদিন আবিষ্কার করলাম; হাজারদুয়ারী থেকে খুব দূরে নয়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একসময় দাঁড়িয়ে ছিল নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নির্মিত মনসুরগঞ্জ প্যালেস, যা ইতিহাসে বেশি পরিচিত হীরাঝিল প্রাসাদ নামে। কালের নিয়মে সেই প্রাসাদ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন ছিল; কতটা ধ্বংস? আদৌ কি কিছু অবশিষ্ট আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই একদিন বেরিয়ে পড়লাম নবাব সিরাজ উদ্দৌলার হারিয়ে যাওয়া প্রাসাদের সন্ধানে। ইতিহাসের বই, পুরনো মানচিত্র আর স্থানীয় মানুষের স্মৃতির সহায়তায় একদিন পৌঁছে গেলাম হীরাঝিল প্রাসাদের সঠিক অবস্থানে। সেদিনের অভিজ্ঞতা ছিল শিউরে ওঠার মতো। চোখের সামনে কোনো প্রাসাদ নেই;কিন্তু বাঁশবাগান, জঙ্গল আর মাঠের নিচে চাপা পড়ে আছে একদিনের বাংলার নবাবের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। হীরাঝিল প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল সেই সময়, যখন সিরাজউদ্দৌলা তখনও নবাব নন; তিনি যুবরাজ। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে, জাফরাগঞ্জের উল্টো দিকে এই প্রাসাদের অবস্থান ছিল। সৌন্দর্যপ্রিয়তায় মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মতোই সিরাজ উদ্দৌলার রুচি ছিল অসাধারণ; এমনটাই মনে করেন ঐতিহাসিকরা। সেই সৌন্দর্যপ্রেম থেকেই গড়ে ওঠে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সঙ্গে একটি বিশাল কৃত্রিম ঝিল তৈরি করা হয়;যার নাম ছিল হীরাঝিল। সম্ভবত এই ঝিলের নাম অনুসারেই প্রাসাদের নামকরণ। ঝিলের দু’পাশ পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল। গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের পাথর ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল এই প্রাসাদ। প্রাসাদের একটি অংশ ছিল এমতাজ মহল, যার কিছু অংশ আজও জলের নিচে অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। এতটাই বিশাল ছিল হীরাঝিল প্রাসাদ যে অনেকে মনে করেন; এখানে একসঙ্গে তিনজন ইউরোপীয় রাজাও বাস করতে পারতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব হন মীরজাফর। প্রথমদিকে তিনিও হীরাঝিল প্রাসাদেই থাকতেন, পরে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে নবাব আলীবর্দির খাঁর প্রাসাদে চলে যান। সিরাজউদ্দৌলার বিপুল ধনরত্ন বিশ্বাসঘাতকদের হাতেই লুপ্ত হয়ে যায়।

হীরাঝিল আবিষ্কারের এক মাস পর এক আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হই। পরিচয় হয় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নীরবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। আলাপ চারিতায় তাঁর জীবনকথা শুনে অজান্তেই আমি তাঁকে আজকের লুৎফুন্নিসা বলে সম্বোধন করি। পরিত্যক্ত প্রাসাদকে তোলার চেষ্টা চলছে। **লেখক ঃ রানা দাস।**

নবতিপর বয়সী সাদেকা বিবিকে এস আই আর নোটিশ

দেবশ্রী মজুমদার, নানুর, ২০ জানুয়ারি ঃ একজন নব্বই বছরের বৃদ্ধাকেও লাইনে দাঁড় করালো নির্বাচন কমিশন। আর সেই ঘটনার জেরে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে ধিক্কার। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শুনানি তাঁদের বাড়িতেই হবে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা শুনানি করতে বাড়িতে যাবেন কিনা সেই বিষয়ে কাজল শেখ কিছু জানেন না। তবে কাজল শেখ জানিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে এসআইআর শুনানিতে যাবেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁর মাও শুনানির লাইনে দাঁড়াবেন। উল্লেখ্য, ২৮ জানুয়ারি এস আই আর শুনানিতে হাজিরার নোটিশ পেয়েছেন ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানিয়েছিলেন, আমি রোহিঙ্গাও নই, বাংলাদেশীও নই। শুনানিতে নথি নিয়ে হাজির থাকবো। আজ মঙ্গলবার একইদিনে হাজিরার নোটিশ পেলেন কাজল সেখের নব্বই বছরের মা। নোটিশ পাওয়ার পর, কাজল সেখ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, ছিঃ বিজেপি ছিঃ একজন ৯০ বছরের বৃদ্ধাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে? নির্বাচন কমিশনের মাথায় বিজেপি। আমি নথি দিয়ে যাবো। আমার ভাই সাজু সেখ বি এস এফ কর্মী ছিলো। ২০০০ সাল থেকে পেনশন চালু হয়। কেন্দ্র সরকার সেই পেনশন মায়ের একাউন্টে দেয়। পেনশনের সেই নথি নিয়ে যাবো। উল্লেখ্য, বি এস এফ কর্মী সাজু সেখকে খুনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের ২৮ মার্চ শাহনাওয়াজের নানুরের পাপুড়ির বাড়িতে পুলিশের ছদ্মবেশে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। তারা শেখ সাজুকে বাড়ির বাইরে ডেকে আনে। তারা তাকে বোমা মারার পর তাঁর বড়ো দাদা শেখ শাহ নাওয়াজকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। তারপর তাকে মৃত ভেবে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন বাবা শেখ সামসুল হক। তার ক'দিন বাদে তিনি মারা যান। এমনিতেই বিভিন্ন ব্লকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ সমাবেশ। এদিন রামপুরহাট ব্লক শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের এস আই আর নিয়ে বিক্ষোভ ১ নং ব্লক বিডিও অফিসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও জ্ঞানেশ কুমারের কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়।

মানবিক উদ্যোগে তৃণমূলের মধ্যাহ্নভোজ- নিজে পরিবেশন করলেন মন্ত্রী

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ জানুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের তরফে নোটিশ পেয়ে সকাল সাতটা কেউ আটটা আবার কেউ তারও আগে থেকে হেয়ারিং এর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে হিয়ারিং এর কাজ শেষ হতে, দুপুরের আহার তারা কোথায় পাবেন, আর এই কারণেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর বিডিও অফিসে হেয়ারিং এ আসা মানুষজনদের তৃণমূলের ভোট রক্ষা শিবির থেকে দেওয়া হচ্ছে দুপুরের খাবার। সেই খাবারই মানুষদের বেড়ে মানুষকে পরিবেশন করে দিচ্ছেন এলাকার বিধায়ক প্রথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সোমবার দুপুরে এমনই চিত্র দেখা গেল। এলাকায় মন্ত্রী দাবি যে ভাবে এসআইআর এর নামে মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সকাল থেকে লাইন দিয়ে বিকেল পর্যন্ত হেয়ারিংয়ের লাইনে কেটে যাচ্ছে বহু মানুষের। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে কদিন হেয়ারিং চলবে প্রতিদিনই পুকুরের আহার এর ব্যবস্থা থাকবে বলেই সেদিন জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে দুপুরের আহার পেয়ে খুশি হেয়ারিং এ আসা মানুষজন।

সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার গভীর রাতে হাওড়ার বালির নিশ্চিন্দা থানা এলাকার একটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা দোকানের প্রায় দশটি তালা কেটে দোকানের ভিতরে ঢোকে এবং প্রায় লক্ষ টাকার সোনা, রূপোর গয়না এবং নগদ টাকা লুট করে পালায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে মালিক দোকান খুলতে এসে বিষয়টি জানতে পারেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা দোকানে চুরি করার আগে দোকানের আশেপাশে লাগানো সমস্ত সিসিটিভির মুখ ঘুরিয়ে দেয় এবং তার কেটে দেয়। শুধু তাই নয়, যাতে মানুষ বাইরে না বের হতে পারেন, তাই এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ির সদর দরজা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। তারপর সোনার দোকানের তালা কেটে ভিতরে ঢোকে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Bhattanagar, Liluah, Howrah

NIeT No. (1) 477(2nd Call)/05/2026, (2) 446(2nd Call)/01/CAGP/2026, (3) 471(2nd Call)/03/CAGP/2026, (4) 442(2nd Call)/06/CAGP/2026.

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 16(Sixteen) Nos. different works. e-Published Date: **20/01/2026 from 18:00 Hrs.** Bid submission start date : **20/01/2026 from 18:00 Hrs.** Bid submission end date : **04/02/2026 up to 17:00 Hrs.** Bid opening date for Technical : **06/02/2026 at 15:00 Hrs.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

শান্তিপুরে বিজেপি নেতার তাঁতঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পেট্রোলের গন্ধে চাঞ্চল্য, পরিকল্পিত আগুনের অভিযোগ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২০ জানুয়ারি ঃ নদীয়ায় তাঁত ঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য! শুরু

রাজনৈতিক তরজা। চাঞ্চল্য ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের বেলঘরিয়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা যায় স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি সদস্য পবিত্র বিশ্বাসের তাঁত কারখানায় গতকাল গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম তাঁতঘরটি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার প্রায় বারোটা নাগাদ পবিত্র বিশ্বাস ও তাঁর ভাই কাজ সেরে পাশের ঘরে ঘুমাতে যান। ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রতিবেশীদের চেঁচামেচিতে তাঁদের ঘুম ভাঙে। বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন, তাঁতঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি কাঠের তাঁত, তানা-নলি সুতো, কাঠের ড্রামসহ তাঁত তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পাশাপাশি তাঁতঘরে রাখা দুটি বাইকও আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে। প্রতিবেশীদের দাবি, আগুন লাগার সময় পেট্রোলের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ওই তাঁতঘরে কোনও বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই এবং দুই ভাই কেউই বিড়ি বা সিগারেট খান না। ফলে দুর্ঘটনাজনিত আগুনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে বলেই সন্দেহ পরিবারের। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় স্থানীয় বাসিন্দারা মোটরের সাহায্যে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক আট লক্ষ টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি নেতা পবিত্র বিশ্বাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৪৫ টি ওষুধের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচ গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ এই রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ৪৫ টি ওষুধের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচ গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত মাসে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পরে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট স্যালাইন ছাড়াও রাজ্যের উলুবেড়িয়ার লাইভ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড এর তৈরি ক্রোমোস্ট্যান্ট ইঞ্জেকশন, জগাছার ডায়মন্ড ড্রাগস এর তৈরি ড্রাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, সানি ইন্ডাস্ট্রিজ এর পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ট্যাবলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর তৈরি ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখন্ড, গুজরাট সহ অন্যান্য রাজ্যের সংস্থার তৈরির ওষুধও এই তালিকায় রয়েছে। এই ওষুধগুলি আর ব্যবহার করা যাবে না বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যে খোলা বাজারে রয়েছে সেগুলি তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৩৩-২০২৫-২৬, তারিখ ১৪.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৩৩ -২০২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** "কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-লালগোলা শাখার মধ্যে আরসিসি বক্স দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণ করে লেভেল ক্রশিং গেট নম্বর ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৯, ১২২, ১৪১/টি, ১৫২ এবং ১৬৩ অপসারণ করা" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৫,৮৩,২০৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,১২,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-357/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **@EasternRailway** **@easternrailwayheadquarter**

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685, NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address Of Ap	AP Registration No.
PIYUSH TULSYAN	PIYUSH TULSYAN	27, Mullick Street,Ground Floor, Barabazar Kolkata 700007 West Bengal	NSE : AP0397630521
SWETA SONTHALIA	SWETA SONTHALIA	Emani City, C7-1001, 2, Jessore Rode,Kolkata, VTC: South Dumdum (M), Po: Dumdumdistrict: North 24 Parganas,Kolkata 700028 West Bengal	NSE : AP0397631671
STATPRO FINTECH PRIVATE LIMITED	STATPRO FINTECH PRIVATE LIMITED	B-205 , Kalpataru Building,Bengal Srishti Complex City Center Kali Mandir Durgapur 713216 West Bengal	NSE : AP0397306093 BSE : AP01061201121230
RAKHEE DAS	RAKHEE DAS	Holding No 486/213, 1st Floor, Po Ps Sutahata,Dist Purba Medinipur,West Bengal Beside PNB Bank Sutahata Branch Purba Medinipur 721635 West Bengal	NSE : AP0397630161
MANOJ KUMAR SAHA	MANOJ KUMAR SAHA	VTC: Laskarpara Po: Barobishasub District: Kumargram, District: Alipurduar Alipurduar 736207 West Bengal	NSE : AP0397603801 BSE : AP01061201165567

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.

Date : 21.01.2026
Place : West Bengal

For ANGEL ONE LTD
Sd/-,
Authorised Signatory

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Executive Officer of Cooch Behar Municipality invites e-tenders (2 nd Call) for "Construction of different works in different Booths under Amader Para Amader Samadhan (APAS) scheme within Cooch Behar Municipality"

Ward No	Booth No	Tender ID	Estimated Cost in Rs.
2	238	2026_MAD_990799_1	1,28,888.42
4	255	2026_MAD_990830_1	9,72,150.99
12	213	2026_MAD_990962_1	9,58,261.31
20	192	2026_MAD_990988_1	9,67,402.25
6	242	2026_MAD_991013_1	9,69,165.59
4	232	2026_MAD_991041_1	8,01,668.24
14	207	2026_MAD_991070_1	8,62,791.37
16	205	2026_MAD_991097_1	8,49,157.12
12	216	2026_MAD_991097_3	9,01,785.06
5	251	2026_MAD_991097_4	1,89,928.83
18	193	2026_MAD_991142_1	9,59,808.05
16	198	2026_MAD_991142_2	5,48,004.32
16	199	2026_MAD_991142_3	6,10,489.87
16	200	2026_MAD_991142_4	6,05,437.36
15	201	2026_MAD_991142_5	7,68,277.02
20	248	2026_MAD_991142_6	9,70,069.67
5	251	2026_MAD_991142_7	7,89,200.77
Submission end date of above tenders- 28/01/26 upto 10.00 am			
18	194	2026_MAD_991452_1.	866571.96
8	249	2026_MAD_991452_1	781366.36
18	197	2026_MAD_991552_1	889661.41
8	250	2026_MAD_991552_1	971184.07
1	186	2026_MAD_991740_1	126821.58
18	196	2026_MAD_991740_2	499487.12
13	211	2026_MAD_991740_3	134098.80
8	240	2026_MAD_991740_4	222287.08
15	202	2026_MAD_991740_5	824923.68
15	203	2026_MAD_991740_6	915684.78
11	218	2026_MAD_991740_7	991386.09
8	240	2026_MAD_991740_8	435678.49
20	244	2026_MAD_991740_9	863334.04
9	230	2026_MAD_991913_1.	180200.16
Submission end date of above tender- 29/01/26 upto 10.00 am			
11	220	2026_MAD_991492_1	10,08,283.45
Submission end date of above tender- 05/02/26 upto 10.00 am			

Details information will be available from the website–
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Executive Officer,
Cooch Behar Municipality

MODIFICATION DATE OF NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT No.**15 of 2025-26/P0/BCW/JAL** for execution of 1 (one) no. of community development schemes within Jalpaiguri district. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

বैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India *Relationship beyond Banking*

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ–সুরাট

৫ম তল, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, কানপিঠ, লালগেট, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩, মোবাইলঃ ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি আইন, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সারফেইসি আইন, ২০০২-এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১)-এর শর্তাবলী অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ ১০.০২.২০২৬ | সময়সীমাঃ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (বন্ধ হওয়ার শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে বিড করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় বাড়ানোর শর্ত

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / মালিক / অংশীদার / সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম	বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	সারফেইসি নোটিশ অনুযায়ী ব্যাংক পাওনার বিবরণ	দখল	সর্বনিম্ন সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি (টাকায়, নিকটতম পূর্ণসংখ্যায়)
আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের একীভূত সত্তা) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) শ্রী নকুল শ্রাবণ হিমাসিংকা (পরিচালক/জামিনদার) শ্রী তীর্থরাজ হিমাসিংকা (পরিচালক/জামিনদার) শ্রী রাঘব হিমাসিংকা (পরিচালক/জামিনদার) আইডিয়াল ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) ডেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকের মাধ্যমে) প্রয়াত শ্রী শ্রাবণ হিমাসিংকার সকল বৈধ উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে (পরিচালক/জামিনদার) শ্রীমতী কনক হিমাসিংকা শ্রীমতী একতা সোধানি শ্রী নকুল হিমাসিংকা	স্থাবর সম্পত্তি ঠিকানাঃ ১৯-বি, রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১১, ৫ম তলা, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন, কলকাতা-৭০০০১৯, আয়তন ২০৯৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) মেসার্স ডেনজং ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নামে রয়েছে। মেয়াদঃ স্থায়ী মালিকানা	নোটিশ অনুযায়ী ধারা ১৩(২) অনুযায়ী তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২২, টাকার পরিমাণঃ ১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ (একশ তেইশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশ আটাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং অতিরিক্ত সুদ	প্রতীকী দখল	২,৫২,০০,০০০ টাকা (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ মাত্র)	২৫,২০,০০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)

তবে, নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে দরদাতাদের অবশ্যই ঘটনাস্থলে এবং রাজস্ব রেকর্ড থেকে উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর পরিমাপ যাচাই করে নিতে হবে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ ১. ই-নিলামটি ''যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে'', ''যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে'' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি অনলাইনে পরিচালিত হবে। ২. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া পরিপালন এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনঃ- ক. https://www.bankofindia.bank.in, খ. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের ঠিকানা - https://baanknet.com। দরদাতারা https://baanknet.com ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন, যেখানে দরদাতাদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও সহ নির্দেশিকা উপলব্ধ রয়েছে। দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবেঃ ধাপ ১ঃ দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধনঃ দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে, ধাপ ২ঃ কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (এতে ২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে)। ধাপ ৩ঃ দরদাতার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তরঃ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালানের মাধ্যমে এনইএফটি/স্থানান্তরের মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর, তারিখঃ ১০.০২.২০২৬, বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে বা তার আগে। ধাপ ৪ঃ দর প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফলঃ আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে দর দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ই-নিলামের তারিখের অনেক আগেই দরদাতাকে ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে হবে। ৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বলে গণ্য হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতাসহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/সম্পত্তি সম্পর্কিত অনলাইন দর জমা দেওয়ার পরে কোনো প্রকৃতির কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। ৪. পরিদর্শনের তারিখ ৩১.০১.২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত, উপরে উল্লিখিত অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের মাধ্যমে। ৫. দরপত্র শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমেই জমা দিতে হবে। ৬. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন ও বুঝেছেন বলে গণ্য হবেন এবং সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ৭. দাখিলকৃত দর অবশ্যই সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে এবং দরদাতাদের তাদের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ১,০০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র)-এর গুণিতকে বৃদ্ধি করতে হবে। ৮. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব আগ্রহী দরদাতাদেরই থাকবে। ৯. সফল দরদাতার আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বিক্রয় মূল্যের অংশ হিসেবে রাখা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হবে না। সফল দরদাতাকে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই প্রদত্ত ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের বাকি অংশ (৭৫) বিক্রয়ের ১৫তম দিনের মধ্যে বা তার আগে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতার সম্পত্তির/অর্থের উপর কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না। ১১. কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/বিদ্যুৎ বিভ্রাট/অন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন ই-নিলাম কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি সহ প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত থাকেন। ১২. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/নিবন্ধন ফি/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং যেকোনো পক্ষের কাছে পাওনা সমস্ত বিধিবদ্ধ/অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে। ১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা ই-নিলাম স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার বা যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করার সম্পূর্ণ অধিকার ও বিচক্ষণতা রাখে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।, ১৪. বিক্রয় সনদ শুধুমাত্র ক্রেতা/আবেদনকারীর নামেই জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না। ১৫. এই বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলী/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য/জিজ্ঞাসা থাকলে, প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানা যাবে।, ১৬. এটি সারফেইসি আইনের বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ১৫ দিনের নোটিশ, যা তাদের নিলাম অনুষ্ঠানের বিষয়ে অবহিত করছে।

স্থানঃ সুরাট, তারিখঃ ১২.০১.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-সুরাট

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E) / LTG / Z-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/452/WD-35/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 35 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,93,440.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date of submission of bid : **07.02.2026 (6 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (6 pm)**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/19/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system across rest house at Kumartully Heritage Ghat in Ward No. 09 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **4,98,083.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.02.2026 at 1.25 pm**; The bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 at 5 pm.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/BR1/INS/W5/28/25-26
Name of work : **Repairing and servicing work of sound and lighting system at Mohit Moitra Mancha in Ward No. 05 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **2,82,902.00**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**; Time of completion : **22 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.02.2026 at 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **24.01.2026 and from 5 pm**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Electrical), / LTG / Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/178/WD27/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Miscellaneous work for safety of pedastrian within Ward No. 27, Br.-IV**; Estimate Amount : ₹ **1,99,996.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/181/WD27/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Improvement of bustee lighting arrangement at 3, Raja Gopi Mohan Street Bustee and other bustee areas in Ward No. 27, Br.-IV**; Estimate Amount : ₹ **1,99,904.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/97/WD27/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Repairing of lighting system at Dr. Dhiren Sen Sarani and different places Ward No. 27 under Br.-IV**; Estimate Amount : ₹ **2,99,390.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/157/WD25/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Replacement of median strip fittings at C.R. Avenue in Ward No. 25, Br.-IV**; Estimate Amount : ₹ **2,29,867.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/LTG/229/WD23/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Renovation of LED fittings at Tarasundari Park, Dolnna Park and its surrounding streets and lanes in Ward No. 23**; Estimate Amount : ₹ **2,49,905.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **03.02.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/793/R1
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at 12/1 & 18/1 Mohendra Roy Lane in Ward No. 59 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **3,49,401.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/792/R1
Name of work : **Lifting of feeder pillar boxes at 93/C Topsia Road, 2 Christopher Road, 8 Gobra Gorosthan Road and other places in Ward No. 59 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **4,39,667.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/861
Name of work : **Installation of LED lighting fittings and allied electrical works near Sub-Registrar Office of Gobra Burial Ground No. 2 Ward No. 59 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **4,84,436.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/869
Name of work : **Improvement of Uttaran lighting system at R.R.G. Lane Uttaran and other different areas in Ward No. 57**; Estimate Amount : ₹ **1,98,249.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **31.01.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **31.01.2026 - 2.30 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **19.01.2026 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/859
Name of work : **Repairing of park lighting system at Seal lane Park, Matheswartala Park and other different park in Ward No. 58, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,92,014.23**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/871
Name of work : **Electrical repairing and renovation of damaged fittings at around 157, Vivekananda Pally Kolkata-700105, Dhapa in Ward No. 58, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,57,220.74**; Earnest Money : ₹ **5,200.00.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/565/R2
Name of work : **Installation of mini mast lighting system and street lighting system at Dhapa Road and other different places in Ward No. 58, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **2,98,557.21**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 5 to 7).**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/870
Name of work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system at D.C. Dey Road, Christopher Road, Dhapa Dhipi & its surrounding area in Ward No. 58, Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **4,21,940.00**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **365 Days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/B-7/APAS/56/25-26/243R
Name of work : **Installation of cable tray at 23 No. R.N.C. Road and surrounding area in Ward No. 56**; Estimate Amount : ₹ **4,89,549.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **60 Days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/B-7/APAS/58/25-26/249/R1
Name of work : **Improvement of street lighting system at P.R.S. Lane near play ground and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimate Amount : ₹ **4,47,636.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/B-7/APAS/58/25-26/250/R1
Name of work : **Improvement of street lighting system at 26/1 Pulin Khatik Road and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimate Amount : ₹ **3,29,538.00**; Earnest Money : ₹ **6,600.00**; Period of completion : **20 Days (For Sl. No. 10 & 11)**; Last date and time of submission of bid : **31.01.2026 at 3 pm (For Sl. No. 5 to 11)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **31.01.2026 - 5 pm (For Sl. No. 5 to 11)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (3 pm) (For Sl. No. 5 to 11).**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/866
Name of work : **Repairing of lighting system at Canal South Road, Metropolitan & surroundings in Ward No. 57 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **1,94,021.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/867
Name of work : **Supply & delivery of LED lights for improvement of lighting system at Mahair Ali Lane & other different areas in Ward No. 57 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **2,48,665.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00.**

(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/874
Name of work : **Repairing of electrical & lighting works at Citizen's Park in Ward No. 68 under Br.- VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,48,058.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00.**

(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/862
Name of work : **Improvement of lighting system at Rani Rashmoni Garden Lane & other different areas in Ward No. 57 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **1,98,321.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(16) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/864
Name of work : **Repairing & replacement of pinion, Baseplate, Wings & Slot Door through distmantling & Re-Erection of Parman Island highmast at E.M. Byepass under Br.- VII**; Estimate Amount : **Open Quotaion**; Earnest Money : ₹ **5,000.00 (L.S.).**

(17) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/865
Name of work : **Improvement of lighting system at South Sealdha Road, Lime Street & other different areas in Ward No. 57 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **1,96,292.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 12 to 17).**

(18) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/863
Name of work : **Repairing of lighting system by various lighting accessories at E.M. Byepass under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **4,89,490.00**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **02.02.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 12 to 18)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **02.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 12 to 18)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 12 to 18).**

(19) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/875
Name of work : **Improvement and renovation of lighting system at Tiljala M. Bari Lane and surrounding areas in Ward No. 65 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **4,39,407.57**; Earnest Money : ₹ **9,500.00.**

(20) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/876
Name of work : **Improvement of street lighting system at Tiljala Road and adjacent areas in Ward No. 65 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **2,98,434.80**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(21) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/877
Name of work : **Repairing of street lighting system at different areas in Ward No. 65 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **2,06,334.92**; Earnest Money : ₹ **4,500.00.**

(22) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/878
Name of work : **Improvement of street lighting system at different slum areas in Ward No. 65 under Br.- VII**; Estimate Amount : ₹ **2,99,220.58**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 19 to 22)**; Last date and time of submission of bid : **31.01.2026 at 9 am (For Sl. No. 19 to 22)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **31.01.2026 at 10 am (For Sl. No. 19 to 22)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (6 pm) (For Sl. No. 19 to 22)**; The website **https:// etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 22).**

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Z-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/46/25-26 (1st Call)
Name of work : **Installation of intercom telephonic system for KMC Borough XVI office building at Joka**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**; Period of completion : **35 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.01.2026 - 3 pm**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **30.01.2026 - 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (6 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : LTG/AP/352/I/49/V/Z-II/25-26, (2) NIT No. : LTG/AP/351/I/49/V/Z-II/25-26, (3) NIT No. : LTG/AP/347/I/49/V/Z-II/25-26, (4) NIT No. : LTG/AP/348/I/49/V/Z-II/25-26, (5) NIT No. : LTG/AP/349/I/49/V/Z-II/25-26, (6) NIT No. : LTG/AP/350/I/49/V/Z-II/25-26 published in this Newspaper on **09.01.2026 (Key No. : 1911/25-26)** of **Elec / Lighting / Z-II Department (For Sl. No. 1 to 6)**; Last date and time of submission of bid will be read as **27.01.2026 upto 6 pm** instead of 17.01.2026 upto 6 pm **(For Sl. No. 1 to 6).**

Corrigendum of NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/31/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **07.01.2026 (Key No. : 1891/25-26)** of **Engineering (Civil) / Br.-III Department**; Last date and time of submission of bid will be read as **24.01.2026 upto 12 Noon** instead of 17.01.2026 upto 9 am; Date and time of opening of bid will be read as **27.01.2026 after 12 Noon** instead of 19.01.2026 upto 9 am. All other criteria remain unchanged.

Corrigendum of NIT No. : KMC/DCE_PS/II/15/AP1/25-26 published in this Newspaper on **10.01.2026 (Key No. : 1927/25-26)** of **Parks & Squares Department**; The last date and time of submission of bid will be read as **30.01.2026 - 1 pm** instead of 17.01.2026 - 1 pm; Tender open date may be read as **02.02.2026 - 2 pm** instead of 20.01.2026 - 2 pm.

(1) NIT No. : KMC/XIV/129/030/25-26/APAS (1st Call) published in this Newspaper on **15.01.2026 (Key No. : 1958/25-26)** of **Engineering (Civil) / Br.-XIV Department (Sl. No. 4)**; Name of the work will be read as **"Desilting of drainage including repairing of U/G sewer line at Sree Maa Pally near Gourio Convent & surrounding area in Ward No. 129 (Part No. 133)"** instead of "Desilting including repairing of U/G sewer in the Unique Park Area near Pr. No. P-2, P-315 & 14/318 etc. in Ward No. 130 (Part No. 176)". All other wards will remain unaltered.

Corrigendum of (1) NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/12/0001, (2) NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/13/0002, (3) NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/22/0002, (4) NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/63/0002, (5) NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/68/0002, (6) NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/14/0002, published in this Newspaper on **06.01.2026 (Key No. : 1878/25-26)** of **Elec / Lighting / Z-II Department (For Sl. No. 1 to 6)**; Last date and time of submission of bid (Online) will be read as **23.01.2026 upto 6 pm** instead of 17.01.2026 upto 1 pm **(For Sl. No. 1 to 6).**

2015/25-26

ক্রিম-জল ছাড়াই ত্বকে ফিরুক জেল্লা?

বয়স বাড়ছে-এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু আয়নায় তার ছাপ পড়ুক, তা কি কেউ চায়? চিরতরুণ দেখাতে রূপচর্চার দুনিয়ায় তাই প্রতি বছরই নতুন নতুন ট্রেন্ডের আবির্ভাব ঘটে। কখনও এনজাইম স্ক্রাব, কখনও কেমিক্যাল পিল, আবার কখনও ফেস রোলার বা গুয়াশা-এই তালিকার যেন শেষ নেই। সোশাল মিডিয়ার দৌলতে সেই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন ‘ ড্রাই ব্রাশিং’। নেটিজেনদের একাংশের দাবি, নিয়ম মেনে এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে নাকি কোনও ক্রিম বা জল ছাড়াই মিলবে ত্বকের তাৎক্ষণিক জেল্লা, কমবে পাফিনেস, এমনকি শার্প হয়ে উঠবে জ-লাইনও।কিন্তু সত্যিই কি ড্রাই ব্রাশিং এতটা ম্যাজিক্যাল? নাকি ভুল নিয়মে করলে উল্টে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি? এই ট্রেন্ডে পা রাখার আগে জেনে নেওয়াই ভাল। কী এই ফেশিয়াল ড্রাই ব্রাশিং?সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ড্রাই ব্রাশিং হল একটি শুকনো ও নরম ব্রাশ দিয়ে মুখের পরিষ্কার ত্বকে আলতো করে ঘষা। এখানে জল, ফেসওয়াশ বা কোনও ক্রিম ব্যবহার করা হয় না। ব্রাশ চালাতে হয় নির্দিষ্ট কায়দায়-মুখের মাঝখান থেকে বাইরের দিকে এবং নিচ থেকে উপরের দিকে। মূল উদ্দেশ্য হল ত্বকের উপর জমে থাকা মৃত কোষ বা ডেড স্কিন সরিয়ে ফেলা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতি আসলে এক ধরনের ম্যানুয়াল এক্সফোলিয়েশন। এর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনও বাড়ে, ফলে ত্বক সাময়িকভাবে বেশি উজ্জ্বল ও সতেজ দেখায়। জ-লাইন কি সত্যিই বদলে যায়?সোশাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশি যে দাবি শোনা যায়, তা হল ড্রাই ব্রাশিং করলে নাকি জ-লাইন চোখে পড়ার মতো শার্প হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ত্বক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন। তাঁদের মতে, ড্রাই ব্রাশিংয়ের ফলে মুখের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজে সাহায্য হয়। অর্থাৎ, মুখে জমে থাকা অতিরিক্ত তরল বা ফোলাভাব কিছুটা কমে। ফলে মুখ দেখতে তুলনামূলকভাবে স্লিম লাগে এবং জ-লাইন সাময়িকভাবে বেশি স্পষ্ট মনে হয়। তবে এটি কোনও স্থায়ী পরিবর্তন নয়। নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক ডায়েট বা মেডিক্যাল প্রসিডিওরের মতো দীর্ঘস্থায়ী ফল ড্রাই ব্রাশিং থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কেন এই ট্রেন্ডে ঝুঁকছেন অনেকে?এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর সরলতা ও সাশ্রয়ী চরিত্র। কোনও দামি প্রোডাক্ট, কেমিক্যাল বা পার্লারের প্রয়োজন নেই। একটি ভাল মানের ব্রাশ থাকলেই কাজ শেষ। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি, তাই অনেকেই মনে করেন এতে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম।নিয়ম মেনে করলে ড্রাই ব্রাশিং ত্বকের ক্ষতি করে না, মেকআপ বসতেও সাহায্য করে এবং ক্লান্ত, নিস্তেজ মুখে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ ফেরায়। তবে কি সবার জন্য নিরাপদ? এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। সব ট্রেন্ড যেমন সবার জন্য উপযুক্ত নয়, ড্রাই ব্রাশিংও তার ব্যতিক্রম নয়। ভুল ব্রাশ বা অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করলে ত্বকের উপরের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ত্বক আরও রুক্ষ, শুষ্ক বা সংবেদনশীল হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে।বিশেষ করে যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের ক্ষেত্রে লালচে ভাব, জ্বালা বা র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। ব্রণ, একজিমা, রোসেসিয়া বা খোলা ক্ষত থাকলে এই পদ্ধতি একেবারেই এড়িয়ে চলা উচিত। পাশাপাশি, অপরিষ্কার বা দীর্ঘদিন ব্যবহৃত ব্রাশে ব্যাকটেরিয়া জমে সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। ড্রাই ব্রাশিং করার সঠিক নিয়ম-কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি-১. সঠিক ব্রাশ বাছুনঃ শুধুমাত্র মুখের জন্য তৈরি অতিরিক্ত নরম ব্রিসলের ব্রাশ ব্যবহার করুন। শরীরের ব্রাশ মুখে ব্যবহার করবেন না।

ত্রিপুরায় ককবরক দিবসে শিশুদের সঙ্গে অবমাননার অভিযোগ

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) ৷ককবরক ভাষা দিবস উদযাপন ঘিরে সরকারি ব্যবস্থাপনার চরম অব্যবস্থা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ উঠল। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরে সরকারি অনুষ্ঠানে আটকে রাখা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে শেষে তুলে দেওয়া হল বিশাল আকারের খাবারের প্যাকেট-যার ভিতরে ছিল মাত্র একটি করে বান্ধু ও একটি কমলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক মহলসহ বিভিন্ন স্তরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ককবরক ভাষা ত্রিপুরার সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই উপলক্ষ্যে প্রতি বছর রাজ্যজুড়ে ককবরক ভাষা দিবস পালন করা হয়। সোমবার ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অফ ট্রাইবেল কালচার ও ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে আগরতলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রায় রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ককবরক দিবস উপলক্ষে আরও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত-টানা প্রায় সাত ঘণ্টা ছাত্রছাত্রীদের কোনও পর্যাপ্ত খাবার বা বিশ্রামের ব্যবস্থা ছাড়াই অনুষ্ঠানে আটকে রাখা হয়। অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রভবনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেওয়া হয় বিশাল আকারের খাবারের প্যাকেট। দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত থাকার পর প্যাকেট হাতে পেয়ে তারা আশান্বিত হলেও খুলতেই হতাশা চরমে পৌঁছায়।

CHANGE OF NAME

I, KARAN N PATEL (Old Name) S/o Nilesh B PATEL(Old Name) Residing at 49, Tower Shend Road, Bhawanipore, Dist. Kolkata West Bengal, Pin-700025 India, have Changed my name and shall henceforth be known as KARAN NILESH PATEL(New Name) S/o Nilesh BhikhuBhai Patel(New Name) as declared before the Notary Public at Howrah Dated 16-01-2026. KARAN N PATEL (Old Name) S/o Nilesh B PATEL(Old Name) and KARAN NILESH PATEL(New Name) S/o Nilesh BhikhuBhai Patel(New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নসু সেখ, পিতা-আসের সেখ ঠিকানাঃ- উত্তরপাড়া, ভাটকান্দা, খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৫৯, আমার নাম নসু সেখ, পিতা-আসের সেখ যেটা আমার আধার কার্ড (২৭২৪-২৫১২-৫৮০১) ও পুরাতন ভোটার কার্ড নম্বর (GRY2478550) উল্লেখিত আছে। আমি জমির নসরত সেখ খতিয়ান নং-১০৪৬ জে.এল নং ০৪৬ এবং নসরুল্লা সেখ, আমার নতুন ভোটার কার্ড নম্বর (GRY2478550) উল্লেখিত আছে।

CHANGE OF NAME

I, Bilkis Begam @ Bilkish Khatun W/O- SK Abdul Hossain @ SK Abdul Hosen resident of Vill- Jakra, P.O.- Bohar, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713430, shall henceforth be known as 'BILKISH BEGAM' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1881 Dated-20/01/2026. That Bilkis Begam, Bilkish Khatun and Bilkish Begam all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK Abdul Hosen S/O- SK Abdul Jabbar resident of Vill- Jakra, P.O.- Bohar, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713430, shall henceforth be known as 'SK ABDUL HOSSAIN' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1884 Dated-20/01/2026. That SK Abdul Hosen and SK Abdul Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Momtaj Begum W/O- Md Rafiqul Islam resident of Vill- Balihata, P.O.- Pandua, P.S.- Pandua, Dist- Hooghly, West Bengal, PIN-712149, shall henceforth be known as 'ANJUMANARA BEGAM' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1883 Dated-20/01/2026. That Momtaj Begum and Anjumanara Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahamad Rabikul Islam S/O- Saidul Islam resident of Vill- Balihata, P.O.- Pandua, P.S.- Pandua, Dist- Hooghly, West Bengal, PIN-712149, shall henceforth be known as 'MD RAFIQUL ISLAM' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1882 Dated-20/01/2026. That Mahamad Rabikul Islam and Md Rafiqul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hriday Majhi @ Hridauy Majhi @ Hriday Kumar Majhi S/O- Madan Majhi resident of Vill + P.O.- Belan, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713428, shall henceforth be known as 'HRIDAY KUMAR MAJI' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No- 2086 Dated-19/01/2026. That Hriday Majhi, Hridauy Majhi, Hriday Kumar Majhi and Hriday Kumar Maji all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK Naziruddin @ SK Najiruddin S/O- Najar Ali SK resident of Vill-Junara, P.O.- Baghar, P.S.- Dewandighi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, shall henceforth be known as 'NAJIRUDDIN SK' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1878 Dated-20/01/2026. That SK Naziruddin, SK Najiruddin and Najiruddin SK all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Wasim Aktar S/O- SK Anowarul Haque @ Sekh Anowarul Haque resident of Vill- Kushagoria, P.O.- Raipur, P.S.- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713519, shall henceforth be known as 'SK WASIM AKTAR' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1879 Dated-20/01/2026. That Sekh Wasim Aktar and SK Wasim Aktar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Anowarul Haque S/O- SK Sorman Ali resident of Vill- Kushagoria, P.O.- Raipur, P.S.- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713519, shall henceforth be known as 'SK ANOWARUL HAQUE' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-1880 Dated-20/01/2026. That Sekh Anowarul Haque and SK Anowarul Haque both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Alaraddin Sk, So- Late Mujahar Sk, গ্রাম ও পোঃ- মহালন্দী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প ঃ বঃ। গত ৩০.১২.২০২৫ তারিখে কান্দি নোটারি পাবলিক এ এফিডেভিট বলে আমার বাবা Mujahar Sk এবং Muktahar Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, Alaraddin Sk, So- Late Mujahar Sk, গ্রাম ও পোঃ- মহালন্দী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প ঃ বঃ। গত ৩০.১২.২০২৫ তারিখে কান্দি নোটারি পাবলিক এ এফিডেভিট বলে আমার বাবা Mujahar Sk এবং Muktahar Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, Memsunnehar Begam , W/o Amjed Ali, গ্রাম ও পোঃ- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ। গত ০৮.০১.২০২৬ তারিখে কান্দি নোটারি পাবলিক এ এফিডেভিট বলে আমি Memsunnehar Begam WO.- Amjed Ali এবং Memgunnehar Bibi WO.- Amjedali Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sujit Lumar Laskar (Old Name) S/o Late Manindra Chandra Laskar Residing at Krishna Nagar, Pragati Road, Agartala, West Tripura - 799001, Tripura, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sujit Kumar Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Sujit Lumar Laskar (Old Name) and Sujit Kumar Laskar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bimal Mondal (Old Name) S/o Banamali Mondal Residing at Peyara Bagan, Muragacha, P.o - Jugberia, District - North 24 Parganas, Pin - 700110, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bimal Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Bimal Mondal (Old Name) and Bimal Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar Nigam (Old Name) S/o Santeshwar Nath Nigam Residing at 122B, Ananda Palit Road, House No 2, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Vinay Kumar Nigam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Vijay Kumar Nigam (Old Name) and Vinay Kumar Nigam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sayera Bibi (Old Name) W/o Md Ibrahim Molla Residing at Natapukur, P.o - Pitha Pukuria, P.s - Kashipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Saira Khatun (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Sayera Bibi (Old Name) and Saira Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Paresh Ghosh (Old Name) S/o Late Gouranga Chandra Ghosh Residing at 22/1, Khetra Nitra Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Paresh Chandra Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Paresh Ghosh (Old Name) and Paresh Chandra Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Papiya Bibi (Old Name) W/o Md Hasanur Rahaman Residing at Natapukur, P.o - Pitha Pukuria, P.s - Kashipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Papia Khatun (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Papiya Bibi (Old Name) and Papia Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anrab Bhadra (Old Name) S/o Pratul Kumar Bhadra Residing at 25/A Kamini Road, Pramatha Nagar, Jamshedpur, Haludbani, East Singhbhum, Jharkhand - 831002, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Arnab Bhadra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 88/2026 Dated 20-01-2026. Anrab Bhadra (Old Name) and Arnab Bhadra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bijay Kumar Jain (Old Name) S/o Bhanwarilal Kashliwal Residing at Kalibari Road, Railway Colony Ward 06, Dimapur Sadar, Dimapur, Nagaland - 797112, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Bijay Kumar Kashliwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-09-2025. Bijay Kumar Jain (Old Name) and Bijay Kumar Kashliwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Ahsan (Old Name) S/o Md Mansur Residing at Mallikpur, Mallikpur (CT), Mallickpore, Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Ehasan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 91/2026 Dated 20-01-2026. Md Ahsan (Old Name) and Md Ehasan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, P K Bhadra (Old Name) S/o Guru Pado Bhadra Residing at 25/A Kamini Road, Pramatha Nagar, Jamshedpur, Haludbani, East Singhbhum, Jharkhand - 831002, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pratul Kumar Bhadra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 90/2026 Dated 20-01-2026. P K Bhadra (Old Name) and Pratul Kumar Bhadra (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Sajarul Hoque, So- Babu Sk, গ্রাম ও পোঃ-মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প ঃ বঃ। গত ২০.০১.২০২৬ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিক এ এফিডেভিট বলে আমার বাবা Babu Sk এবং Badaruddoja Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Hazra Naushad (old name) daughter of Md. Zaki and wife of Naushad Shaikh, residing at 45/2B, Bright Street, Circus Avenue, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Hajra Naushad (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 30 dated 19/01/2026. Hazra Naushad (old name) and Hajra Naushad (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anwer Hussian S/O of Late Noor Hussain Residing at 11, Sandal Street, Kolkata 700016 Shall henceforth be known as Anwar Hussain As declared before the Notary Public, Kolkata West Bengal vide affidavit no A/26 Dated 19.01.2026. Anwer Hussain and Anwar Hussain both are same And identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ARSHAD SHEKH (Old Name) S/o Idris Ahmad Residing at 147/H/20/1, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata-700009 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as ARSHAD SHEKH (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, Dated 17-01-2026. MD ARSHAD SHEKH and ARSHAD SHEKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ANKIT KUMAR (old name) S/O Navaratan Dungarwal, residing at 493/ B/ 1 G.T Road Howrah 711102, West Bengal, have Changed my name and shall hence forth be known as ANKIT DUNGARWAL (new name) as declared before the Ld. 1st class judicial magistrate at howrah vide affidavit No- 2655/26 dated 20.1.2026 ANKIT KUMAR (old name) and ANKIT DUNGARWAL (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Nekkar Ali, SO Bakkar Sekh, গ্রামঃপোঃ বুধিগ্রাম, থানাঃ তারাপীঠ, ৭৩১২৪৪, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবা Abu Bakkar Sekh, SO Sattar Sekh, যা বাবার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং ভোটার লিস্টে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ডে বাবার নাম Bakkar Sekh নথিভুক্ত করা রয়েছে। ০৬.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Bakkar Sekh and Abu Bakkar Sekh, SO Sattar Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান

নিজস্ব সংবাদদদাতা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ পানিত্রাসে ৫৪ তম শরৎ মেলা শুরু অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে ৫৪’তম বর্ষের শর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেলো। উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী ছা।।ও উপস্থিত ছিলেন, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র জয় চট্টোপাধ্যায়,বাগনান থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ ধীমান বৈরাগী,বাগনান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাদক্ষ প্রণব সামন্ত, শেখ সাদ্দাম হোসেন (বান্টি), বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক ভট্টাচার্য,প্রমুখ। এবারের মেলার মূল সুর বঞ্চিত আর নিপীড়িতদের মৌন মুখে মুখর যে নাম সার্ধশত জন্মবর্ষে হে অমর কথা শিল্পী তোমায় প্রণাম। এই মেলা চলবে আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। ভালো ভিড় হবে কর্তৃপক্ষরা মনে করছেন। তথ্য ও ছবিঃ বাপ্পাদিত্য ঘোষাল।

নাম পরিবর্তন

আমি ইন্দাজুল সেখ, পিতা- আব্দুল করিম সেখ, গ্রাম- গোখুরাপোতা, পোঃ চারাতলা, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়ার, স্থায়ী বাসিন্দা। আমার নামের আসল ইংরাজী বানান- Indajul Shaikh যেটি আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে আছে। আমার কন্যা মোনালিছা খাতুনের। জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নামের ইংরাজী বানান ভুল বশত Indajul Sekh আছে। উক্ত Indajul Shaikh এবং Indajul Sekh একই ব্যাক্তি। আসল নাম Indajul Shaikh আমার স্ত্রীর আসল নাম- ইংরাজী Amina Bibi Shaikh যেটি তাহার ভোটার কোটার কার্ড ও আধার কার্ডে আছে। আমার উক্ত কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে, স্ত্রীর নাম ভুল বশত ইংরাজীতে Amina Sekh আছে। উক্ত Amina Bibi Shaikh এবং Amina Sekh একই ব্যাক্তি। আসল নাম-Amina Bibi Shaikh যাহা ইংরাজী ১৩.০৮.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে উক্ত ঘোষণা করা হইল।

CHANGE OF NAME

I, Kutub Uddin (old name) son of Sk Ansar Ali, residing at Vill: Srirambati, P.O – Magura, Pandua, Hooghly – 712149, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk. Kutubuddin (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 29 dated 15/01/2026. Kutub Uddin (old name) and Sk. Kutubuddin (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ansar Ali (old name) son of Late Sk Sabjan Ali, residing at Vill: Srirambati, P.O – Magura, Pandua, Hooghly – 712149, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Ansar Ali (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 27 dated 19/01/2026. Ansar Ali (old name) and Sk Ansar Ali (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Uttam Dhani (old name) son of Late Gangadhar Dhani, residing at 11/2A, Chaitan Sen Lane, PO – Bowbazar, PS – Muchipara, Kolkata – 700012, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Uttam Kumar Dhani (new name) as sworn before the Notary Public Kolkata at CMM's Court on 19/01/2026. Uttam Dhani (old name) and Uttam Kumar Dhani (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ENAMUL HOQUE (old name) S/O - MD ABDUL GANI residing at VILL - HAJI ISEKENDAR TOLA PO - RAJAPUR PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ENAMUL HOQUE (old name) to MD ENAMUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as MD ENAMUL HOQUE (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. MD ENAMUL HOQUE (new name) & ENAMUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ZIAUL HOQUE (old name) S/O - LATE HASIMUDDIN SK residing at VILL- SUJAPURCHAMAGRAM PO - SUJAPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732206. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ZIAUL HOQUE (old name) to MD JIAUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as MD JIAUL HOQUE (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. MD JIAUL HOQUE (new name) & ZIAUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person..

CHANGE OF NAME

I, RONY SEIKH (old name) S/O - SURABUDDIN SEIKH residing at VILL- HIKAMPUR PO - MUKTINAGAR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RONY SEIKH (old name) to RONY SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RONY SK (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. RONY SK (new name) & RONY SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SURABUDDIN SEIKH (old name) S/O - JILLAR RAHAMAN SK residing at VILL- HIKAMPUR PO - MUKTINAGAR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SURABUDDIN SEIKH (old name) to SURABUDDIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SURABUDDIN SK (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. SURABUDDIN SK (new name) & SURABUDDIN SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, INTAZUL HOQUE (old name) S/O - HAREJ SK residing at VILL- GOBINDAPUR PO - PURANDARPUR PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN -742140. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from INTAZUL HOQUE (old name) to ISAB SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ISAB SK (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. ISAB SK (new name) & INTAZUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DABLU BISWAS, S/O MANORANJAN BISWAS, aged about 46 years, resident of Lokenath Mandir Road, Nischinda, East Anandanagar, Chakpara, Howrah – 711227, West Bengal, do hereby declare that my actual name is DABLU BISWAS as recorded in my Aadhaar Card and Voter ID.That my name has been wrongly recorded as PRAKASH BISWAS in my Driving Licence. I further declare that DABLU BISWAS and PRAKASH BISWAS are one and the same person.This declaration is made as per Affidavit No. 39200 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 05.01.2026.

CHANGE OF NAME

I, TARUN GOSWAMI (old name) S/O - LATE BHUPENDRANATH GOSWAMI residing at SUBHASH PALLY PO - JHAL JHALIA PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN - 732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TARUN GOSWAMI (old name) to TARUN KUMAR GOSWAMI (New name) and henceforth, I shall be Known as TARUN KUMAR GOSWAMI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. TARUN KUMAR GOSWAMI (new name) & TARUN GOSWAMI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, EKRAMUL HAQUE & EKRAMUL HQ (Wrong name) S/O - LATE LOKMAN SK residing at 12/14 OLD POLICE LINE ROAD GORABAZAR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from EKRAMUL HAQUE&EKRAMUL HQ (Wrong name) to MD EKRAMUL HAQUE (present name) and henceforth, I shall be Known as MD EKRAMUL HAQUE (present name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026.MD EKRAMUL HAQUE (present name) & EKRAMUL HAQUE& EKRAMUL HQ (Wrong name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHIDUL ISLAM (Old name) S/O - UNUS MONDAL residing at VILL- HARIHARPARA (MIRPARA) PO - HARIHARPARA PS - HARIHARPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHIDUL ISLAM (old name) to MOHIDUL ISLAM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MOHIDUL ISLAM MONDAL (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Berhampore court dated on 20/01/2026. MOHIDUL ISLAM MONDAL (new name) & MOHIDUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHIDUL ISLAM (Old name) S/O - UNUS MONDAL residing at VILL- HARIHARPARA (MIRPARA) PO - HARIHARPARA PS - HARIHARPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHIDUL ISLAM (old name) to MOHIDUL ISLAM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MOHIDUL ISLAM MONDAL (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Berhampore court dated on 20/01/2026. MOHIDUL ISLAM MONDAL (new name) & MOHIDUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,ASTAB ALI (Old name) S/O - JABED ALI residing at VILL- MAHISHBATHANI PO - BARKOL PS - MALDA DIST - MALDA PIN -732128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ASTAR ALI (old name) to ESTAB ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as ESTAB ALI (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Berhampore court dated on 20/01/2026. ESTAB ALI (new name) & ASTAB ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, BEGAM BIBI (Old name) W/O - ESTAB ALI residing at VILL- MAHISHBATHANI PO - BARKOL PS - MALDA DIST - MALDA PIN -732128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BEGAM BIBI (old name) to BEGAM (new name) and henceforth, I shall be Known as BEGAM (New name)in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Berhampore court dated on 20/01/2026.BEGAM (new name) & BEGAM BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD PANJATUN MONDAL (Old name) S/O - MAFEZ SK residing at VILL- KIRTONIAPARA PO - SAHEBRAMPUR PS - JALANGI DIST - MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD PANJATUN MONDAL (old name) to PANJATUN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as PANJATUN SK (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. PANJATUN SK (new name) & MD PANJATUN MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, FATEMA AKHTAR TITHI W/O - MD ANARUL ISLAM residing at VILL- KIRTONIAPARA PO - SAHEBRAMPUR PS - JALANGI DIST - MURSHIDABAD PIN -742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My son name from MOHAMMAD ALKAMA SEKH (old name) to SK MD ALKAMA (new name) and henceforth, I shall be Known as SK MD ALKAMA(New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. SK MD ALKAMA (new name) & MOHAMMAD ALKAMA SEKH (old narne) both child name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SEMI BIBI (old name) W/O - MD SAMAUL HOQUE residing at VILL- KAHALA PO - UTTAR LAKSHMIPUR PS - MOTHABARI DIST - MALDA PIN -732207, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SEMI BIBI (old name) to MOST SEMI KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as MOST SEMI KHATUN (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. MOST SEMI KHATUN (new name) & SEMI BIBI (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

গত ০৪-০৯-২০২৫ তারিখে Executive magistrate (1st class) সদর কৃষ্ণনগর, কোর্টে ১৪৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি রাহুল সেখ, পিতা-BAKKAR SK, সাং চুয়াখালী পোঃ- রূপদহ, থানা-ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া ঘোষনা করিয়াছি যে আমার নাম RAHUL SK উল্লেখিত আছে আমার আধার, ভোটার, ডিজিটাল রেশন কার্ডে। বাবার নাম BAKKA SK উল্লেখিত আছে তাঁর আধার, ডিজিটাল রেশন কার্ডে। মায়ের নাম BULBULI BIBI SK উল্লেখিত আছে তাঁর আধার কার্ডে। কিন্তু ভুলক্রমে আমার জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম RAHUL SHAIKH, বাবার নাম BAKKAR ALI SHAIKH, মায়ের নাম BULBULI BIBI লেখা আছে। বাবার ভোটার কার্ডে- BAKKAR SHAIKH, মায়ের ভিজিটাল রেশন কার্ডে BULBULI BIBI উল্লিখিত হয়েছে। সেইমতে RAHUL SK এবং RAHUL SHAIKH, BAKKAR SK এবং BAKKAR ALI SHAIKH ও BULBULI BIBI SK এবং BULBULI BIBI এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি।

CHANGE OF NAME

I,AJIMOUN BIBI (Old name) W/O - ADAR ALI MONDAL residing at VILL & PO - BARNIA PS - PALASHIPARA DIST - NADIA PIN -741156. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AJIMOUN BIBI (old name) to MONDAL AZIMAN (present name) and henceforth, I shall be Known as MONDAL AZIMAN (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. MONDAL AZIMAN (new name) & AJIMOUN BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MUKCHHAR SEKH (Old name) S/O - LATE SADHU SK residing at VILL- BARNIA PO - BARNIA PS - PALASHIPARA DIST - NADIA PIN - 741156. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MUKCHHAR SEKH (old name) to MUKSAR SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MUKSAR SK (New name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate (1" class)at Tehatta, Nadia dated on 16/12/2025. MUKSAR SK (new name) & MUKCHHAR SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAMTAJ BEGUM (old name) W/O - JADRISH SHAIKH residing at VILL- KHAMARPARA PO - DAULATABAD PS - MURSHIDABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MAMTAJ BEGUM (old namej to MAMTAJ BEGAM (new namej and henceforth, I shall be Known as MAMTAJ BEGAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 19/01/2026. MAMTAJ BEGAM (new name) & MAMTAJ BEGUM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK NOOR ALAM & NUR ALAM SK (old name) S/O - LATE ABDUL AJIJ residing at VILL- MILKI MARCHENPARA (GAFURASEKHPARA) PO - MILKI PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732211 West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SK NOOR ALAM & NUR ALAM SK (old name) to NUR ALAM (New name) and henceforth, I shall be Known as NUR ALAM(new name) in al purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. NUR ALAM (new name) &SK NOOR ALAM & NUR ALAM SK (old name) both name are same an one identical person.

CHANGE OF NAME

I,MOHD MOSTAFA MIAN (old name) S/O - LATE ABDUL MAJID MIA residing at VILL- MILKI MIYAPARA (ATGAMA) PO - MILKI PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732211. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHD MOSTAFA MIA & MD MOSTAFA MIAN (old name) to MD MOSTAFA MIA (New name) and henceforth, I shall be Known as MD MOSTAFA MIA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026.MD MOSTAFA MIA (new name) & MOHD MOSTAFA MIA & MD MOSTAFA MIAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SADIKUL MIYA (old name) 5/O - LATE JAMALUDDIN MIYA residing at VILL- GS COLONY MILKI PO - MILKI PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732211. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SADIKUL MIYA (old name) to SADIQUL MIYA (New name) and henceforth, I shall be Known as SADIQUL MIYA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/01/2026. SADIQUL MIYA (new name) & SADIKUL MIYA (old name) both name are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি অর্ণব চক্রবর্তী, সাং ডহরথুবা, পোঃ হাটথুবা, থানা হাবড়া সীমা পাল এবং অভিজি হোড়রায় এর হাবড়া থানা অধীনস্থ আয়ড়া মৌজায় ৭৯১ দাগের মোট ১৪ কাঠা জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। M-৯৪৩৪০১৪৮৮৮

নাম পরিবর্তন

আমি Ataur Rahaman, SO Abu Bakkar Sekh গ্রামঃপোঃ দাঁতুরা, থানাঃ পাইকর, ৭৩১২২১, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার নতুন ভোটার কার্ডে Ataur Rahaman, SO Abu Bakkar Sekh নাম নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পুরোনো ভোটার কার্ডে Ataurrahaman Seikh, SO Abubakkar Seikh নথিভুক্ত ছিল। ১৫০১২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ataur Rahaman, SO Abu Bakkar Sekh and Ataurrahaman Seikh, SO Abubakkar Seikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Tithi Majumder (Old Name) D/O–Himangshu Majumder , resident of Vill-Shyamanagar , Po-Banjetia , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Tithi Majumder to Tithi and henceforth I shall be known as Tithi (new name) and my , date of birth-03/12/2004 , in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Tithi & Tithi Majumder both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rojba Bibi (Old Name) W/O–Jaber Sk resident of Tiktikipara, Nagrajole, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Rojba Bibi to Rojba Bewa and henceforth I shall be known as Rojba Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Rojba Bewa & Rojba Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Salim Ahmed (Old Name) S/O–Abdus Sattar Sekh residing at Begunbari Purbapara , Begunbari , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Salim Ahmed to Md Salim Ahmed and henceforth I shall be known as Md Salim Ahmed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Md Salim Ahmed & Mohammad Salim Ahmed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mainul Haque (Old Name) S/O- Ishahak Molla resident of Vill & Po-Begunbari , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Mainul Haque to Md Mainul Islam and henceforth I shall be known as Md Mainul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1 st class) affidavit Berhampore court on 19/12/2025. My name Md Mainul Islam & Md Mainul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Faijul Rahim (Old Name) S/O–Afijaddin residing at Dhakdhol , Shibkrishnapur , Kushmandi , South Dinajpur , West Bengal 733132 do hereby declared that I have changed my name from Faijul Rahim to Faijul Rahaman and henceforth I shall be known as Faijul Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Faijul Rahaman & Faijul Rahim both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Masidur Rahaman (Old Name) S/O–Musabdi Sk resident of Vill-Gangapur , Po- Bhabta , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Masidur Rahaman to Md Masidur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Masidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 04/11/2025. My name Md Masidur Rahaman & Sekh Masidur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Afazuddin (Old Name) S/O–Ayesh Mohammad residing at Vill-Panditpur , PO-Maya , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Afazuddin to Md Afajuddin and henceforth I shall be known as Md Afajuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Md Afajuddin & Md Afazuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dhanya Phukan, S/O–Late Ajit Phukan, date of birth-04/11/2004 resident of Vill-Shiyalmara , Po-Radharghat , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim and henceforth I shall be known as Dhanya Phukan (as a Muslim name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026.

CHANGE OF NAME

I, Ainul Sk (Old Name) S/O–Alep Sekh resident of Vill-Chak Sahajadpur , Po-Sanmatinagar , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Ainul Sk to Ainal Sk and henceforth I shall be known as Ainal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Ainal Sk & Ainul Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abu Bakkar Sekh, S/O- Abdul Ajij Saikh , resident of Vill- Dadpur , Po-Madanpur , Ps-Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742304, my father actual & correct name " Abdul Ajij Saikh " which has been recorded in my Aadhaar card being no- 9524- 6523 -3587 and my PASSPORT being no-X0778140. My father name has been written as " Ajit Sekh " recorded in my PAN card being no-EPAPS7336E. My father's name " Abdul Ajij Saikh " & " Ajit Sekh " both are same and one identical person declared by Ld Judicial 1st class Magistrate Berhampore court on 16/01/2026.

নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে রেল পুলিশের বিরুদ্ধে গালিগালাজ-মারধরের অভিযোগ, বিক্ষোভ টোটো চালক-ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২০ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল পুলিশের (আরপিএফ) অভিযানে তীব্র উত্তেজনা। অভিযোগ,

স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা টোটো ও রাস্তার হকারদের হঠাৎ করে সরিয়ে দিতে গিয়ে রেল পুলিশ অভদ্র আচরণ, গালিগালাজ, এমনকি মারধর পর্যন্ত করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টোটো চালক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। স্থানীয় টোটো চালকদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার রেলের তরফে বলা হয়েছে বিশেষ কোনও কাজ থাকলে তাঁরা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে টোটো সরিয়ে নেবেন এবং প্রতিবারই তাঁরা পুলিশের নির্দেশ মেনে সেটা করেছেন। এমনকি ডিআরএম পরিদর্শনে এলে তিনটি রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোগুলিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মঙ্গলবার হঠাৎ টোটো ও ঠেলাগাড়ির দোকান সরাতে গিয়ে রেল পুলিশ যে আচরণ করেছে, তা মেনে নেওয়া যায় না বলে অভিযোগ তাঁদের। অন্যদিকে হকারদের বক্তব্য, দীর্ঘ ৩-৪ বছর ধরে নবদ্বীপ স্টেশনের উন্নয়নের অজুহাতে নবদ্বীপ রেলগেট থেকে ব্যাদরা পাড়া পর্যন্ত এলাকায় পরপর দোকান তুলে দেওয়া হচ্ছে। একসময় যেসব দোকান স্থায়ীভাবে বসত, এখন তাঁরা ঠেলাগাড়ি বা ভ্যানে করে সামান্য মালপত্র এনে কচুরি, চা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করে কোনওরকমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তাঁদের প্রশ্ন, সত্যিই যদি উন্নয়ন হয়, তাহলে ৪-৫ বছর ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে কাজ শুরু হচ্ছে না কেন? টোটো চালকদের আরও অভিযোগ, মঙ্গলবার আরপিএফ সদস্যরা শুধু গালিগালাজই করেননি, কয়েকজন শ্রমিক ভাইকে মারধরও করেছেন। তাঁদের মধ্যে চার-পাঁচজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। পাশাপাশি রেল পুলিশের বিরুদ্ধে দোকান লুট দেওয়া ও টোটো ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অভিযুক্ত আরপিএফ কর্মীদের গ্রেফতার ও সাসপেন্ড করা হোক। টোটো চালক ও হকারদের বক্তব্য, তাঁরা উন্নয়নের বিরোধী নন। বরং নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সার্বিক উন্নতি হলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু উন্নয়নের নামে দিনের পর দিন যে অত্যাচার চালানো হচ্ছে, তা বন্ধ হওয়া উচিত। তাঁরা জানান, নবদ্বীপ ধাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র পর্যটন কেন্দ্র হলেও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এখনও পানীয় জল ও শৌচাগারের মতো ন্যূনতম সুবিধা নেই। দূরদূরান্ত থেকে আগত পর্যটক ও নিত্যযাত্রীদের এতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এদিকে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে আসা রেলের আধিকারিক জানান, নবদ্বীপ ধাম একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় যাত্রীদের জন্য আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ। স্টেশনের বাইরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীদের নির্বিঘ্নে ট্রেন ধরার সুবিধার্থে একটি বড় পার্কিং নির্মাণ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যেই স্টেশনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন, কেন বিক্ষোভ হচ্ছে তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। রেলের তরফে যা করা হচ্ছে, তা যাত্রীদের স্বার্থেই। কোনও সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে বলেও তিনি জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে এবং টোটো চালক ও হকাররা তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ে তিনজন শিক্ষিকা আর ছাত্রীর সংখ্যা ছয়জন

অভিজিত হাজরা, বাগনান, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রাইমারী স্কুল আছে। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা ছয়জন, আর শিক্ষিকার সংখ্যা তিনজন। এই চিত্র দেখা গেল গ্রামীণ হাওড়া জেলার বাগনান ২ নং ব্লকের বরুন্দা গ্রামের বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় - এ। অপরদিকে এই ব্লকেরই অন্তর্গত ছয়ানি গুজরাট নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা সাতানব্বই জন। স্থায়ী শিক্ষিকার সংখ্যা একজন। পড়ুয়াদের পঠন - পাঠন এর সমস্যা সমাধানে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে সেই টাকায় কয়েক জন শিক্ষক - শিক্ষিকা রেখেছেন। গ্রামবাসীদের দাবি, যে স্কুলে শিক্ষিকার সংখ্যা সংখ্যা বেশি আছে সেই স্কুল থেকে উদ্বৃত্ত শিক্ষক -শিক্ষিকাদের এই স্কুলে পাঠানো হোক। স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী চালু হয়েছিল বামশাসন জমানায় ২০১০ সালে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে। শিক্ষিকারা বলেন, শুরুতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। পরে ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীত দিকে একটি জমিতে স্কুলের নিজস্ব ভবন তৈরি হয়। নতুন ভবন তৈরি হওয়ার পর থেকেই আশ্চর্যজনক ভাবে ছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে। বর্তমানে বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে একজন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে চারজন এবং সপ্তম শ্রেণীতে একজন মোট ছয়জন ছাত্রী আছে। অষ্টম শ্রেণীতে কোনো পড়ুয়া নেই। ছাত্রী সংখ্যা কম হওয়া প্রসঙ্গে স্থানীয়রা বলছেন, আগে যে স্থানে বিদ্যালয় চলতো, সেখানে পড়ুয়াদের যাতায়াতের কোনো সমস্যা ছিল না। নতুন ভবন এ ছাত্রীদের যেতে গেলে মুম্বাই সড়ক পথ পেরিয়ে যেতে হয়। এই সড়ক পথ দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা। দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেই আমরা আমাদের মেয়েদের আর ঐ স্কুলে ভর্তি করছি না । বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়০ - র নতুন ভবনটি

দ্বিতল বিশিষ্ট। পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ আছে। নীচে তিনটি শ্রেণী কক্ষ। দ্বিতলে দু ' টি শ্রেণী কক্ষ। পড়ুয়ার অভাবের কারণে নীচের তিনটি শ্রেণী কক্ষ তালাবন্ধ থাকে। দোতলায় একটি ঘরেই পঞ্চম ,ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর ছয়জন ছাত্রীকে শ্রেণী অনুপাতে পৃথক পৃথক স্থানে বসিয়ে পড়ানো হয়। দোতলার অপর কক্ষটি অফিস গৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকার জন্য মিড - ডে - মিল জুড়ে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় একটি হাই স্কুলের সঙ্গে। সেই স্কুল থেকে এই বিদ্যালয়ে মিড - ডে - মিল এর রান্না করা খাবার প্রতিদিন আসে। শিক্ষিকারা দু ঃখের সঙ্গে বলেন, প্রতি শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবক - অভিভাবিকাদের অনুরোধ করি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না । শিক্ষিকাদের মধ্যে দু ' ই জন এসেছেন ২০১০ সালে। অন্য জন এসেছেন ২০১৩ সালে। প্রত্যেক শিক্ষিকাই এসেছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেস্কুলের টিচার্স ইনচার্জ শতাব্দী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকা, ছাত্রী - শিক্ষিকার অনুপাত বিষয়ে. কোনো মন্তব্যই করতে চান নি। উলুবেড়িয়া অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শেখর মন্ডল 'বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় ' - র এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, ঐ বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা জানি। আমাদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির কথা স্কুল শিক্ষা দফতরকে জানানো হয়েছে । অপরদিকে ছয়ানির স্কুলটির ক্ষেত্রে এক গ্রামবাসী বলেন, যে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া নেই, সেখানে থেকে বাড়তি শিক্ষক আমাদের বিদ্যালয়ে বদলি করা হলে এই বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠনের সমস্যা অনেকটাই মিটবে । 'বরুন্দা নবাসন নিউ সেট আপ আপার প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় ' - র সমস্যা প্রসঙ্গে বাগনান ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমরেন্দু সামন্ত বলেন, যে সব স্কুলে বাড়তি শিক্ষক - শিক্ষিকা আছেন সমীক্ষা করে সেই বিদ্যালয় থেকে তাঁদের যে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষিকা নেই সেই বিদ্যালয়ে বদলি করার প্রস্তাব দিয়ে জেলা শিক্ষা দফতরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দু ঃখের বিষয় কাজের কাজ কিছুই হয় নি ।

নর্দমা নির্মাণের সময় ভেঙে গেল আস্ত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবগ্রাম, ২০ জানুয়ারি ঃ নবগ্রামে নর্দমা নির্মাণের কাজ চলাকালীন ভেঙে গেল একটি আস্ত বাড়ি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক মহিলা ও এক শিশু সন্তান। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্বগ্রাম গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গ্রামের নর্দমা নির্মাণের জন্য বাড়ির সামনে প্রায় তিন ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া হচ্ছিল। সেই গর্ত খোঁড়ার ফলেই হঠাৎ ভেঙে পড়ে একটি আস্ত বসতবাড়ি। নবগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় মাটির বাড়ি রয়েছে। নারায়ণপুর গ্রামে মাটির বাড়ি আছে বেশ কিছু। রাস্তায় নর্দমা তৈরি করার জন্যই এই ঘটনা বলে অভিযোগ। যদিও সৌভাগ্যবশত ওই সময় বাড়ির ভেতরে থাকা বিধবা মহিলা ও এক শিশু প্রাণে বেঁচে যান। তবে এখনও বাড়ির একাংশ বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ঘটনার পর যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। ওই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন চলাচল করে গ্রামের মানুষ ও শিশুরা। ফলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির অভিযোগ, নর্দমা নির্মাণের সময় বাড়ি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কার কথা বারবার জানানো হলেও এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা বর্তমান নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিরাজ শেখ কোনও কর্ণপাত না করে জোর করেই কাজ চালিয়ে যান। এই ঘটনার পর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিবারকে পঞ্চায়েতে আসার কথা জানান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও নতুন করে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা বাড়িটি দ্রুত ভেঙে ফেলে এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নাহলে যে কোনও মুহূর্তে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নজরে এসেছে। অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।

বিয়েতে ভিলেন, এস আই আর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২০ জানুয়ারি ঃ বিয়ের মতো শুভ অনুষ্ঠানেও ভিলেন সেই এস আই আর। ঘটনাটি ঘটেছে নানুরের খুঁজুটিপাড়ায়। এদিন দেখা গেল গোলাপ, রজনীগন্ধা দিয়ে সুসজ্জিত গাড়িতে করে বরের বেশে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে বাধ্য হন কবীর আকবর রানা। বাকি ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবতীয় নথি জমা দেন তিনি । তারপর তিনি বিয়ে করতে যান । তবে এই ঘটনায় বরের বাড়ির লোকজন স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। কারণ, বর ঠিক সময়ে যাবে। সবাই অপেক্ষায়। সেখানে কাবাব মে হাড্ডি নির্বাচন কমিশন। বরের ভাই ফিরদৌস ওয়াইদ বলেন, বিয়ের দিনই শুনানির দিন পড়েছে । তাই বিয়ে বাড়ি না-গিয়ে আগে ব্লক অফিসে আসতে হয়েছে । আর নোটিশে বলা হয়েছে বরেরা ছয় ভাই। তার নথি দিতে হাজির হওয়া। অথচ আদৌ ঘটনা তা নয় । বরেরা এক ভাই ও এক বোন । অকারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। এটা কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না । বীরভূমের নানুর থানার খুঁজুটিপাড়ার বাসিন্দা হলেন কবীর আকবর রানা । দুই মাস আগে লাভপুর থানার চৌহাট্টায় বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু, দিন তিনেক আগেই এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পান তিনি । বলা হয়, কমিশনের হিসেব বলছে তাঁরা ছয় ভাই, সেই নথি তাঁদের পেশ করতে হবে । এই মর্মে নানুরের বিডিও অফিসে শুনানি কেন্দ্রে বরকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । অথচ, বরের পরিবারের দাবি, রানারা এক ভাই ও এক বোন । তাই বাকি ভাইদের নথি তাঁরা কীভাবে দেবে, এই চিন্তাই তাঁদের পিছু ছাড়ছে না।

বিশ্বভারতীতে বিদ্যাভবনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ২০ জানুয়ারি ঃ মানব সম্পদ ও সমাজ বিদ্যার অন্যতম চর্চার কেন্দ্র বিদ্যাভবনের শত বর্ষ উদ্‌যাপন হলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, বিভিন্ন বিভাগ ও ভবনের আধিকারিক ও শিক্ষার্থীরা। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালে উত্তর বিভাগ নামে শিক্ষার উন্নতিতে এই শাখা হয়ে ওঠে ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও ভাষার প্রসারে এই ভবনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯২৫ সালে এই বিভাগের নামকরণ হয় বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ একশো বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, সমাজবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে নবজাগরণ ঘটায় বিদ্যাভবন।

শুরু হচ্ছে ডলফিন শুমারি, চলবে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রজেক্ট ডলফিনে আবার শুরু হবে গঙ্গার ডলিফন গণনা। পশ্চিমবঙ্গে এই ডলফিন গণনা গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হবে।দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে নদী ও মোহনায় থাকা ডলফিনের গণনা হবে। ভারত সরকারের পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রক জানিয়েছে, 'প্রজেক্ট ডলফিন'-এর অধীনে দুটি পর্যায়ে এই সমীক্ষা করা হবে। প্রথম ধাপে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার মূল ধারায় সমীক্ষা হবে। দ্বিতীয় পর্বে গঙ্গার উপনদী, সুন্দরবনে সমীক্ষা হবে। এর সঙ্গে দেশের অন্যান্য জায়গায় এই সমীক্ষা হবে। গতবার সমীক্ষায় উঠে এসেছিল আমাদের রাজ্যে ৮১৫ টি ডলফিন থাকার কথা। ফারাক্কা ব্যারেজ-ডায়মন্ড হারবার, ডায়মন্ড হারবার-গঙ্গাসাগর, ফারাক্কা-বাট্রাংলাড সীমান্তে (ফরাক্কা-বার্ধেশ সীমান্ত), রাজমহল-ফারাক্কা ব্যারেজ অংশে এই সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষায় বাংলায় ২৩৬৬ কিমি বিস্তৃত ১২ নদীকে ৬২১ দিনের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সমীক্ষার অংশ হিসাবে। শুধুমাত্র গঙ্গা নদীরই ৫৮৪ কিলোমিটার কভারেজ এলাকা ছিল যার মধ্যে। এই সমীক্ষায় ডলফিনের সংখ্যা, বাসস্থান এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়েও পর্যালোচনা করা হবে। এই সমীক্ষার ফলে ডলফিনের সংখ্যা গণনার পাশাপাশি 'প্রজেক্ট ডলফিন'-এর অধীনে উন্নত সংরক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা সহজ হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

রাজ্য বিজেপিতে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ পাখির চোখ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে ! ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিভিন্ন মোর্চার নয়া ইনচার্জদের নিযুক্ত করা হল। যুব মোর্চার ইনচার্জ হলেন সৌমিত্র খাঁ। মহিলা মোর্চার ইনচার্জ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এসসি মোর্চার ইনচার্জ হলেন জ্যোতির্ময় সিং মাহাত। আর এসটি মোর্চার ক্ষুদিরাম টুডু। ওবিসি মোর্চার অজিত দাস। কিষাণ মোর্চার ইনচার্জ হলেন বাপি গোস্বামী। সংখ্যালঘু মোর্চার ইনচার্জ অমিতাভ রায়। রথীন্দ্র বোসকে নিযুক্ত করা হল শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনর। প্রসঙ্গত সর্বভারতীয় বিজেপিতেও আজ থেকে শুরু নবীন-যুগ। যেহেতু আর কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। তাই সর্বসম্মতির ভিত্তিতেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হচ্ছেন নীতিন নবীন। সভাপতি নির্বাচিত হয়েই বঙ্গ জয় প্রথম চ্যালেঞ্জ। তাই প্রথম সাক্ষাৎ করবেন বঙ্গ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে যাবেন নীতিন নবীন। সম্প্রতি দলের সদরে শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, সুনীল বনসল, মঙ্গল পান্ডে এবং অমিত মালবিয়ার সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন নীতিন নবীন। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানেন বাংলার নেতাদের কাছ থেকে। বাংলার পরে বৈঠক করেছেন কেরলের নেতাদের সঙ্গেও।

তামান্না হত্যার রহস্যে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রায় আট মাস আত্মগোপনে থাকা সাবিরুল সেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, ফলে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের দিন বোমাবাজিতে নিহত তামান্না খাতুনের হত্যার মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১। সোমবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের কাছ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৫ সালের ২৩ জুন, কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন দুপুরে মোলান্দি গ্রামের ৯ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন বোমাবাজির শিকার হন। ঘটনার পর তদন্ত তোলপাড় শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন এবং পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে আরও সাতজনকে ধরা হয়। তবে এই ঘটনায় মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও সকল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন মৃতার মা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক) টেন্ডার নং: EL/CON/513a. খ) কাজের নামঃ [illegible] গ) [illegible] মূল্য (টাকা)ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) বায়না জমা (টাকা)ঃ ২,৫০,০০০ /- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)। ছ) কাজ সম্পন্ন করার সময়কাল (মাসে)ঃ ০৬ (ছয় মাস)। জ) টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৭.০১.২০২৬, বিকাল ১৫.০০ ঘটিকা। দ্রষ্টব্যঃ সম্পূর্ণ বিবরণ রেলের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ দেখা যাবে।

PR5/285 এসইই / এম / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন

আমাদের ভিজিট করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-২৬-৬৯, তারিখঃ ০৯-০১-২০২৬। [illegible] উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Sealed quotations in the prescribed proforma are hereby invited by the Deputy Project Director (Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I&W Dte., from reliable bidder for "Supplying an inspection vehicle (Non-Air conditioned) with driver for the official use of the Deputy Project Director-IV, SPMU, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate, Jalasampad Bhawan (9th floor), Kolkata-700091. for the following works vide-Notice Inviting Quotation No: 02 (Vehicle)/C.E. & P.D. SPMU, WBMIFMP of 2025-26. Ref No:61-CIE (SPMU)/3M-04/2020 Dated: 20.01.2026 Of D.P.D(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I& W Dte. Date of publication: 21.01.2026. Last date & time of Application for issuing quotation paper: 28.01.2026 up to 17.00 hrs.

Sd/- (SUDIP HALDAR)
Deputy Project Director (Civil)-I
SPMU, WBMIFMP, I & W Dte.

OFFICE OF THE JOYPUR GRAM PANCHAYAT
Joypur, Amta-II,Howrah-711401
Email ID-joypur2012@gmail.com G P Code-109571

Joypur Gram Panchayat has been decided to publish e-tender notice of 5 (five) nos works under XVFC 2025-2026 tied fund. Online Publication date is 21st Jan 2026, Bid submission closing date is 31 st Jan 2026 and Bid opening date is 02 nd Feb 2026. The tender Id's are 2026_ZPHD_5009000_1, 2026 ZPHD 5008995 1 2026 ZPHD 5008990_1, 2026_ZPHD_5008986_1, 2026_ZPHD_5008981_1. For more details please go to the website https://tenders.wb.gov.in.

Sd/-
Prodhan Joypur Gram Panchayat

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-10/2025-26 (2026_ZPHD_991413)

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 6 no(six) works. Last date of documents download & bid submission is 3 rd February 2026 at 18:30 p.m. for details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 15, B. T. Road, 1st Floor, Rathtala Crossing, Oppsite Of Kamarhati Municipality, Beside of Belghoria CESC Office, Kolkata - 700056, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 21.04.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., 1st Floor, Deep Kiran Apartment, 8, B. T. Road, A - Block, Kolkata - 700056, West Bengal.

Contact No. 8657587243 / 8657587244

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, 15, বি.টি. রোড, ১ম তলা, রথতলা ক্রসিং, কামারহাটি পৌরসভার বিপরীতে, বেলঘোরিয়া সিইএসসি অফিসের পাশে, কলকাতা - ৭০০০৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ২১.০৪.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১ম তলা, দীপ কিরণ অ্যাপার্টমেন্ট, ৮, বি. টি. রোড, এ - ব্লক, কলকাতা - ৭০০০৫৬, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8657587243 / 8657587244

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 13/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987635, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 14/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987638, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 15/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987641, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 16/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987647, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 17/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987652, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 18/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987659, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 19/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987667, Date: 06.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 20/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987669, Date: 06.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 21/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987814, Date: 06.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 22/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987826, Date: 06.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 23/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987833, Date: 06.01.2026

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC. Date of Start of downloading the documents from 19.01.2026 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 28.01.2026 at 9.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 31.01.2026 at 9.00 P.M. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-8/BDO/25-26, Dt.-19/01/2026 for 12 nos scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. Tender ID-2026_ZPHD_991126_1 to 2026_ZPHD_991126_12. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

মহর্ষি স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২১ তম প্রয়াণ দিবস পালিত হলো শান্তিনিকেতনে। পাশাপাশি, অনুষ্ঠিত হলো ১২০ তম স্মরণ সভা। শান্তিনিকেতনের ছাতিম তলায় পালিত হলো মহর্ষি স্মরণ। এদিনের স্মরণ সভায় আচার্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা নন্দিতাবসু সর্বাধিকারী। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন ''কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ।'' পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথের লেখা 'দেহ জ্ঞান- দিব্য জ্ঞান' থেকে পাঠ হয়। আচার্য বরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং আচার্য ভাষণের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে অনুষ্ঠানের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরাকার ঈশ্বর উপাসক ও ব্রাহ্ম ধর্মালম্বী ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা নামে একটি বিশাল ভূখণ্ড ক্রয় করে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতন ।

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction & Electrical Works at Ward No-13 Various Place of Booth No- 277 Within Dankuni Municipality Under Amader Para Amader Samadhan (APAS) and Repairing of Leakage in Existing Choked Pipe Line in 100mm & 150mm dia. In different words 06 to 11 for E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-98/2025-26(2nd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-131/2025-26 Bid Submission closing date (Online)-02/02/2026, Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

পাবলিক নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ বিধি ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে
মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এর ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক)

এবং

টেরাপ্রো ননওভেনস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে স্ফিংক্স হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) এর নিবন্ধিত অফিস ৯ /বি, উড স্ট্রিট ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬ [সিআইএন ৪৬৯০৯১৯৯৩০৫৯৯৩৬] এর ক্ষেত্রে।

........আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যা তদনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে, যাতে মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির ধারা ।। এর পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''গুজরাট রাজ্য'' তে পরিবর্তন করতে পারে।

যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) তার আপত্তি জমা দিতে পারেন অথবা তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিগুলি জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের ঠিকানায়ঃ কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং আইআইআইএফ /১৬, এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা-৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে হবেঃ

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ৯ / বি, উড স্ট্রিট দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬

টেরাপ্রো ননওভেনস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে এবং পক্ষ থেকে
(পূর্বে স্ফিংক্স হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
এসডি/-
পরিমল পারিখ
পরিচালক
(ডিনঃ ০২০৯৪৮৬৩)

তারিখঃ ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬ স্থানঃ কলকাতা

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

বিজ্ঞাপন নং.ঃ R/02/2026 তারিখঃ 01.01.2026

শিক্ষক পদের জন্য এসসি / এসটি / ওবিসি / ইডব্লিউএস / পিডব্লিউডি প্রার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়োগ অভিযান

এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিক্ষক পদের জন্য এসসি / এসটি / ওবিসি / ইডব্লিউএস / পিডব্লিউডি বিভাগের ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

বিস্তারিত এবং আপডেটের জন্য ভিজিট করুনঃ www.iitkgp.ac.in

অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩১.০১.২০২৬

CBC 21255/12/0026/2526 নিবন্ধক/Registrar

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

বিজ্ঞাপন নং.ঃ R/01/2026 তারিখঃ 01.01.2026

শিক্ষক পদের জন্য এসসি / এসটি / ওবিসি / ইডব্লিউএস / পিডব্লিউডি প্রার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়োগ অভিযান

প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিক্ষক পদের জন্য ভারতীয় নাগরিক, পিআইও এবং ওসিআইদের কাছ থেকে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

বিস্তারিত এবং আপডেটের জন্য ভিজিট করুনঃ www.iitkgp.ac.in

CBC 21255/12/0024/2526 নিবন্ধক/Registrar

Corrigendum for Date Extension

Corrigendum for Time Extension for Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Conditioner Machines in A Block of NIC, Bidyut Bhaban, DJ Block, Sector II, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal 700091.

Tender No: WBPWD/AE/SD-I/eNIQ18/25-26_2 nd Call & e-Tender ID No.- 2025_WBPWD_975880_1

	Existing	Extended up-to
Bid submission Closing Date (Online)	16.01.2026 up to 12:00 Hrs.	26.01.2026 up to 12:00 Hrs
Technical Bid Opening Date	20.01.2026 at 12:00 Hrs.	28.01.2026 at 12:00 Hrs.

Details may be downloaded from wbtenders.gov.in

SD/-
Assistant Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Sub-Division-I

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-28/APAS/BDO/JDB/2025-26 AND NIT-29/APAS/BDO/JDB/2025-26

Online Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 12.00 Noon of 06/2/2026 for NIT-28/APAS/BDO/JDB/2025-26 And up to 5.00 p.m. of 29/1/2026 for NIT-29/APAS/BDO/JDB/2025-26 under APAS 2025-26 funds.

For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.- Purulia, 723213.

Memo. No.136/BDO/JLD-II Dated: 19/01/2026

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.-31(e)/BDO/JLD-11/2025-26 dt. 19.01.2026, for 32 nos. scheme (Tender ID 2026_DM_5008724_1 to 2026_DM_5008724_32) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender for submission 27/01/2026 upto 02.00 P.M Details may be obtained from website: https://Tenders.wb.gov.in.

Block Development Officer
Jhalda II Development Block

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএন নং.ঃ ইউ৭৪৯৯৯ডিএল২০০২পিএলসি১১৭০৫২
এ-২৭০, ১ম ও ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নয়া দিল্লি-১১০ ০২৪, ভারত
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার/এআরসি), ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের একটি ঋণ হস্তান্তর চুক্তির অধীনে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলি অধিগ্রহণ করার পর, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের প্রতি দাবি নোটিশ জারি করেছে, এবং উক্ত নোটিশ(গুলি) প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে তাদের সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন, যার মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত।

ঋণগ্রহীতা / হিসাবের বিবরণ

ক্রম. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা(রা)/সহ-ঋণগ্রহীতা(রা)/গ্যারান্টারের নাম	মূল্য বাকি (টাকা)	১৩(২) নং বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১.	পিআর০১১৫৫৯৬০	সঞ্জয় বাস্ত্রালয় সঞ্জয় কানরার ইলা ডোলে	১১,৩৭,৫৩২	১৯ ডিসেম্বর ২০২৫	১ কদমতলা মৌজা, বড়গাঙ্গোচালিয়া, J.I নং ২৭, ৪০ L.R খাতিয়ান নং ৭৮, ৩৫৫ টাকা। Lr দাগ নং ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ২০৩০,২০৩২, থানা- বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কদমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩। দ্বারা আবদ্ধ ঃ পূর্ব - গঙ্গা কানরার, পশ্চিম-গ্রাম রোড, উত্তর - গিরিপথ তারপর বাদল কানরার, দক্ষিণ - কমন প্যাসেজ।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২.	পিআর০১২৫৯৮৯৬	ইয়াকুব সর্দার শেরিনা সর্দার	১৪,৬৮,৭৮৮	১৯ ডিসেম্বর ২০২৫	J.L. নং ১২৬, আর.এস. নং.৬২, ১৫৮, তৌজি নং.২৯৭, R.S. খতিয়ান নং ২৫০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৭ (কৃষি) আর. এস. দাগ নং. ৫১৭ এর অধীনে, এবং এল. আর. দাগ নং ৬৩৪, জেলেরহাট, বারুইপুর, তালদী, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩ ৩৭৬।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উপরে উল্লিখিত পরিমাণগুলি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে নির্দেশিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী প্রদেয়, এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর উপর প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, জরিমানা, খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়ও প্রদেয় হবে। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি) বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, চার্জ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।

এই প্রকাশনাটি ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণের তথ্যের জন্য সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে করা হয়েছে।

যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত যোগাযোগের ঠিকানায় স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুনঃ ফোনঃ ০১১-৪৬৫৮২৫৮৪,
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

তারিখঃ ২০.০১.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(অ্যালকেমিস্ট এক্সএলবিভিআইআই ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে তার ক্ষমতাবলে কাজ করছে) সুরক্ষিত পাওনাদার

আইসিসির ‘চাপ’ মেনে নিল বাংলাদেশ!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২০ জানুয়ারিঃ বুধবারের মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভারতে খেলতে আসা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছে আইসিসি। সেই ডেডলাইনের কথা এতদিন অস্বীকার করছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এবার বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল মেনে নিলেন, বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে আইসিসি। যদিও তাঁর বক্তব্য, আইসিসি অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করতে চাইছে তাঁদের। শনিবার বিকেলে ঢাকায় বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আইসিসি’র দুই শীর্ষ কর্তা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার দুই শীর্ষকর্তাকে বাংলাদেশ বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কারণ তাঁরা দেখিয়েছে, তা নিয়ে বোর্ড চিন্তিত। সেক্ষেত্রে তারা চাইছে ভারতের বদলে শ্রীলঙ্কায় খেলতে। বাংলাদেশের এই বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে আইসিসি এখনও সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। টুর্নামেন্টের আর বেশি দিন বাকি নেই। ফলে দ্রুত ব্যাপারটা মেটাতে হবে আইসিসিকে। যা খবর, তাতে ২১ জানুয়ারি, আগামী বুধবারের মধ্যে পুরো চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। নাহলে অন্য দলকে বেছে নেবে আইসিসি। তাই বিসিবিকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, ভারতে খেলতে আসার ব্যাপারে তাঁদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ২১ জানুয়ারির মধ্যে।

‘আর শরীর দিচ্ছে না’ অবসর নিচ্ছেন সাইনা নেহওয়াল

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২০ জানুয়ারিঃ প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টনের অধ্যায় জীবনে শেষ। অবসর নিচ্ছেন সাইনা নেহওয়াল। কোনও জাঁকজমকপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক বা কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়। একটি পডকাস্টে নিজের মতো করে কেরিয়ার নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন একসময়ের বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। গত দু’বছর ধরেই যে কোর্ট থেকে কার্যত দূরে ছিলেন সাইনা, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষবার তাঁকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালের সিঙ্গাপুর ওপেনে। তারপর থেকেই চোট-আঘাত, চিকিৎসা আর মানসিক লড়াইয়ের মধ্যেই কেটেছে সময়। সেই বাস্তবতাই এবার স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরলেন তিনি। পডকাস্টে সাইনার কথায় কোনও নাটকীয়তা ছিল না। ছিল কেবল নির্মম সত্যি। তাঁর কথায়, ‘‘আমি তো গত দু’বছর ধরে ব্যাডমিন্টন ছেড়েই দিয়েছি। এই খেলা আমি নিজের ইচ্ছায় শুরু করেছি, আবার নিজের ইচ্ছাতেই ছাড়ছি। আলাদা করে অবসর ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে করিনি।’’ সাইনার উপলব্ধি ছিল পরিষ্কার, যখন শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছে না, তখন থেমে যাওয়াই শ্রেয়। সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর হাঁটু। চিকিৎসার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, কার্টিলেজ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রয়েছে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা। বাবা-মা, কোচ সকলকে অনেক আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন শারীরিক অবস্থা খেলার পক্ষে নয়। বিশ্বের সেরা পর্যায়ে খেলতে হলে দিনে আট থেকে নয় ঘণ্টা অনুশীলন প্রয়োজন। সেখানে তিনি দু’ঘণ্টাতেই থেমে যাচ্ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেষে আর নিজের শরীরের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে চাননি। সেটাই ছিল তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে শুরু হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের মুখ। ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতা প্রথম বড় মাইলফলক। তার দু’বছর পর ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকসে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েন। ব্যাডমিন্টনে প্রথম ভারতীয় হিসেবে অলিম্পিক পদক জয়ের কৃতিত্ব আজও একান্তভাবে তাঁরই। এরপর সাফল্যের তালিকা আরও দীর্ঘ হয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসে আবার সোনা, একই বছরে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ। জুনিয়র স্তরেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দীর্ঘ সময় ধরে ‘ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের রানি’ হিসেবে রাজ করেছেন একচেটিয়া। তবে ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকের পর থেকেই হাঁটুর চোট ক্রমশ ভয়াবহ আকার নেয়। ফর্ম হারাতে থাকেন, ছন্দ ফিরে পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে। চিকিৎসা, রিহ্যাব- সবই চলেছে, কিন্তু শরীরের সীমা শেষ পর্যন্ত তাঁকে থামতে বাধ্য করল। আর কোর্টে নামবেন না সাইনা নেহওয়াল। কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াজগতে তাঁর নাম চির স্মরণীয় থেকে যাবে। পদক, ট্রফির বাইরে গিয়ে তিনি যা রেখে গেলেন, তা হল আত্মবিশ্বাস। যা পথ দেখাবে তরুণ প্রজন্মকে।

বার্ষিক চুক্তিতে বড় বদল বোর্ডের

কোথায় ঠাঁই হবে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ জানুয়ারিঃ চুক্তিতে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। জানা যাচ্ছে, বার্ষিক চুক্তির কাঠামো পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে নির্বাচক কমিটি। যার জেরে আর হয়তো থাকবে না এ ক্যাটেগরি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়তে পারে দলের দুই সিনিয়র তারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার উপর। বিসিসিআই বলেছে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বে নির্বাচক কমিটি চার স্তরীয় চুক্তির বদলে তিনটি ক্যাটেগরি অর্থাৎ এ, বি, সি রাখার কথা চলছে। বর্তমানে এ ক্যাটেগরিতে যে ক্রিকেটার থাকেন বছরে তিনি ৭ কোটি টাকা পান। এই ক্যাটেগরিই তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক চুক্তি নতুন কাঠামোয় এলে খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন করা হবে তাঁদের বর্তমান ফর্মের ভিত্তিতে। কোন ফর্ম্যাটে খেলছেন এবং দলের তাঁর ভবিষ্যতের ভিত্তিতে। তারকা নাম কিনা বা অতীতে কী করেছেন, এই কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে নয়। এই অবস্থায় শুধুমাত্র ওয়ান ডে খেলার কারণে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে গ্রেড বি-তে রাখা হতে পারে। ওই ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটার বার্ষিক ৩ কোটি টাকা পান। এক বিসিসিআই কর্তা বলেছেন, এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। তবে খেলোয়াড়দের টানা খেলার চাপ, ফর্ম্যাটের দাবি এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা যাতে যায়, সে দিকে নজর রেখে ভাবা হতে পারে। আগামী বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেখানেই পরিষ্কার হবে আর্থিক ভাবে কোনও পরিবর্তন আসছে কি না। ২০২৪-২৫ কেন্দ্রীয় চুক্তি অনুযায়ী, এ প্লাস ক্যাটেগরিতে ছিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা ও জসপ্রীত বুমরা। গ্রেড এ-তে জায়গা পেয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ, কেএল রাহুল, শুভমন গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি ও ঋষভ পন্থ। গ্রেড বি-তে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার। নতুন বহু ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছিলেন গ্রেড সি-তে। নতুন বার্ষিক চুক্তিতে শুধুমাত্র আর্থিক সুরক্ষা নয়, খেলোয়াড়দের গুরুত্বও বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে এ ক্যাটেগরি বাতিলের প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, ভারতীয় ক্রিকেটে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে। গৌতম গম্ভীর বরাবর যে তারকা পুজো থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলছেন, তারও সমাপ্তি হতে পারে।

এবার বেতন কমতে চলেছে চেন্নাইয়িন এফসির ফুটবলারদের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২০ জানুয়ারিঃ গত মরসুমে খুব একটা ভালো ফলাফল ছিল না চেন্নাইয়িন এফসির। বহু প্রত্যাশা নিয়ে দল গঠন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যারফলে লিগ টেবিলের তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। সেটা এক কথায় বিরাট বড় ধাক্কা ছিল দলের সমর্থকদের কাছে। সেই হতাশা ভুলে পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল তৎকালীন কোচ ওয়েন কোয়েলের দলকে। সেই সব হতাশা ভুলে শুধরে এই সিজনে সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণের এই ফুটবল দল। সেইমতো ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল চেন্নাইয়িন এফসি। বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের নাম। দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির বৃদ্ধি করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকজন ফুটবলারদের দিকেও নজর ছিল দক্ষিণের এই সফল ফুটবল ক্লাবের। স্বাভাবিকভাবেই নতুন মরসুমে যে বড়সড় চমক আসতে চলেছে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল ব্যাপকভাবে। কিন্তু গত কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজন ঘিরে প্রবল অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল চেন্নাইয়িন এফসি সহ একাধিক ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে ক্লিফোর্ড মিরান্ডার তত্বাবধানে সুপার কাপে নেমেছিল দল। তবে সেখানেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। গ্রুপ পর্বেই আটকে যেতে হয়েছিল দক্ষিণের এই দলকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। এমন পরিস্থিতিতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ভালো পারফরমেন্স করতে বধ্যপরিকর চেন্নাইয়িন। তবে গত বছর পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট আয়োজন ঘিরে ব্যাপক ধোঁয়াশা থাকলেও ইতিমধ্যে বদলেছে পরিস্থিতি। যারফলে এবার অন্য ফরম্যাটে আয়োজিত হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে কমছে ম্যাচের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের আর্থিক ক্ষতি কমাতে ইতিমধ্যেই খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামোয় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা নিয়েছে একাধিক ফুটবল ক্লাব। যাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে এফসি গোয়া সহ আরো কয়েকটি ক্লাবের নাম। এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছে চেন্নাইয়িন। জানা গিয়েছে, প্রাপ্য বেতনের প্রায় ১৫ শতাংশ বাদ দিয়ে এবার পারিশ্রমিক পাবেন দলের ফুটবলাররা।

সন্তোষ ট্রফির ম্যাচ গুলির এবার সময় বদল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ গত মরসুমে এই সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচে কেরালা দলকে পরাজিত করে ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলার ছেলেরা। গোল পেয়েছিলেন রবি হাঁসদা। সেই নিয়ে খুশির আমেজ দেখা গিয়েছিল বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। এবার সেই টুর্নামেন্ট নিজেদের ঘরে রেখে দেওয়াই প্রধান চ্যালেঞ্জ সকলের। লড়াইটা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন কোচ সঞ্জয় সেন। তাই সবদিক মাথায় রেখেই গত সপ্তাহের মঙ্গলবার খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। যেখানে ডাক পেয়েছেন মোট বাইশ ফুটবলার। যেখানে অভিজ্ঞ ফুটবলারদের পাশাপাশি এবার সুযোগ পেয়েছেন একাধিক নতুন মুখ। বলাবাহুল্য, গতবার চূড়ান্ত সাফল্য আশার সুবাদে এবার সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলা দল। একইভাবে খেলবে কেরালা দল। এছাড়াও এই মূল পর্ব থেকেই লড়াই শুরু করবে অসম। সূচি অনুযায়ী. দেখলে আগামীকাল অর্থাৎ ২১শে জানুয়ারি বাংলা দলের প্রথম ম্যাচ। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে নাগাল্যান্ডের ফুটবল দলের বিপক্ষে। তারপরে হাতে একদিন বিশ্রাম। আগামী ২৩শে জানুয়ারি অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবসে তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচ। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে উত্তরাখন্ড। একদিন পর ফের ম্যাচ। আগামী ২৫শে জানুয়ারি তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী রাজস্থানের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের পরেই দিন কয়েক বিরতির পর চতুর্থ ম্যাচ। ২৮শে জানুয়ারি তাঁদের লড়তে হবে তামিলনাড়ুর সাথে। তারপর শেষ ম্যাচ ৩০শে জানুয়ারি। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে আসামের বিপক্ষে। তবে এক্ষেত্রে বদল করা হয়েছে ম্যাচের সময়। পূর্বে জানা গিয়েছিল যে দুপুর ১টা বেজে ৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে অধিকাংশ ম্যাচ। তবে এবার সেই সময় আয়োজিত হতে চলা ম্যাচগুলিকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আরও কিছুটা। যারফলে দেড়টার ম্যাচ গুলি আয়াজিত হবে দুপুর দুটো থেকে। তারপর সূচি অনুসারে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের ফাইনাল। আগের সিজনের অনবদ্য লড়াইয়ের পর এবার কতটা নজর কাড়তে পারেন দলের ফুটবলাররা এখন সেটাই দেখার।

এফসি গোয়ায় ফিরছেন জাতীয় দলের ফুটবলার ঈশান পন্ডিতা

সংবাদ সংস্থা, পানাজি, ২০ জানুয়ারিঃ গত আইএসএলে চূড়ান্ত সাফল্য না আসলেও সাফল্যের দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল এফসি গোয়া। পরবর্তীতে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে হেলায় হারিয়ে তাঁরা জয় করেছিল কলিঙ্গ সুপার কাপ। যারফলে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র পেয়েছিল দেশের প্রথম সারির এই ফুটবল দল। সেখানে জয় না আসলেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল ভারতের এই দলের। পাশাপাশি দেশের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট পুনরায় জয় করার চ্যালেঞ্জ ছিল সকলের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল দলকে হারিয়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে গোয়া। যেটা নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সকল সমর্থকদের। এই ধারা বজায় রাখারই লক্ষ্য ছিল দলের সকল ফুটবলারদের। কিন্তু শেষ কয়েক মাস ধরে ব্যাপক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল আইএসএল। যারফলে এই দলের হয়ে খেলা নিয়ে ব্যাপক সংশয় দেখা দিয়েছিল একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন জাভিয়ের সিভেরিও টোরো থেকে শুরু করে বোরহা হেরেরা, ডেভিড টিমোর, ইকের গ্যারেক্সোনার মতো ভরসাযোগ্য ফুটবলাররা। এদের চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট বড় ধাক্কা দলের কাছে। আসলে নিজেদের বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতেই এই সমস্ত হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলবে দলের পারফরম্যান্সে। কিন্তু এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এবার নিজের এই পুরনো দলের ফিরতে চলেছেন জাতীয় দলের এক ফুটবলার। তিনি ঈশান পন্ডিতা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সুপারলিগ কেরালার ফুটবল ক্লাব মালাপ্পুরম এফসির হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল এই ভারতীয় ফরোয়ার্ডকে। শোনা যাচ্ছে এবার স্বল্প মেয়াদী চুক্তিতে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়ায় ফিরতে চলেছেন ঈশান। যেটা নিঃসন্দেহে চমক থাকবে সকলের কাছেই। বলাবাহুল্য, গত ২০২০-২০২১ সালে এফসি গোয়ার পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন দিল্লির এই ফুটবলার। পরবর্তীতে জামশেদপুর এফসির পাশাপাশি দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়েও খেলেছিলেন তিনি। যদিও সেখানে খুব একটা নজর কাড়তে না পারায় চলে গিয়েছিলেন সুপার লিগ কেরালায়। এবারের এই আইএসএলে টানা দুইবার সুপার কাপ জয়ীদের দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই হয়তো তাঁর নাম ঘোষনা করবে গোয়া।

মার্তিনেজের সেই ‘লেগ অব গড’ ফিরিয়ে আনলেন ইয়াসিন বুনু

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি কোলাজ ছবি ভাসছে। হুবুহু প্রায় একই ভঙ্গিতে বল ঠেকাচ্ছেন দুই গোলকিপার। একজন মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বুনু, আরেকজন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। দুজন দুই মহাদেশের বাসিন্দা। তবু গতকাল রাত থেকে কোলাজ ছবির মোহনায় তাঁদের মিলে যাওয়ার কারণ আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের ফাইনাল। রাবাতে সেনেগালের বিপক্ষে ফাইনালের ৩৭ মিনিটে অসাধারণ এক সেভ করেন মরক্কো গোলকিপার বুনু। ম্যাচটি না দেখে থাকলেও নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নিতে পেরেছেন, হঠাৎ করেই মার্তিনেজ ও বুনুর এক ছবিতে মেলার কী কারণ। হ্যাঁ, প্রায় একই রকম দুটি সেভ। ‘প্রায়’-কথাটি বলতে হচ্ছে, কারণ মার্তিনেজ বলটা ঠেকিয়েছিলেন বাঁ পায়ে, আর বুনু ডান পায়ে। পাশাপাশি ম্যাচে তাঁদের সেভ করার সময়ও আলাদা। কিন্তু সেভ করার টেকনিক দুজনেরই হুবুহু একই রকম, বলতে পারেন কার্বন কপি। তার মধ্যে আসলটি মার্তিনেজের, কপি বুনুর। আসল সেভটি নিশ্চয়ই মনে আছে? আর্জেন্টিনা ফুটবলের সমর্থকদের তা ভোলার কথা নয়। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল। মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। ৩-৩ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচে তখন অতিরিক্ত সময়ে (১২৩ মিনিট) প্রায় অন্তিম মুহূর্তের খেলা চলছিল। নিকোলাস ওতামেন্দির ভুলে হঠাৎ আর্জেন্টাইন বক্সের সামনে গোলকিপার মার্তিনেজকে একা পেয়ে যান ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড কোলো মুয়ানি। পাশ দিয়ে বল জালে ঠেলে দিলেই ফ্রান্স জিতবে, এমন পরিস্থিতিতে মুয়ানির শট অবিশ্বাস্যভাবে বাঁ পা দিয়ে ঠেকান মার্তিনেজ। কারও কারও মতে, এটি কাতার বিশ্বকাপ তো বটেই, বিশ্বকাপের ইতিহাসেই অন্যতম সেরা সেভ। পরে সেই সেভের কারণেই খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে এবং সেখানে ৪-২ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনাই। বুনুর ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। অমন অবিশ্বাস্য এক সেভ করলেও তাঁর দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে করা গোলে শিরোপা জিতেছে সেনেগাল। তবে এটাও সত্য যে নির্ধারিত সময়ে বুনু কয়েকটি সেভ না করলে ম্যাচ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত যেত না। এর মধ্যে ৩৭ মিনিটে সেনেগালের স্ট্রাইকার ইলিমান নাদিয়ায়ে মরক্কোর বক্সের ডান পাশে একা পেয়ে যান বুনুকে। দুই পাশে ইলিমানের শট নেওয়ার জায়গা কমাতে মার্তিনেজের মতো বুনুও এগিয়ে যান সামনে। এভারটন স্ট্রাইকার যে মুহূর্তে শটটি নেন, তখন বুনু যেভাবে দুই পা এবং হাত ছড়িয়ে বলটি ঠেকানোর ভঙ্গি নেন-সেটা দেখতে অবিকল মার্তিনেজের সেই সেভের মতো। অবিশ্বাস্য! ফুটবল অবশ্য এমনই। অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে। যেমন ধরুন লিওনেল মেসি ও দিয়েগো মারাদোনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ‘হ্যান্ড অব গড’ গোলের পাশাপাশি কয়েকজনকে কাটিয়েও গোল করেন মারাদোনা। কে জানত, পরবর্তী সময়ে মেসিও তাঁর ক্যারিয়ারে এমন দুটি গোল করবেন! ২০০৭ সালে হেতাফের বিপক্ষে মারাদোনার সেই গোলের মতো চার-পাঁচজনকে কাটিয়ে গোল করেন মেসি। সে সময় সংবাদমাধ্যমে গোলটিকে মারাদোনার সেই গোলের ‘কার্বন কপি’ বলা হয়েছিল। একই বছর এস্পানিওলের বিপক্ষে হাত দিয়ে গোল করেন কিংবদন্তি-সংবাদমাধ্যমে সে গোলটিকেও বলা হয়েছে মারাদোনার ‘হ্যান্ড অব গড’ ফিরিয়ে আনলেন মেসি। বুনু কি তাহলে মার্তিনেজের ‘লেগ অব গড’কে ফেরালেন? সময়ই বলে দেবে ফুটবলপ্রেমীরা বুনুর এই সেভকে কীভাবে কিংবা কী নামে মনে রাখেন। তবে শিরোপা জিততে না পারলেও বুনুর মনে সম্ভবত খুব একটা দুঃখ নেই। ৭ ম্যাচে পাঁচটি ক্লিন শিট রাখা বুনু যে এবার আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে সেরা গোলকিপারের ট্রফি জিতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

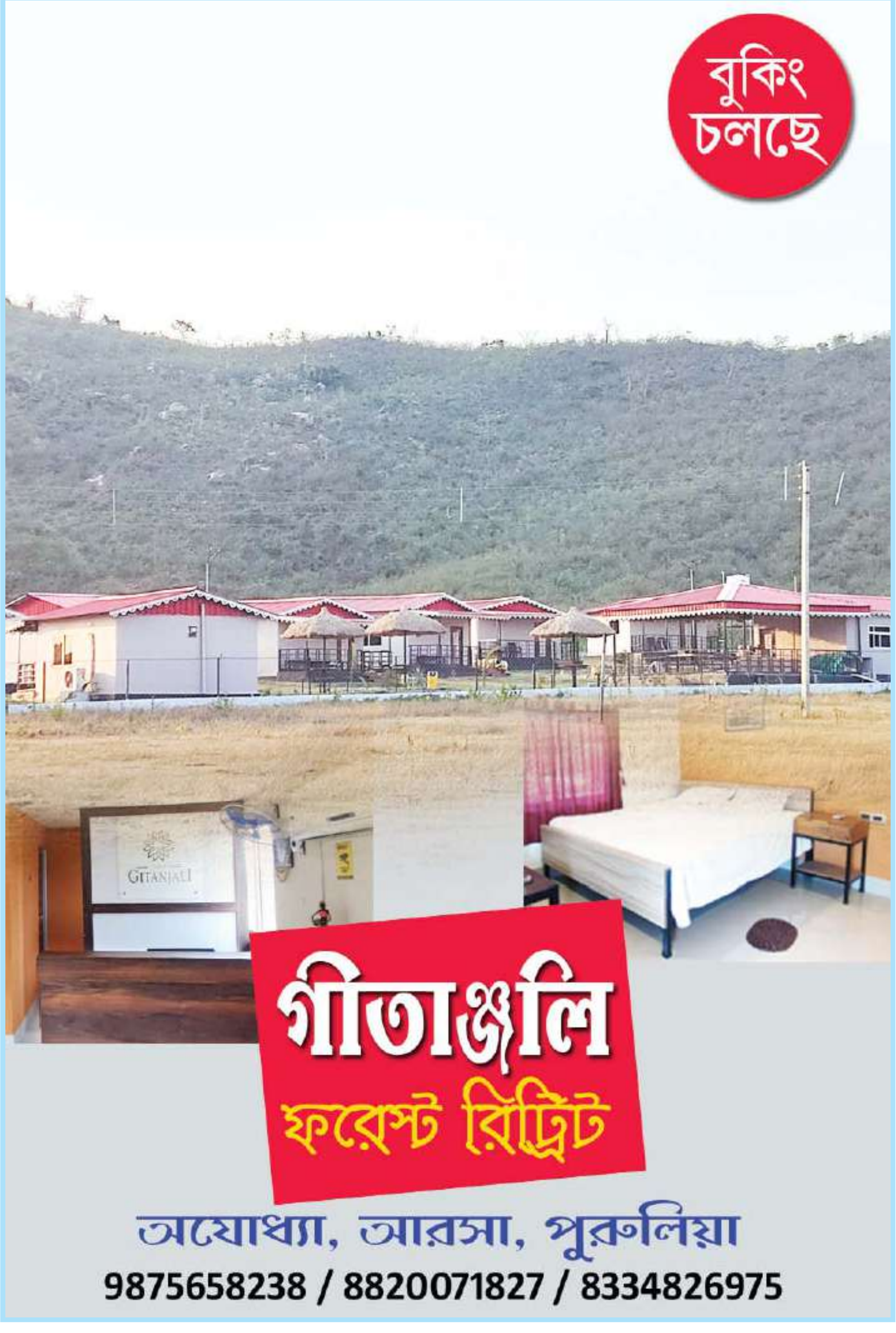

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com